কৃষ্ণকুমারী নাটক

পুরুষ-চরিত্র

ভীমসিংহ (উদয়পুরের রাজা)। বলেন্দ্রসিংহ (রাজভ্রাতা)। সত্যদাস (রাজমন্ত্রী)। জগৎসিংহ (জয়পুরের রাজা। নারায়ণ মিশ্র (রাজমন্ত্রী)। ধনদাস (রাজসহচর)। ভৃত্য, রক্ষক, দূত, সন্ন্যাসী, ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

অহল্যা দেবী (ভীমসিংহের পাটেশ্বরী)। কৃষ্ণকুমারী (ভীমসিংহের দুহিতা) তপস্বিনী। বিলাসবতী। মদনিকা।

প্রথমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

জয়পুর, রাজগৃহ

রাজা জগৎসিংহ, পশ্চাতে পত্র হস্তে মন্ত্রীর প্রবেশ

রাজা। আঃ কি আপদ্! তোমরা কি আমাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও বিশ্রাম কত্তে দেবে না? তুমিই যা হয় একটা বিবেচনা করগে না।

মন্ত্রী। মহারাজ, অনন্তদেবই পৃথিবীর ভার সর্ব্বদা সহ্য করেন। তা আপনি এতে বিরক্ত হবেন না।

রাজা। হা! হা! মন্ত্রিবর, অনন্তদেবের সঙ্গে আমার তুলনাটা কি প্রকারে সঙ্গত হয়? তিনি হলেন দেবাংশ, আমি একজন ক্ষুদ্র মনুষ্য মাত্র, আহার, নিদ্রা, সময়বিশেষে আরাম— এ সকল না হলে আমার জীবন রক্ষা করা দুষ্কর। তা দেখ, আমার এখন কিঞ্চিৎ অলস ইচ্ছা হচ্যে। এ সকল পত্র না হয় সন্ধ্যার পর দেখা যাবে, তাতে হানি কি? যবনদল কিম্বা মহারাষ্ট্রের সৈন্য ত এই মুহূর্ত্তে এ নগর আক্রমণ কত্যে আস্‌চে না—

ধনদাসের প্রবেশ

আরে, ধনদাস? এস, এস, তবে ভাল আছ ত?

ধন। আজ্ঞা, এ অধীন মহারাজের চিরদাস। আপনার শ্রীচরণপ্রসাদে এর কি অমঙ্গল আছে?

মন্ত্রী। (স্বগত) সব প্রতুল হলো—আর কি? একে মনসা, তায় আবার ধুনার গন্ধ! এ কর্ম্মনাশাটা থাকতে দেখছি কোন কর্ম্মই হবে না। দূর হোক্। এখন যাই। অনিচ্ছুক ব্যক্তির অনুসরণ করা পশু পরিশ্রম।

[প্রস্থান।

রাজা। তবে সংবাদ কি, বল দেখি?

ধন। (সহাস্য বদনে) মহারাজ, এ নিকুঞ্জ-বনের প্রায় সকল ফুলেই আপনার এক একবার মধুপান করা হয়েছে, নূতনের মধ্যে কেবল ভেরেণ্ডা, ধুতুরা প্রভৃতি গোটা কতক কদর্য্য ফুল বাকি আছে। কৈ? জয়পুরের মধ্যে মহারাজের উপযুক্ত স্ত্রীলোক ত আর একটিও দেখতে পাওয়া যায় না।

রাজা। সে কি হে? সাগর বারিশূন্য হলো না কি?

ধন। আর, মহারাজ! এমন অগস্ত্য অবিশ্রান্ত শুষতে লাগলে, সাগরে কি আর বারি থাকে?[১]

রাজা। তবে এখন এ মেঘবরের উপায় কি, বল দেখি?

ধন। আজ্ঞা, তার জন্যে আপনি চিন্তিত হবেন না। এ পৃথিবীতে একটা ত নয় সাতটা সাগর আছে!

রাজা। ধনদাস, তোমার কথা শুনে আমার মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠলো। তবে এখন উপায় কি, বল দেখি?

ধন। আজ্ঞা, উপায়ের কথা পরে নিবেদন করচি। আপনি অগ্রে এই চিত্রপটখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন দেখি। এখানি একবার

১. পৌরাণিক অগস্ত্য কাহিনীর উল্লেখ।

আপনাকে দেখাবার নিমিত্তেই আমি এখানে আনলেম।

রাজা। (চিত্রপট অবলোকন করিয়া) বাঃ, এ কার প্রতিমূর্ত্তি হে? এমন রূপ ত আমি কখন দেখি নাই।

ধন। মহারাজ, আপনি কেন? এমন রূপ, বোধ হয়, এ জগতে আর কেউ কখন দেখে নাই।

রাজা। তাই ত! আহা! কি চমৎকার রূপ! ওহে ধনদাস, এ কমলিনীটি কোন্ সরোবরে ফুটেছে, আমাকে বলতে পার? তা হলে আমি বায়ুগতিতে এখনই এর নিকটে যাই।

ধন। মহারাজ, এ বিষয়ে এত ব্যস্ত হলে কি হবে? এ বড় সাধারণ ব্যাপার নয়। এ সুধা চন্দ্রলোকে থাকে। এর চারি দিকে রুদ্রচক্র অহর্নিশি ঘুরছে। একটি ক্ষুদ্র মাছিও এর নিকটে যেতে পারে না।

রাজা। কেন? বৃত্তান্তটা কি, বল দেখি শুনি?

ধন। আজ্ঞা, মহারাজ—

রাজা। বলই না কেন? তায় দোষ কি?

ধন। মহারাজ, ইনি উদয়পুরের রাজদুহিতা—এঁর নাম কৃষ্ণকুমারী!

রাজা। (সসম্ভ্রমে) বটে! (পট অবলোকন করিয়া) ধনদাস, তুমি যে বলছিলে এ সুধা চন্দ্রলোকে থাকে, সে যথার্থই বটে। আহা! যে মহদ্বংশে শত রাজসিংহ জন্মগ্রহণ করেছেন; যে বংশের যশঃসৌরভে এ ভারতভূমি চির পরিপূর্ণ; সে বংশে এরূপ অনুপমা কামিনীর সম্ভব না হলে আর কোথায় হবে? যে বিধাতা নন্দনকাননে পারিজাত পুষ্পের সৃজন করেছেন, তিনিই এই কুমারীকে উদয়পুরের রাজকুলের ললনারূপে সৃষ্টি করেছেন। আহা, দেখ, ধনদাস—

ধন। আজ্ঞা করুন।

রাজা। তুমি এ বংশনিদান বাপ্পা রায়ের যথার্থ নাম কি, তা জন ত?

ধন। আজ্ঞা—না।

রাজা। সে মহাপুরুষকে লোকে আদর করে বাপ্পা নাম দিয়াছিল; তাঁর যথার্থ নাম শৈলরাজ। আহা! তিনি যে শৈলরাজ, তা এ চিত্রপটখানি দেখলেই বিলক্ষণ জানা যায়।

ধন। কেমন করে, মহারাজ?

রাজা। মর্ মূর্খ! ভগবতী মন্দাকিনী শৈলরাজের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন কি না?

ধন। (স্বগত) মাছ ভায়া টোপটি ত গিলেছেন। এখন এঁকে কোন ক্রমে ডাঙায় তুলতে পাল্যে হয়!

রাজা। দেখ, ধনদাস!

ধন। আজ্ঞা করুন, মহারাজ!

রাজা। তুমি এ চিত্রপটখানি আমাকে দাও—

ধন। মহারাজ, এ অধীন আপনার ক্রীত দাস; এর যা কিছু আছে, সে সকলই মহারাজের। তবে কি না—তবে কি না—

রাজা। তবে কি, বল?

ধন। আজ্ঞা, এ চিত্রপটখানি এ দাসের নয়; তা হলে মহারাজকে এক্ষণেই দিতেম। উদয়পুর থেকে আমার একজন বান্ধব এ নগরে এসেছেন। তিনিই আমাকে এ চিত্রপটখানি বিক্রয় কত্যে দিয়েছেন।

রাজা। বেশ ত। তোমার বান্ধবকে এর উচিত মূল্য দিলেই ত হবে?

ধন। (স্বগত) আর যাবে কোথা? এইবার ফাঁদে ফেলেছি। (প্রকাশে) আজ্ঞা, তা হবে না কেন? তিনি বিক্রয় কত্যে এসেছেন; যথার্থ মূল্য পেলে না দেবেন কেন? তবে কি না, তিনি যে মূল্য প্রার্থনা করেন, সেটা কিছু অধিক বোধ হয়।

রাজা। ধনদাস, এ চিত্রপটখানি একটি অমূল্য রত্ন। ভাল, বল দেখি, তোমার বান্ধব কত চান?

ধন। (স্বগত) অমূল্য রত্ন বটে? তবে আর ভয় কি? (প্রকাশে) মহারাজ, তিনি বিশ সহস্র মুদ্রা চান। এর কমে কোন মতেই বিক্রয় কত্যে স্বীকার করেন না। অনেক লোকে তাঁকে ষোল সহস্র মুদ্রা পর্যন্ত দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তাতে তিনি—

রাজা। ভাল, তবে তিনি যা চান তাই দেওয়া যাবে। আমি কোষাধ্যক্ষকে এক পত্র দি; তুমি তার কাছ থেকে এ মুদ্রা লয়ে তোমার বন্ধুকে দিও। কৈ? এখানে যে লিখবার কোন উপকরণ নাই।

ধন। মহারাজ, আজ্ঞা করেন ত আমি এখনই সব এনে প্রস্তুত করে দি।

রাজা। তবে আন।

ধন। যে আজ্ঞা, আমি এলেম বলে।

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) মহারাজ ভীমসিংহের যে এমন একটি সুন্দরী কন্যা আছে তা ত আমি স্বপ্নেও জানতেম না। হে রাজলক্ষ্মি, তুমি কোন্ ঋষিবরের অভিশাপে এ জলধিতলে এসে বাস কচ্যো?[২]

মসীভাজন প্রভৃতি লইয়া ধনদাসের পুনঃপ্রবেশ

ধন। মহারাজ, এই এনেছি। (রাজার উপবেশন এবং লিপিকরণ—স্বগত) মন্ত্রণার প্রথমেই ত ফল লাভ হলো। এখন দেখা যাক, শেষটা কিরূপ দাঁড়ায়। কৌশলের ত্রুটি হবে না। তারপর আর কিছু না হয়, জানলেম যে চোরের রাত্রবাসই লাভ। আর মন্দই বা কি? কোন ব্যয় নাই অথচ বিলক্ষণ লাভ হলো?

রাজা। এই নাও। (পত্রদান।)

ধন। মহারাজ, আপনি স্বয়ং দাতা কর্ণ।

রাজা। তুমি আমাকে যে অমূল্য রত্ন প্রদান কল্লে, এতে তোমার কাছে আমি চিরবাধিত থাকলেম।

ধন। মহারাজ, আমি আপনার দাস মাত্র! দেখুন মহারাজ, আপনি যদি এ দাসের কথা শোনেন, তা হলে আপনার অনায়াসে এ স্ত্রীরত্নটি লাভ হয়।

রাজা। (উঠিয়া) বল কি, ধনদাস? আমার কি এমন অদৃষ্ট হবে?

ধন। মহারাজ, আপনি উদয়পুরের রাজকুমারীর সঙ্গে পরিণয় ইচ্ছা প্রকাশ করবামাত্রেই, আপনার সে আশা ফলবতী হবে, সন্দেহ নাই। আপনার পূর্ব্বপুরুষেরা ঐ বংশে অনেক বার বিবাহ করেছেন; আর আপনি কুলে, মানে, রূপে, গুণে সর্ব্বপ্রকারেই কুমারী কৃষ্ণার উপযুক্ত পাত্র যেমন পঞ্চালদেশের ঈশ্বর দ্রুপদ তাঁর কৃষ্ণাকে কৌরবকুলতিলক পার্থকে দিতে ব্যগ্র ছিলেন, আপনার নাম শুনলে মহারাজ ভীমসেনও সেইরূপ হবেন।[৩]

রাজা। হাঁ—উদয়পুরের রাজসংসারে আমার পূর্ব্বপুরুষেরা বিবাহ করেন বটে; কিন্তু মহারাজ ভীমসেন নিতান্ত অভিমানী, যদি তিনি এ বিষয়ে অসম্মত হন, তবে ত আমার আর মান থাকবে না।

ধন। মহারাজ, আপনি সূর্য্যবংশ-চূড়ামণি! মহোদয় ব্যক্তিরা আপনাদের গুণবিষয়ে প্রায়ই আত্মবিস্মৃত। এই জন্যে আপনি আপন মাহাত্ম্য জানেন না। জনক রাজা কি দাশরথিকে অবহেলা করেছিলেন?[৪]

রাজা। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা—তুমি একবার মন্ত্রিবরকে ডাক দেখি।

ধন। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) দেখি, মন্ত্রীর কি মত হয়, এ বিষয়ে সহসা হস্তক্ষেপ করাটা উচিত নয়। আহা, যদি ভীমসিংহ এতে সম্মত হন, তবে আমার জন্ম সফল হবে। (উপবেশন।)

মন্ত্রীর সহিত ধনদাসের পুনঃপ্রবেশ

মন্ত্রী। দেব, অনুমতি হয় ত, এ পত্র কখানি রাজসম্মুখে পাঠ করি।

রাজা। (সহাস্য বদনে) না, না! ও সব সন্ধ্যার পরে দেখা যাবে। এখন বসো। তোমার সঙ্গে আমার অন্য কোন কথা আছে।

মন্ত্রী। (বসিয়া) আজ্ঞা করুন।

রাজা। দেখ, মন্ত্রিবর, মহারাজ ভীমসিংহের কি কোন সন্তান সন্ততি আছে?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, হাঁ আছে।

রাজা। কয় পুত্র, কয় কন্যা, তা তুমি জান?

মন্ত্রী। আজ্ঞা না, এ আশীর্ব্বাদক কেবল রাজকুমারী কৃষ্ণার নাম শ্রুত আছে।

ধন। মহাশয়, রাজকুমারী কৃষ্ণা নাকি পরম সুন্দরী?

মন্ত্রী। লোকে বলে যে যাজ্ঞসেনী[৫] স্বয়ং পুনরায় ভূমণ্ডলে অবতীর্ণা হয়েছেন!

২. সমুদ্রমন্থন প্রসঙ্গ। ৩. মহাভারত প্রসঙ্গ। ৪. রামায়ণ প্রসঙ্গ। ৫. দ্রৌপদী। যজ্ঞ থেকে উৎপন্ন বলে এই নাম।

ধন। তবে মহাশয়, আপনি আমাদের মহারাজের সঙ্গে এ রাজকুমারীর বিবাহের চেষ্টা পান না কেন? মহারাজও ত স্বয়ং নরনারায়ণ অবতার!

মন্ত্রী। তার সন্দেহ কি? তবে কি না এতে যৎকিঞ্চিৎ বাধা আছে।

রাজা। কি বাধা?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, মহারাজ, মরুদেশের[৬] মৃত অধিপতি বীরসিংহের সঙ্গে এই রাজকুমারীর পরিণয়ের কথা উপস্থিত হয়েছিল; পরে তিনি অকালে লোকান্তর প্রাপ্ত হওয়াতে, সে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই। আমি পরম্পরায় শুনেছি যে, সে দেশের বর্ত্তমান নরপতি মানসিংহ নাকি এই কন্যার পাণিগ্রহণ কত্যে ইচ্ছা করেন।

রাজা। বটে? বামন হয়ে চাঁদে হাত! এই মানসিংহ একটা উপপত্নীর দত্তক পুত্র, এ কথা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র। তা এ আবার কৃষ্ণকুমারীকে বিবাহ কত্যে চায়? কি আশ্চর্য্য! দুরাত্মা রাবণ কি বৈদেহীর উপযুক্ত পাত্র?[৭] দেখ মন্ত্রি, তুমি এই দণ্ডেই উদয়পুরে লোক পাঠাও! আমি এ রাজকন্যাকে বরণ করবো। (উঠিয়া) মানসিংহ যদি এতে কোন অত্যাচার করে, তবে আমি তাকে সমুচিত প্রতিফল না দিয়া ক্ষান্ত পাব না।

মন্ত্রী। ধর্ম্মাবতার, এ কি ঘরোয়া বিবাদের সময়? দেখুন, দেশবৈরিদল চতুর্দ্দিকে দিন দিন প্রবল হয়ে উঠছে।

রাজা। আঃ, দেশবৈরিদল! তুমি যে দেশবৈরিদলের কথা ভেবে ভেবে একেবারে বাতুল হলে! এক যে দিল্লীর সম্রাট্, তিনি ত এখন বিষহীন ফণী। আর যদি মহারাষ্ট্রের রাজার কথা বল, সেটা ত নিতান্ত লোভী। যৎকিঞ্চিৎ অর্থ পেলেই ত তার সন্তোষ।[৮] তা যাও তুমি এখন যথাবিধি দূত প্রেরণ করগে। মানসিংহের কি সাধ্য যে, সে আমার সঙ্গে বিবাদ করে?

ধন। (জনান্তিকে) মহারাজ, এ দাসকে পাঠালে ভাল হয় না?

রাজা। (জনান্তিকে) সে ত ভালই হয়। তুমি একজন সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয়, তোমার যাওয়ার হানি কি? (প্রকাশে) দেখ, মন্ত্রি, তুমি ধনদাসকে উদয়পুরে পাঠায়ে দাও।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা, মহারাজ। (ধনদাসের প্রতি) মহাশয়, আপনি তবে আমার সঙ্গে আসুন। এ বিষয়ে যা কর্ত্তব্য সেটা স্থির করা যাকগে।

রাজা। যাও, ধনদাস, যাও।

ধন। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[মন্ত্রী এবং ধনদাসের প্রস্থান।

রাজা। (পরিক্রমণ করিয়া স্বগত) আহা, এমন মহার্হ রত্ন কি আমার ভাগ্যে আছে? তা দেখি, বিধাতা কি করেন। ধনদাস অত্যন্ত সচতুর মানুষ; ও যদি সুচারুরূপে এ কর্ম্মটা নির্ব্বাহ কত্যে না পারে, তবে আর কে পারবে?

ধনদাসের পুনঃপ্রবেশ

ধন। মহারাজ,—

রাজা। কি হে, তুমি যে আবার ফিরে এলে?

ধন। আজ্ঞা, মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমার একটা কথার ঐক্য হচ্চে না। তারই জন্যে আবার রাজসম্মুখে এলেম।

রাজা। কি কথা?

ধন। আজ্ঞা, এ দাসের বিবেচনায় কতকগুলি সৈন্য সঙ্গে নিলে ভাল হয়; কিন্তু মন্ত্রী এতে এই আপত্তি করেন যে, তা কত্যে গেলে অনেক অর্থের ব্যয় হবে।

রাজা। হা! হা! হা! বৃদ্ধ হলে লোকের এমনি বুদ্ধিই ঘটে! তবে মন্ত্রীর ইচ্ছা যে তুমি একলা যাও?

ধন। আজ্ঞা, এক প্রকার তাই বটে।

রাজা। কি লজ্জার কথা! একে ত মহারাজ ভীমসেন অত্যন্ত অভিমানী, তাতে এ বিষয়ে যদি কোন ত্রুটি হয়, তা হলেই বিপরীত ঘটে উঠবে।

ধন। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি? এ দাসও তাই বলছিল।

রাজা। আচ্ছা—তুমি মন্ত্রীকে এই কথা বলগে, তিনি তোমার সঙ্গে এক শত অশ্ব, পাঁচটা হস্তী, আর এক সহস্র পদাতিক প্রেরণ

৬. রাজপুতানার মারবার অঞ্চল। ৭. রামায়ণ প্রসঙ্গ। ৮. ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ।

করেন। এ বিষয়ে কৃপণতা কল্যে কায হবে না।

ধন। মহারাজ, আপনি প্রতাপে ইন্দ্র, ধনে কুবের, আর বুদ্ধিতেও স্বয়ং বৃহস্পতি অবতার! বিবেচনা করে দেখুন, যখন সুরপতি বাসব সাগর মন্থন কর্য্যে অমৃতলাভের বাসনা করেছিলেন[৯], তখন কি তিনি সে বৃহৎ ব্যাপারে একলা প্রবৃত্ত হয়েছিলেন?

রাজা। দেখ, ধনদাস,—

ধন। আজ্ঞা, করুন—

রাজা। যেমন নলরাজা রাজহংসকে দময়ন্তীর নিকটে দূত করে পাঠিয়েছিলেন, আমিও তোমাকে তেমনি পাঠাচ্ছি।[১০] দেখ, ধনদাস, আমার কর্ম্ম যেন নিষ্ফল না হয়।

ধন। মহারাজ, আপনার কর্ম্ম সাধন কত্যে যদি প্রাণ যায়, তাতেও এ দাস প্রস্তুত ; কিন্তু রাজচরণে একটি নিবেদন আছে।

রাজা। কি?

ধন। মহারাজ, নলরাজা যে হংসকে দূত করে পাঠিয়েছিলেন, তার সোণার পাখা ছিল ; এ দাসের কি আছে মহারাজ?

রাজা। (সহাস্য বদনে) এই নাও। তুমি এই অঙ্গুরীটি গ্রহণ কর।

ধন। মহারাজ, আপনি স্বয়ং দাতা কর্ণ!

রাজা। তবে আর বিলম্ব কেন? তুমি মন্ত্রীর নিকট গিয়ে, অদ্যই যাতে যাত্রা করা হয়, এমন উদ্‌যোগ করগে। যাও, আর বিলম্ব করো না। আমি এখন বিলাসকাননে গমন করি।

ধন। (স্বগত) এখন তোমার যেখানে ইচ্ছা, গমন কর। আমার যা কর্ম্ম তা হয়েছে। (পরিক্রমণ) ধনদাস বড় সামান্য পাত্র নন্। কোথায় উদয়পুরের একজন বণিকের চিত্রপট কৌশলক্রমে প্রায় বিনা মূল্যেই হস্তগত করা হলো ; আবার তাই রাজাকে বিক্রয় করে বিলক্ষণ অর্থ সংগ্রহ করলেম! এ কি সামান্য বুদ্ধির কর্ম্ম! হা! হা! হা! বিশ সহস্র মুদ্রা! হা! হা! হা! মধ্য থেকে আবার এই অঙ্গুরীটিও লাভ হয়ে গেল! (অবলোকন করিয়া) আহা! কি চমৎকার মণিখানি! আমার প্রপিতামহও এমন বহুমূল্য মণি কখন দেখেন নাই! যা হৌক, ধন্য ধনদাস! কি কৌশলই শিখেছিলে! জ্যোতির্বেত্তারা বলে থাকেন যে গ্রহদল রবিদেবের সেবা কর্য্যে তাঁর প্রসাদেই তেজঃ লাভ করেন ; আমরাও রাজ-অনুচর ; তা আমরা যদি রাজপূজায় অর্থলাভ না করি, তবে আর কিসে করব? তা এই ত চাই! আরে, এ কালে কি নিতান্ত সরল হলে কাজ চলে! কখন বা লোকের মিথ্যা গুণ গাইতে হয় ; কখন বা অহেতু দোষারোপ কত্যে হয় ; কারো বা দুটো অসত্য কথায় মনঃ রাখতে হয় আর কারু কারু মধ্যে বা বিবাদ বাধিয়ে দিতে হয় ; এই ত সংসারের নিয়ম। অর্থাৎ, যেমন কর্য্যে হৌক, আপনার কার্য্য উদ্ধার করা চাই! তা না করে, যে আপনার মনের কথা ব্যক্ত করে ফেলে, সেটা কি মানুষ? হুঁ! তার মন ত বেশ্যার দ্বার বল্যেই হয়! কোন আবরণ নাই। যার ইচ্ছা সেই প্রবেশ কত্যে পারে! এরূপ লোকের ত ইহকালে অন্ন মেলা ভার আর পরকালে—পরকাল কি? পরকালে বাপ নির্ব্বংশ—আর কি! হা! হা! যাই, অগ্রে ত টাকাগুলো হাত করিগে ; পরে একবার মন্ত্রীর কাছে যেতে হবে। আঃ, সেটা আবার এক বিষম কণ্টক! ভাল, দেখা যাক, মন্ত্রীভায়ার কত বুদ্ধি!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

জয়পুর, বিলাসবতীর গৃহ

বিলাসবতী

বিলা। (স্বগত) কি আশ্চর্য! মহারাজ যে আজ এত বিলম্ব কচ্যেন, এর কারণ কি? (দীর্ঘনিশ্বাস) ভাল—আমি এ লম্পট জগৎসিংহের প্রতি এত অনুরাগিণী হলেম কেন? এ নবযৌবনের ছলনায় যাকে চিরদাস করবো, মনে করেছিলাম, পোড়া মদনের কৌশলে আমিই আবার তার, দাসী হলেম যে! আমি কি পাখীর মতন আহারের অন্বেষণে জালে পড়লেম? তা না হলে রাজাকে না দেখে আমার মনঃ এত

৯. পৌরাণিক প্রসঙ্গ। ১০. মহাভারতের প্রসঙ্গ।

চঞ্চল হয় কেন? (দীর্ঘ নিশ্বাস) রাজার আসবার ত সময় হয়েছে; আমাকে আজ কেমন দেখাচ্যে কে জানে? (দর্পণের নিকট অবস্থিতি।)

মদনিকার প্রবেশ

(প্রকাশে) ওলো মদনিকে, একবার দেখ্ ত, ভাই, আমার মুখখানা আজ আরসিতে কেমন দেখাচ্যে?

মদ। আহা, ভাই, যেন একটি কনকপদ্ম বিমল সরোবরে ফুটে রয়েছে! তা ও সব মরুক্ গে যাক! এখন আমি যে কথা বলতে এলেম, তা আগে মন দিয়ে শোন।

বিলা। কি, ভাই? মহারাজ বুঝি আসচেন?

মদ। আর মহারাজ! মহারাজ কি আর তোমার আছেন যে আসবেন?

বিলা। কেন? কেন? সে কি কথা? কি হয়েছে, শুনি—

মদ। আর শুনবে কি? ঐ যে ধনদাস দেখচো, ওকে ত তুমি ভাল করে চেন না। ও পোড়ারমুখোর মতন বিশ্বাসঘাতক মানুষ কি আর দুটি আছে?

বিলা। কেন? সে কি করেছে?

মদ। কি আর করবে? তুমি যত দিন তার উপকার করেছিলে, তত দিন সে তোমার ছিল; এখন সে অন্য পথ ভাবচে।

বিলা। বলিস্ কি লো? আমি ত তোর কথা কিছুই বুঝতে পাল্যেম না।

মদ। বুঝবে আর কি? তুমি উদয়পুরের রাজা ভীমসিংহের নাম শুনেছ?

বিলা। শুনবো না কেন? তিনি হিন্দুকুলের চূড়ামণি; তাঁর নাম কে না শুনেছে?

মদ। তোমার প্রিয় বন্ধু ধনদাস সেই রাজার মেয়ে কৃষ্ণার সঙ্গে মহারাজের বিবাহ দেবার চেষ্টা পাচ্যে!

বিলা। এ কথা তোকে কে বললে?

মদ। কেন? এ নগরে তুমি ছাড়া বোধ হয়, এ কথা সকলেই জানে! ধনদাস যে স্বয়ং কাল সকালে পত্র কত্যে উদয়পুরে যাত্রা করবে। ও কি ও? তুমি যে কাঁদতে বসলে? ছি! ছি! এ কথা শুনে কি কাঁদতে হয়? মহারাজ ত আর তোমার স্বামী নন্, যে তোমার সতীনের ভয় হলো?

বিলা। যা, তুই এখন যা—(রোদন)।

মদ। ও মা! এ কি? তোমার চক্ষের জল যে আর থাকে না! কি আপদ্! আমি যদি ভাই, এমন জানতেম, তা হলে কি আর এ কথা তোমাকে শোনাই?—ঐ যে ধনদাস এ দিকে আসচে। দেখ, ভাই, তুমি যদি এ বিষয় নিবারণ কত্যে চাও, তবে তার উপায় চেষ্টা কর। কেবল চক্ষের জল ফেললে কি হবে? তোমার চক্ষের জল দেখে কি মহারাজ ভুলবেন, না ধনদাস ডরাবে?

বিলা। আয়, ভাই, তবে আমরা একটু সরে দাঁড়াই। ঐ ধনদাস আসচে। দেখি না, ও এখানে এসে কি করে? (অন্তরালে অবস্থিতি।)

ধনদাসের প্রবেশ

ধন। (স্বগত) হা! হা! মন্ত্রীভায়া আমার সঙ্গে অধিক সৈন্য পাঠাতে নিতান্ত অসম্মত ছিলেন; কিন্তু এমনি কৌশলটি করলেম যে ভায়ার আমার মতেই শেষে মত দিতে হলো! হা! হা! রাজাই হউন, আর মন্ত্রীই হউন, ধনদাসের ফাঁদে সকলকেই পড়তে হয়! শর্ম্মা আপন কর্ম্মটি ভোলেন না! এই ত আপাততঃ সৈন্যদলের ব্যয়ের জন্যে যে টাকাটা পাওয়া যাবে সেটা হাত কত্যে হবে; আর পথের মধ্যে যেখানে যা পাব, তাও ছাড়া হবে না। এত লোক যার সঙ্গে, তার আর ভয় কি? (চিন্তা করিয়া) বিলাসবতীর উপর মহারাজের যে অনুরাগটি ছিল, তা ত দিন দিন হ্রাস হয়ে আসছে। এখন আর কেন? এর দ্বারায় ত আমার আর কোন উপকার হতে পারে না। তবে কি না—স্ত্রীলোকটা পরমাসুন্দরী। ভাল—তা একবার দেখাই যাক না কেন? (প্রকাশে) কৈ হে? বিলাসবতী কোথায়? কৈ, কেউ যে উত্তর দেয় না?

বিলাসবতীর পুনঃপ্রবেশ

বিলা। কি হে, ধনদাস? তবে কি ভাবছিলে, বল দেখি শুনি?

ধন। আর কি ভাববো, ভাই? তোমার অপরূপ রূপের কথাই ভাবছিলেম!

বিলা। আমার অপরূপ রূপের কথা? এ কথা তোমাকে কে শিখিয়ে দিলে, বল দেখি?

ধন। আর কে শিখিয়ে দেবে, ভাই? আমার এই চক্ষু দুটিই শিখিয়ে দিয়েছে।

বিলা। বেশ! বেশ! ওহে ধনদাস, তুমি যে একজন পরম রসিক পুরুষ হয়ে পড়লে হে?

ধন। আর ভাই, না হয়ে করি কি? দেখ, গৌরীর চরণ স্পর্শে একটা পাষাণ মহারত্নের শোভা পেয়েছিল, তা এ ধনদাস ত তোমারই দাস!

বিলা। ভাল ধনদাস, তুমি নাকি মহারাজের কাছে একখানা চিত্রপট বিশ হাজার টাকায় বিক্রী করেছ?

ধন। অ্যাঁ—তা—না! এ—এ কথা তোমাকে কে বললে?

বিলা। যে বলুক না কেন? এ কথাটা সত্য ত?

ধন। না, না। এমন কথা তোমাকে কে বললে? তুমিও যেমন ভাই! আজকাল বিশ হাজার টাকা কে কাকে দিয়ে থাকে?

বিলা। এ আবার কি? তুমি ভাই, এ অঙ্গুরীটি কোথায় পেলে?

ধন। (স্বগত) আঃ, এ মাগী ত ভারি জ্বালাতে আরম্ভ কল্যে হে? (প্রকাশে) এ অঙ্গুরীটি মহারাজ আমাকে রাখতে দিয়েছেন।

বিলা। বটে? তাই ত বলি! ভাল, ধনদাস, মরুভূমি আকাশের জল পেলে যেমন যত্নে রাখে, বোধ হয়, তুমিও মহারাজের কোন বস্তু পেলে তেমনি যত্নে রাখ, না?

ধন। কে জানে, ভাই? তুমি এ কি বল, আমি কিছুই বুঝতে পারি না।

বিলা। না—তা পারবে কেন? তোমার মতন সরল লোক ত আর দুটি নাই। আমি বলছিলেম কি, যে, মরুভূমি যেমন জল পাবা-মাত্রেই তাকে একবারে শুষে নেয়, তুমিও রাজার কোন দ্রব্যাদি পেলে ত তাই কর? সে যাক মেনে; এখন আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি নাকি উদয়পুরের রাজকন্যার সঙ্গে মহারাজের বিবাহ দেবার চেষ্টা পাচ্যো?

ধন। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এ বাঘিনী আবার এ সব কথা কেমন করে শুনলে?

বিলা। কি গো ঘটক মহাশয়, আপনি যে চুপ করে রইলেন?

ধন। তোমাকে এ সব মিছে কথা কে বললে বল ত?

বিলা। মিছে কথা বৈ কি? আমি তোমার ধূর্ত্তপনা এত দিনে বিলক্ষণ করে টের পেয়েছি; তুমি আমার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করেছ, আর আমাকে যে সব কথা বলেছ, সে সব মহারাজ শুনলে, তোমাকে উদয়পুরে ঘটকালি কত্যে না পাঠিয়ে, একেবারে যমপুরে পাঠাতেন! তা তুমি জান?

ধন। তা এখন তুমি বলবেই ত? তোমার দোষ কি, ভাই? এ কালের ধর্ম্ম! এ কলিকাল কি না? এ কালে যার উপকার কর, সে আবার অপকার করে। মনে করে দেখ, ভাই, তুমি কি ছিলে, আর কি হয়েছ! এখন যে তুমি এই রাজ-ইন্দ্রাণীর সুখভোগ কচ্যো, সেটি কার প্রসাদে? তা এখন আমার নামে চুকলি না কাটলে চলবে কেন? তুমি যদি আমার অপবাদ না করবে, ত আর কে করবে? তুমিও ত একজন কলিকালের মেয়ে কি না।

বিলা। হাঁ—আমি কলিকালের মেয়ে বটি; কিন্তু তুমি যে স্বয়ং কলি অবতার। তুমি আমাকে পূর্ব্বের কথা স্মরণ করয়ে দিতে চাও, কিন্তু সে সব কথা তুমি আপনি একবার মনে করে দেখ দেখি। তুমিই না অর্থের লোভে আমার ধর্ম্ম নষ্ট করালে? আমি যদিও দুঃখী লোকের মেয়ে, তবুও ধর্ম্মপথে ছিলেম। এখন, ধনদাস, তুমি বল দেখি, কোন্ দুষ্ট বেদে এ পাখীটিকে ফাঁদ পেতে ধরে এনে এ সোনার পিঞ্জরে রেখেছে? (রোদন।)

ধন। (স্বগত) এ মেয়েমানুষটিকে আর কিছু বলা ভাল হয় না; এ যে সব কথা জানে, তা মহারাজ শুনলে আর নিস্তার থাকবে না। (প্রকাশে) আমি ত ভাই, তোমার হিত বৈ অহিত কখন করি নাই; তা তুমি আমার উপর এ বৃথা রাগ কর কেন?

বিলা। এ বিবাহের কথা তবে কে তুললে?

ধন। তা আমি কেমন করে জানবো?

বিলা। কেমন করে জানবে? তুমি হচ্যো এর ঘটক, তুমি জানবে না ত আর কে জানবে?

ধন। হা! হা! তোমাদের মেয়েমানুষের এমন বুদ্ধিই বটে! আরে আমি যে ঘটক হয়েছি, সে কেবল তোমার উপকারের জন্যে বৈ ত নয়! তুমি কি ভেবেছ, যে আমি গেলে আর এ বিবাহ হবে? সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক! তার পর তখন টের পাবে, ধনদাস তোমার কেমন বন্ধু।

নেপথ্যে। ওগো, ধনদাস মহাশয় এ বাড়ীতে আছেন? মহারাজ তাঁকে একবার ডাকচেন।

ধন। ঐ শোন! আমি ভাই, এখন বিদায় হই। তুমি এ বিষয়ে কোন মতেই ভাবিত হইও না। যদিও মহারাজ এ বিবাহ করেন, তবু আমি বেঁচে থাকতে তোমার কোন চিন্তা নাই। তোমার যে এই নবযৌবন আর রূপ, এ ধনপতির ভাণ্ডার! (স্বগত) এখন রূপ নিয়ে ধুয়ে খাও; আমি ত এই তোমার মাথা খেতে চললেম!

[প্রস্থান।

বিলা। (দীর্ঘনিশ্বাস ও স্বগত) এখন কি যে অদৃষ্টে আছে কিছুই বলা যায় না! কৈ? মহারাজ ত আজ আর এলেন না।

মদনিকার পুনঃপ্রবেশ

মদ। কেমন, ভাই? আমি যা বলেছিলেম, তা সত্য কি না? তবে এখন এর উপায় কি? এ বিবাহ হলে, তুমি চিরকালের জন্যে গেলে।

বিলা। আর উপায় কি?

মদ। উপায় আছে বৈ কি? ভাবনা কি? ধনদাস ভাবে যে ওর মতন সুচতুর মানুষ আর দুটি নাই; কিন্তু এইবার দেখা যাবে ও কত বুদ্ধি ধরে। এসো, তুমি আমার সঙ্গে এসো। ও দুষ্টকে ঠকান বড় কথা নয়।

বিলা। তবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক

দ্বিতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর, রাজগৃহ

অহল্যাদেবী এবং তপস্বিনীর প্রবেশ

অহ। ভগবতি, আমার দুঃখের কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন! আমি যে বেঁচে আছি, সে কেবল ভগবান্ একলিঙ্গের প্রসাদে আর আপনাদের আশীর্ব্বাদে বৈ ত নয়! আহা! মহারাজের মুখখানি দেখলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়! ভগবতি, আমরা কি পাপ করেছি, যে বিধাতা আমাদের প্রতি একেবারে এত বাম হলেন!

তপ। রাজমহিষী, আপনি এত উতলা হবেন না। সংসারের নিয়মই এই। কখন সুখ, কখন শোক, কখন হর্ষ, কখন বিষাদ আছেই ত! লোকে যাকে রাজভোগ বলে, সে যে কেবল সুখভোগ, তা নয়। দেখুন, যে সকল লোক সাগরপথে গমনাগমন করে, তারা কি সর্ব্বদাই শান্ত বায়ু সহযোগে যায়! কত মেঘ, কত ঝড়, কত বৃষ্টি, সময়বিশেষে যে তাদের গতি রোধ করে, তার কি সংখ্যা আছে?

অহ। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, সেই প্রলয় ঝড় যে দেখেছে, সেই জানে যে সে কি ভয়ঙ্কর পদার্থ! আপনি যদি আমাদের দুরবস্থার কথা শোনেন, তা হলে—

তপ। দেবি, আমি চির-উদাসিনী। এ ভবসাগরের কল্লোল আমার কর্ণকুহরে প্রায়ই প্রবেশ কত্যে পারে না! তবে যে—

অহ। (অতি কাতরভাবে) ভগবতি, মহারাজের বিরস বদন দেখলে আর বাঁচতে ইচ্ছা করে না! আহা! সে সোনার শরীর একেবারে যেন কালি হয়ে গেছে! বিধাতার এ কি সামান্য বিড়ম্বনা!

তপ। মহিষি, সুবর্ণকান্তি অগ্নির উত্তাপে আরও উজ্জ্বল হয়! তা আপনাদের এ দুরবস্থা আপনাদের গৌরবের বৃদ্ধি বৈ কখন হ্রাস করবে না! দেখুন, স্বয়ং ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির কি পর্য্যন্ত ক্লেশ না সহ্য করেছিলেন![১১]

১১. মহাভারতের প্রসঙ্গ।

অহ। ভগবতি, আমার বিবেচনায় এ রাজভোগ করা অপেক্ষা যাবজ্জীবন বনবাস করা ভাল! রাজপদ যদি সুখদায়ক হতো, তা হলে কি আর ধর্ম্মরাজ রাজ্যত্যাগ কর্য্যে মহাযাত্রায় প্রবৃত্ত হতেন![১২]

তপ। হাঁ—তা সত্য বটে। ভাল, রাজমহিষি, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি; বলি, আপনারা রাজকুমারীর বিবাহের বিষয়ে কি স্থির করেছেন, বলুন দেখি?

অহ। আর কি স্থির করবো? মহারাজের কি সে সব বিষয়ে মন আছে? (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, আপনাকে আর কি বলবো, আমি এমন একটু সময় পাই না, যে মহারাজের কাছে এ কথাটিরও প্রসঙ্গ করি।

তপ। সে কি মহিষি? এ কর্ম্মে অবহেলা করা ত কোন মতেই উচিত হয় না। সুকুমারী রাজকুমারী কৃষ্ণার যৌবনকাল উপস্থিত; তা তার এ সময় বিবাহ না দিলে, আর কবে দেবেন? —ঐ না মহারাজ এই দিকে আসচেন?

অহ। ভগবতি, একবার মহারাজের মুখপানে চেয়ে দেখুন! হে বিধাতঃ, এ হিন্দুকুলসূর্য্যকে তুমি এ রাহুগ্রাস হত্যে কবে মুক্ত করবে? হায়, এ কি প্রাণে সয়! (রোদন।)

তপ। দেবি, শান্ত হউন। আপনার এ সময়ে এত চঞ্চলা হওয়া উচিত নয়। মহারাজ আপনাকে এ অবস্থায় দেখলে যে কত দুর ক্ষুণ্ণ হবেন, তা আপনিই বিবেচনা করুন!

অহ। ভগবতি, মহারাজের এ দশা দেখলে কি আর বাঁচতে ইচ্ছা হয়! হে বিধাতঃ, আমি কোন্ জন্মে কি পাপ কর্য্যেছিলাম, যে তুমি আমাকে এত যন্ত্রণা দিলে? (রোদন।)

তপ। (স্বগত) আহা! পতির দুঃখ দেখে পতিপরায়ণা স্ত্রী কি স্থির হত্যে পারে? (প্রকাশে) মহিষি, আপনি এখন একটু সরে দাঁড়ান, পরে কিঞ্চিৎ শান্ত হয়ে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করবেন। (হস্ত ধরিয়া) আসুন, আমরা দুজনেই একবার সরে দাঁড়াই গে। (অন্তরালে অবস্থিতি।)

ভৃত্যসহিত রাজা ভীমসিংহের প্রবেশ

রাজা। রামপ্রসাদ!—

ভৃত্য।—মহারাজ!

রাজা। এই পত্র কখানা সত্যদাসকে দে আয়। আর দেখ্, তাঁকে বলিস্, যে এ সকলের উত্তর যেন আজই পাঠিয়ে দেন।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

রাজা। উত্তরের মর্ম্ম যা যা হবে, তা আমি প্রতি পত্রের পৃষ্ঠে লিখে দিয়েছি।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) হে বিধাতঃ, একেই কি লোকে রাজভোগ বলে!

তপ। (অগ্রসর হইয়া) মহারাজ, চিরজীবী হউন!

রাজা। (প্রণাম করিয়া) ভগবতি, বহুদিনের পর আপনার পাদপদ্ম দর্শন করে আমি যে কি পর্য্যন্ত সুখী হল্যেম, তার আর কি বলবো? রাজমহিষি কোথায়? তাঁকে যে এখানে দেখ্‌চি নে?

তপ। আজ্ঞা, তিনি এই ছিলেন, বোধ করি, আবার এখনি আসবেন।

রাজা। ভগবতি, আপনি এত দিন কোথায় ছিলেন?

তপ। আজ্ঞা—আমি তীর্থ-পর্য্যটনে যাত্রা করেছিলেম। মহারাজের সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল ত?

রাজা। এই যেমন দেখছেন। ভগবান্ একলিঙ্গের প্রসাদে আর আপনাদের আশীর্ব্বাদে রাজলক্ষ্মী এখনও ত এ রাজগৃহে আছেন, কিন্তু এর পর থাকবেন কি না, তা বলা দুষ্কর।

তব। মহারাজ, এমন কথা কি বলতে আছে? মন্দাকিনী কি কখন শৈলরাজগৃহ পরিত্যাগ করেন; কমলা এ রাজভবনে ত্রেতাযুগ অবধি অবস্থিতি কচ্যেন। শরৎকালের শশীর ন্যায় বিপদ্‌মেঘ হত্যে পুনঃ পুনঃ মুক্তা হয়্যে পৃথিবীকে আপন শোভায় শোভিত করেছেন। এ বিপুল রাজকুল কি কখন শ্রীভ্রষ্ট হতে পারে? আপনি এমন কথা মনেও করবেন না।

অহল্যাদেবীর পুনঃপ্রবেশ

আসুন, মহিষী আসুন।

১২. মহাভারতের প্রসঙ্গ।

অহ। (রাজার হস্ত ধারিয়া) নাথ, এত দিনের পর যে একবার অন্তঃপুরে পদার্পণ কল্যে, এও এ দাসীর পরম সৌভাগ্য।

রাজা। দেবি, আমি যে তোমার কাছে কত অপরাধী আছি, তা মনে কল্যে অত্যন্ত লজ্জা হয়। কিন্তু কি করি? আমি কোন প্রকারেই ইচ্ছাকৃত দোষে দোষী নই। তা এসো, প্রিয়ে বসো। (তপস্বিনীর প্রতি) ভগবতি, আপনিও আসন পরিগ্রহ করুন। (সকলের উপবেশন।)

ভৃত্যের পুনঃপ্রবেশ

ভৃত্য। ধর্ম্মাবতার, মন্ত্রীমহাশয় এই পত্রখানি রাজসম্মুখে পাঠিয়ে দিলেন।

রাজা। কৈ? দেখি। (পত্র পাঠ করিয়া) আঃ, এত দিনের পর, বোধ হয়, এ রাজ্য কিছু কালের জন্যে নিরাপদ্ হলো।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

অহ। নাথ, এ কি প্রকারে হলো?

রাজা। মহারাষ্ট্রের অধিপতির সঙ্গে একপ্রকার সন্ধি হবার উপক্রম হয়েছে। তিনি এই পত্রে অঙ্গীকার করেছেন, যে ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা পেলে স্বদেশে ফিরে যাবেন। দেবি, এ সংবাদে রাজা দুর্য্যোধনের মতন আমার হর্ষবিষাদ হলো।[১৩] শত্রুবলস্বরূপ প্লাবন যে এ রাজভূমি ত্যাগ কল্যে, এ হর্ষের বিষয় বটে; কিন্তু যে হেতুতে ত্যাগ করলে, সে কথাটি মনে হল্যে আমার আর এক দণ্ডের জন্যেও প্রাণধারণ কত্যে ইচ্ছা করে না। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) হায়! হায়! আমি ভুবনবিখ্যাত শৈলরাজের বংশধর, আমাকে এক জন দুষ্ট, লোভী গোপালের ভয়ে অর্থ দিয়া রাজ্যরক্ষা কত্যে হলো? ধিক্ আমাকে! এ অপেক্ষা আমার আর কি গুরুতর অপমান হতে পারে?

তপ। মহারাজ, আপনি ত সকলই অবগত আছেন। দ্বাপরে চন্দ্রবংশপতি যুধিষ্ঠির বিরাট রাজার সভাসদ্ পদে নিযুক্ত হয়ে কালযাপন করেন[১৪]। এই সূর্য্যবংশ-চূড়ামণি নলও সারথিপদ গ্রহণ করেছিলেন[১৫]। তা এ সকল বিধাতার লীলা বৈ ত নয়।

রাজা। আজ্ঞা, হাঁ, তার সন্দেহ কি?

অহ। মহারাষ্ট্রের অধিপতি যে সসৈন্যে স্বদেশে গেলেন, এ কেবল ভগবান্ একলিঙ্গের অনুগ্রহে।

রাজা। (সাহস্য বদনে) দেবি, তুমি কি ভেবেছ, যে ও নরাধম আমাদের একেবারে পরিত্যাগ করে গেল? বিড়াল একবার যেখানে দুধের গন্ধ পায়, সে স্থান কি আর ছাড়তে চায়? ধনের অভাব হলেই ও যে আবার আসবে, তার সন্দেহ নাই।

তপ। মহারাজ, যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের কর্ত্তা, তিনিই আপনাকে ভবিষ্যতে রক্ষা করবেন; আপনি সে বিষয়ে উৎকণ্ঠিত হবেন না।

অহ। নাথ, এ জঞ্জাল ত এক প্রকার মিটে গেল। এখন তোমার কৃষ্ণার বিবাহের বিষয়ে মনোযোগ কর।

রাজা। তার জন্যে এত ব্যস্ত হবার আবশ্যক কি?

অহ। সে কি, নাথ? এত বড় মেয়ে হলো, আরো কি তাকে আইবড় রাখা যায়? (নেপথ্যে দূরে বংশীধ্বনি।)

রাজা। এ কি? আহা! এ বংশীধ্বনি কে কচ্যে?

অহ। (অবলোকন করিয়া) ঐ যে তোমার কৃষ্ণা সখীদের সঙ্গে উদ্যানে বিহার কচ্যে।

তব। আহা, মহারাজ, দেখুন, যেন বনদেবী আপন সহচরীগণ লয়ে বনে ভ্রমণ কচ্যেন!

অহ। নাথ, তোমার কি এই ইচ্ছা যে কোন পাষণ্ড যবন এসে এই কমলটিকে এ রাজসরোবর থেকে তুলে নে যায়?

রাজা। সে কি, প্রিয়ে?

অহ। মহারাজ, দিল্লীর অধিপতি কিম্বা অন্য কোন যবনরাজ, জনরবস্বরূপ বায়ুসহ-

১৩. ১৪. ১৫. মহাভারতের প্রসঙ্গ।

যোগে এ পদ্মের সৌরভ পেলে কি আর রক্ষা থাকবে? কেন, তোমার পূর্ব্বপুরুষ ভীমসেনের প্রণয়িনী পদ্মিনীদেবীর কথা তুমি কি বিস্মৃত হল্যে?[১৬] (নেপথ্যে দূরে বংশীধ্বনি।)

রাজা। আহা! কি মধুর ধ্বনি!

নেপথ্যে। গীত

[ধানী মূলতানী—কাওয়ালী]

শুনিয়ে মোহন, মুরলী গান।
করি অনুমান, গেল বুঝি কুলমান।
প্রাণ কেমন করে, সুমধুর স্বরে,
ধৈরয মন না ধরে ;
সাধ সতত হয় শ্যাম দরশনে,
লাজ ভয় হলো অবসান।
নারি,সহচরি, রহিতে ভবনে,
ত্রিভঙ্গ শ্যাম বিহনে,
চিত যে বঞ্চিত তুরিত মিলনে,
না দেখি তাহার সুবিধান।।

তপ। আ, মরি, মরি! কি সুধাবর্ষণ! মহারাজ, আমরা তপোবনে কখন কখন এইরূপ সুস্বর আকাশমার্গে শুনে থাকি! তাতে করে আমার জ্ঞান ছিল, যে সুরসুন্দরী ভিন্ন এ স্বর অন্যের হয় না।

রাজা। আহা, তাই ত! ভাল, মহিষি, কৃষ্ণার এখন বয়েস কত হলো!

অহ। সে কি মহারাজ? তুমি কি জান না? কৃষ্ণা যে এই পোনেরতে পা দিয়েছে!

তপ। মহারাজ, এ কলিকালে স্বয়ম্বরের প্রথাটা একেবারেই উঠে গেছে ; নতুবা আপনার এ কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ লোভে এত দিন সহস্র সহস্র রাজা এসে উপস্থিত হতেন।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি এ ভারতভূমির কি আর সে শ্রী আছে! এ দেশের পূর্ব্বকালীন বৃত্তান্ত সকল স্মরণ হল্যে, আমরা যে মনুষ্য, কোন মতেই এ বিশ্বাস হয় না! জগদীশ্বর যে আমাদের প্রতি কেন এত প্রতিকূল হলেন, তা বলতে পারি নে। হায়! হায়! যেমন কোন লবণাম্বুতরঙ্গ কোন সুমিষ্টবারি নদীতে প্রবেশ কর্য্যে তার সুস্বাদ নষ্ট করে, এ দুষ্ট যবনদলও সেইরূপ এ দেশের সর্ব্বনাশ করেছে। ভগবতি, আমরা কি আর এ আপদ্ হত্যে কখন অব্যাহতি পায়ে?

অহ। হা অদৃষ্ট! এখন কি আর সে কাল আছে? স্বয়ম্বরসমারোহ দূরে থাকুক, এখন যে রাজকুলে সুন্দরী কন্যা জন্মে, সে কুলের মান রক্ষা করা ভার।

তপ। তা সত্য বটে। প্রভো, তোমারই ইচ্ছা। মহারাজ, ভারতভূমির এ অবস্থা কিছু চিরকাল থাকবে না। যে পুরুষোত্তম সাগরমগ্না বসুধাকে বরাহরূপ ধরে উদ্ধার করেছিলেন,[১৭] তিনি কি এ পুণ্যভূমিকে চিরবিস্মৃত হয়ে থাকবেন? অদ্যাবধি চন্দ্রসূর্য্যের উদয় হচ্যে, এখনও এক পাদ ধর্ম্ম আছে।

রাজা। আর ভাগ্যে যা আছে, তাই হবে। দেবি, তুমি কৃষ্ণাকে একবার এখানে ডাক ত। আহা! অনেক দিন হলো, মেয়েটিকে ভাল করে দেখি নাই।

অহ। এই যে ডেকে আনি।

তপ। মহিষি, আপনার যাবার আবশ্যক কি? আমিই যাচ্যি।

অহ। (উঠিয়া) বলেন কি, ভগবতি? আপনি যাবেন কেন?

রাজা। (অবলোকন করিয়া) আর কাকেও যেতে হবে না। ঐ দেখ, কৃষ্ণা আপনিই এই দিকে আসচে।

তপ। আহা! মহারাজ, আপনার কি সৌভাগ্য। মহিষি, আপনাকেও আমি শত ধন্যবাদ দি, যে আপনি এ দুর্লভ রত্নটিকে লাভ করেছেন! আহা! আপনি কি স্বয়ং উমাকে গর্ভে ধরেছেন! আপনারা যে পূর্ব্বজন্মে কত পুণ্য করেছিলেন তার সংখ্যা নাই।

অহ। (উপবেশন করিয়া সজলনয়নে) ভগবতি, এখন এই আশীর্ব্বাদ করুন যেন মেয়েটি স্বচ্ছন্দে থাকে। ওর রূপলাবণ্য সচ্চরিত্র, আর বিদ্যাবুদ্ধি দেখে, আমার মনে যে কত ভাব উদয় হয়, তা বলতে পারি নে।

১৬. রাজস্থানের ইতিহাসের রানী পদ্মিনীর জহরব্রত প্রসঙ্গ। ১৭. বিষ্ণুর বরাহ অবতারের পৌরাণিক প্রসঙ্গ।

কৃষ্ণকুমারীর প্রবেশ

এসো, মা এসো। মা তুমি কি ভগবতী কপাল-কুণ্ডলাকে চিনতে পাচ্যো না?

কৃষ্ণা। ভগবতীর শ্রীচরণ অনেক দিন দর্শন করি নাই, তাইতে, মা, ওঁকে প্রথমে চিনতে পারি নাই। (প্রণাম করিয়া) ভগবতি, আপনি এ দাসীর দোষ মার্জ্জনা করুন।

তপ। বৎসে, তুমি চিরসুখিনী হও। (রাণীর প্রতি) মহিষি, যখন আমি তীর্থযাত্রায় যাই, তখন আপনার এ কনকপদ্মটি মুকুল মাত্র ছিল।

রাজা। বসো, মা, বসো। তুমি ও উদ্যানে কি করছিলে, মা?

কৃষ্ণা। (বসিয়া) আজ্ঞা, আমি ফুলগাছে জল দিয়ে, শিক্ষক মহাশয় যে নূতন তানটি আজ শিখ্‌য়ে দিয়েছেন, তাই অভ্যাস করছিলাম। পিতঃ, আপনি অনেক দিন আমার উদ্যানে পদার্পণ করেন নাই, তা আজ একবার চলুন! আহা! সেখানে যে কত প্রকার ফুল ফুটেছে, আপনি দেখে কত আনন্দিত হবেন এখন।

অহ। ওটি কি ফুল, মা?

কৃষ্ণা। মা, এটি গোলাব ; আমার ঐ উদ্যান থেকে তোমার জন্যে তুলে এনেছি। (মাতার হস্তে অর্পণ।)

রাজা। পূর্ব্বকালে এ পুষ্প এ দেশে ছিল না। যে সর্পের সহকারে আমরা এ মণিটি পেয়েছি, তার গরলে এ ভারতভূমি প্রতিদিন দগ্ধ হচ্যে! (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) এ কুসুমরত্ন দুষ্ট যবনেরাই এ দেশে আনে! (দূরে দুন্দুভি-ধ্বনি।)

সকলে। (চকিতে) এ কি?

রাজা। রামপ্রসাদ!

নেপথ্যে। মহারাজ?

ভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ

রাজা। দেখ্ ত, এ দুন্দুভিধ্বনি হচ্যে কেন?

ভৃত্য। যে আজ্ঞা, মহারাজ!

[প্রস্থান।

রাজা। এ আবার কি বিপদ্ উপস্থিত হলো, দেখ? মহারাষ্ট্রপতি সন্ধি অহবেলা করে, আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল্যেন না কি? (উঠিয়া) আঃ, এ ভারতভূমিতে এখন এইরূপ মঙ্গলধ্বনিই লোকের কর্ণকুহরে সচরাচর প্রবেশ করে! আমি শুনেছি যে, কোন কোন সাগরে ঝড় অনবরতই বইতে থাকে ; তা এ দেশেরও কি সেই দশা ঘটলো! হায়! হায়!—

ভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ

কি সমাচার?

ভৃত্য। আজ্ঞা, মহারাজ সকলই মঙ্গল। জয়পুরের অধিপতি রাজা জগৎসিংহ রায় রাজসম্মুখে কোন বিশেষ কার্য্যের নিমিত্তে দূত প্রেরণ করেছেন।

রাজা। বটে? আঃ, রক্ষা হৌক! আমি ভাবছিলাম, বলি বুঝি আবার কি বিপদ্ উপস্থিত হলো।—জয়পুরের অধিপতি আমার পরম আত্মীয়। জগদীশ্বর করুন, যেন তিনি কোন বিপদ্‌গ্রস্ত হয়ে আমার নিকটে দূত না পাঠিয়ে থাকেন। (তপস্বিনীর প্রতি) ভগবতি, আমাকে এখন বিদায় দিন। (রাণীর প্রতি) প্রেয়সি, আমাকে পুনরায় রাজসভায় যেতে হলো।

অহ। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) জীবিতেশ্বর, এ অধীনীর এমন কি সৌভাগ্য, যে ক্ষণকালও নাথের সহবাসসুখ লাভ করে!

রাজা। দেবি, এ বিষয়ে তোমার আক্ষেপ করা বৃথা! লোকে যাকে নরপতি বলে, বিশেষ বিবেচনা করে দেখলে, সে নরদাস বৈ নয়! অতএব যার এত লোকের সন্তোষণ কত্যে হয়, সে কি তিলার্দ্ধের নিমিত্তেও বিশ্রাম কত্যে পারে!

[ভৃত্যের সহিত প্রস্থান।

অহ। ভগবতি, চলুন, তবে আমরাও যাই। (কৃষ্ণার প্রতি) এসো, মা—আমরা তোমার পুষ্পোদ্যানে একবার বেড়িয়ে আসিগে।

কৃষ্ণা। যাবে, মা? চল না।—দেখ, মা, আজ পিতা একবার আমার উদ্যানটি দেখলেন না?

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর, রাজপথ

পুরুষবেশে মদনিকার[১৮] প্রবেশ

মদ। (স্বগত) হা! হা! হা! তোমার নাম কি, ভাই? আমার নাম মদনমোহন। হা! হা! হা!—না না ;—এমন করে হাসলে হবে না। (আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) বড় চমৎকার বেশটা হয়েছে, যা হৌক! কে বলে যে আমি বিলাসবতীর সখী মদনিকা? হা! হা! হা!—দূর হৌক!—মনে করি যে হাসবো না ; আবার আপনা আপনিই হাসি পায়। ধনদাস স্বয়ং ধূর্ত্তচূড়ামণি ; সে যখন আমাকে চিনতে পারে নাই, তখন আর ভয় কি?—বিলাসবতীর নিতান্ত ইচ্ছা যে এ বিবাহটা কোন মতে না হয় ; তা হলে ধনদাসের মুখে এক প্রকার চূণকালি পড়ে। দেখা যাক্, কি হয়। আমি ত ভাঙা মঙ্গলচণ্ডী এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। আবার রাজা মানসিংহকে কৃষ্ণকুমারীর নামে জাল কর্য্যে এক পত্রও লিখেছি। হা! হা! হা! পত্রখানা যে কৌশল কর্য্যে লেখা হয়েছে, মানসিংহ তা পাবা মাত্রেই কৃষ্ণার জন্যে একবারে অস্থির হবে। রুক্মিণীদেবী, শিশুপালের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে, যদুপতিকে যেরূপ মিনতি কর্য্যে পত্র লিখেছিলেন, আমরাও সেইরূপ কর্য্যে লিখে দিয়েছি। এখন দেখা যাক্, আমাদের এ শিশুপালের ভাগ্যে কি ঘটে? ঐ যে ধনদাস মন্ত্রীর সঙ্গে এ দিকে আসচে। আমি ঐ মন্ত্রীকে বিলাসবতীর কথা যে কর্য্যে বলেছি, বোধ হয়, এর মন আমাদের রাজার উপর সম্পূর্ণ চটে গেছে। দেখি না, ওদের কি কথোপকথন হয়। (অন্তরালে অবস্থিতি।)

সত্যদাস এবং ধনদাসের প্রবেশ

ধন। মন্ত্রীমহাশয়, যৌবনাবস্থায় লোকে কি না করে থাকে? তা আমাদের নরপতি যে কখন কখন ভগবান্ কন্দর্পের সেবক হন, সে কিছু বড় অসম্ভব নয়। মহারাজের অতি অল্প বয়েস। বিশেষতঃ, আপনিই বলুন দেখি, বড় বড় ঘরে কি কাণ্ড না হচ্যে?

সত্য। আজ্ঞা, তা সত্য বটে! কিন্তু আমি শুনেছি, যে জয়পুরের অধিপতি বিলাসবতী নামে একটা বারবিলাসিনীর এত দূর বাধ্য, যে—

ধন। হা! হা! বলেন কি মহাশয়? অলি কি কখন কোন ফুলের বাধ্য হয়ে থাকে?

সত্য। মহাশয়, আমি শুনেছি, যে এই বিলাসবতী বড় সামান্য পুষ্প নয়!

ধন। (স্বগত) তা বড় মিথ্যা নয়। নৈলে কি আমার মন টলে! (প্রকাশে) আজ্ঞা, আপনাকে এ কথা কে বল্যে? সে একটা সামান্য স্ত্রী, আজ আছে, কাল নাই।

সত্য। মহাশয়, রাজনন্দিনী কৃষ্ণা রাজকুলপতি ভীমসিংহের জীবনস্বরূপ। তা তিনি যে এ সব কথা শুনলে, এ বিবাহে সম্মত হন, এমন ত আমার কোন মতেই বিশ্বাস হয় না।

ধন। কি সর্ব্বনাশ! মহাশয়, এ কথা কি মহারাজের কর্ণগোচর করা উচিত?

সত্য। আজ্ঞা, তা ত নয় ; কিন্তু জনরবের শত রসনা কে নিরস্ত করবে? এ বিবাহের কথা প্রচার হল্যে যে কত লোকে কত কথা কবে, তার কি আর সংখ্যা আছে?

ধন। মহাশয়, চন্দ্রে কলঙ্ক আছে বলে কি কেউ তাঁকে অবহেলা করে?

সত্য। আজ্ঞা, না। কিন্তু এ ত সেরূপ কলঙ্ক নয়। এ যে রাহুগ্রাস! এতে আপনাদিগের নরপতির শ্রীর সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনা!

ধন। (স্বগত) এ ত বিষম বিভ্রাট! বিভ্রাটই বা কেন? বরঞ্চ আমারই উপকার। মহারাজ যদি এ সারিকাটিকে পিঞ্জর খুলে ছেড়ে দেন, তা হলে আর পায় কে? আমি ত ফাঁদ পেতেই বসে আছি।

সত্য। মহাশয় যে নিরুত্তর হলেন?

ধন। আজ্ঞা—না ; ভাবছি কি বলি, এ তুচ্ছ বিষয়ে যদি আপনার এত দূর বিরাগ জন্মে থাকে, তবে না হয় আমি মহারাজকে এই

১৮. নারী ও পুরুষের অপরের ছদ্মবেশ গ্রহণ বিষয়টি পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফল।

সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখি, যে তিনি পত্র-পাঠমাত্রেই সে দুষ্টা স্ত্রীকে দেশান্তর করেন। তা হল্যে, বোধ করি, আর কোন আপত্তি থাক্‌বে না।

সত্য। আজ্ঞা, এর অপেক্ষা আর সুপরামর্শ কি আছে? রাজা জগৎসিংহ যদি এ কর্ম্ম করেন তা হল্যে ত আর এ বিবাহের পক্ষে কোন বাধাই নাই।

ধন। আজ্ঞা, এ না করবেন কেন? তাম্রের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ কে না গ্রহণ করে?

সত্য। তবে আমি এখন বিদায় হই। আপনিও বাসায় যেয়ে বিশ্রাম করুন। মহারাজার সহিত পুনরায় সায়ংকালে সাক্ষাৎ হবে এখন।

[প্রস্থান।

ধন। (স্বগত) আমাদের মহারাজের সুখ্যাতিটি দেখছি বিলক্ষণ দেদীপ্যমান! ভাল, এই যে জনরব, একে কি নীরব করবার কোন পন্থাই নাই? কেমন কর্য্যেই বা থাক্‌বে? এর গতি মহানদের গতির তুল্য। প্রথমতঃ পর্ব্বত-নির্ঝর থেকে জল ঝরে একটি জলাশয়ের সৃষ্টি হয়; তা থেকে প্রবাহ বেরিয়ে ক্রমে ক্রমে বেগবান্ হয়; পরে আর আর স্রোতের সহকারে মহাকায় ধারণ করে। এ জনরবের ব্যাপারও সেইরূপ। (মদনিকাকে দূরে দর্শন করিয়া) আহাহা! এ সুন্দর বালকটি কে হে? এটিকে যেন চিনি চিনি বোধ হচ্যে।—একে কি আর কোথাও দেখেছি? (প্রকাশে) ওহে ভাই, তুমি একবার এই দিকে এসো ত।

মদ। (অগ্রসর হইয়া) আপনি কি আজ্ঞা কচ্যেন?

ধন। তোমার নাম কি, ভাই?

মদ। আজ্ঞা, আমার নাম মদনমোহন।

ধন। বাঃ, তোমার বাপ মা বুঝি তোমার রূপ দেখেই এ নামটি রেখেছিলেন? তুমি এখানে কি কর, ভাই?

মদ। আজ্ঞা, আমি রাজসংসারে থেকে লেখাপড়া শিখি।

ধন। হুঁ! মুক্তাফলের আশাতেই লোকে সমুদ্রে ডুব দেয়। রাজসংসার অর্থরত্নাকর। তা তুমি এমন স্থানে কি কেবল লেখাপড়াই কর? কেন? তোমাদের দেশে কি টোল নাই? সে যা হৌক তুমি রাজনন্দিনী কৃষ্ণাকে দেখেছ?

মদ। আজ্ঞা, দেখবো না কেন? যারা চন্দ্রলোকে বাস করে, তাদের কি আর অমৃত দেখতে বাকি থাকে?

ধন। বাহবা, বেশ! আচ্ছা ভাই, বল দেখি, তোমাদের রাজকুমারী দেখতে কেমন?

মদ। আজ্ঞা, সে রূপ বর্ণনা করা আমার সাধ্য নয়; কিন্তু তিনি বিলাসবতীর কাছে নন।

ধন। অ্যাঁ—কার কাছে নন?

মদ। ও মহাশয়, আপনি কিছু কাণে খাট বটে?—বিলাসবতী! বিলাসবতী! শুনতে পেয়েছেন?

ধন। অ্যাঁ—বিলাসবতী কে?

মদ। হা! হা! বিলাসবতী কে, তা কি আপনি জানেন না? হা! হা! হা!

ধন। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! তার নাম এ ছোঁড়া আবার কোথ্‌থেকে শুনলে? (প্রকাশে) আমি তাকে কেমন কর্য্যে জানবো?

মদ। আঃ, আমার কাছে আর মিছে ছলনা করেন কেন? আপনি মন্ত্রিবরকে যা যা বলছিলেন, আমি তা সব শুনেছি।

ধন। (স্বগত) এ কথার আর অধিক আন্দোলন কিছু নয়। (প্রকাশে) হ্যাঁ দেখ ভাই, আমার দিব্য, তুমি যা শুনেছ, শুনেছ, কিন্তু অন্যের কাছে এ কথার আর প্রসঙ্গ করো না।

মদ। কেন? তাতে হানি কি?

ধন। না ভাই, তোমাকে না হয় আমি কিছু মেঠাই খেতে দিচ্যি, এ সব রাজারাজড়ার কথায় তোমার থেকে কাজ কি?

মদ। (সরোষে) তুমি ত ভারি পাগল হে! আমাকে কি কচি ছেলে পেয়েছো, যে মিঠাই দেখিয়ে ভোলাবে?

ধন। তবে বল, ভাই, তুমি কি পেলে সন্তুষ্ট হও?

মদ। আচ্ছা, তোমার হাতে ঐ যে অঙ্গুরীটি আছে, ঐটি আমাকে দেও, তা হলে আমি আর কাকেও কিছু বলবো না।

ধন। ছি ভাই, তুমি আমাকে পাগল বলছিলে; আবার তুমিও পাগল হলে না কি? এ নিয়ে তুমি কি করবে? এ কি কাকেও দেয়?

মদ। আচ্ছা, তবে আমি এই রাজমহিষীর কাছে যাই। (গমনোদ্যত।)

ধন। ওহে ভাই, আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও, রাগ ভরেই চল্যে যে? একটা কথাই শুনে যাও। (স্বগত) এ কথা প্রচার হল্যে সব বিফল হবে। এখন করি কি? এ অমূল্য অঙ্গুরীটিই বা দি কেমন করে!—কি করা যায়? দিতে হলো!—হায়! হায়! এ অঙ্গুরীটি যে কত যত্নে মহারাজের কাছ থেকে পেয়েছিলাম,—আর ভাবলেই বা কি হবে?

মদ। ও মহাশয়, আপনি কাঁদচেন না কি? হা! হা! হা!

ধন। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! একটা শিশু আমাকে ঠকালে হে? ছি! ছি! আর কি করি? দি! ভাল, এ কর্ম্মটা সফল কত্যে পাল্যে, রাজার নিকট বিলক্ষণ কিঞ্চিৎ পাবার সম্ভাবনা আছে। (প্রকাশে) এই নাও, ভাই। দেখো, ভাই, এ কথা যেন প্রকাশ না হয়।

মদ। (অঙ্গুরী লইয়া) যে আজ্ঞা—তবে আমি চল্যেম। (অন্তরালে অবস্থিতি।)

ধন। (স্বগত) দূর ছোঁড়া হতভাগা! আজ যে কি কুলগ্নে তোর মুখ দেখেছিলেম, তা বলতে পারি নে। আর কি হবে, যাই এখন বাসায় যাই।

[প্রস্থান।

মদ। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) হা! হা! ধনদাসের দুঃখ দেখলে কেবল হাসি পায়! হা! হা! বেটা যেমনি ধূর্ত্ত, তেমনি প্রতিফল হয়েছে!—এখনই হয়েছে কি? একে সমুচিত শাস্তি দিতে হবে, তা নৈলে আমার নামই নয়। তা এখন কেন যাই না! একবার নারীবেশ ধরে রাজকুমারী কৃষ্ণার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি গে। ভাল, আমার পরিচয়টা কি দেব? (চিন্তা করিয়া) হাঁ! তাই ভাল! মরুদেশের রাজা মানসিংহের দূতী। হা! হা! হা!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর, রাজ-উদ্যান

অহল্যাদেবী এবং তপস্বিনীর প্রবেশ

তপ। মহিষি, এ পরম আহ্লাদের বিষয় বটে। জয়পুরের রাজবংশ ভগবান্ অংশুমালীর এক মহাতেজোময় অংশুস্বরূপ। তা মহারাজ জগৎসিংহ যে কৃষ্ণকুমারীর উপযুক্ত পাত্র তার সন্দেহ নাই।

অহ। আজ্ঞা, হাঁ; এ কথা অবশ্যই স্বীকার কত্যে হবে।

তপ। আমি শুনেছি, যে রাজার অতি অল্প বয়েস; আর তিনি এক জন পরম ধর্ম্মপরায়ণ ও বিদ্যানুরাগী পুরুষ।

অহ। আপনার আশীর্ব্বাদে যেন এ সকল সত্যই হয়। প্রলয় ঝড় কমলিনীকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে; কিন্তু মলয়সমীরণ বইলে তার শোভা যেন দ্বিগুণ বেড়ে উঠে। গুণহীন স্বামীর হাতে পড়লে কি স্ত্রীলোকের শ্রী থাকে? (চিন্তা করিয়া) কি আশ্চর্য্য! ভগবতি, আমি এই কৃষ্ণার বিবাহের বিষয়ে যে কত দূর ব্যগ্র ছিলাম, তার আর কি বলবো? কিন্তু এখন যে তার বিবাহ হবে, এ কথা আমার মনে উদয় হলে, আমার প্রাণটা যেন কেঁদে উঠে। (রোদন।)

তপ। আহা! মায়ের প্রাণ কি না! হতেই ত পারে।

অহ। ভগবতি, আমার এ হৃদয়সরোবরের পদ্মটি কাকে দেবো? কে তুলে লয়ে চলে যাবে? আমি যে সারিকাটিকে এত দিন প্রাণপণে পালন কল্যেম, তাকে আমি কেমন করে পরের হাতে দেবো? আমার এ আঁধার ঘরের মণিটি গেলে আমি কেমন করে প্রাণধারণ করবো? (রোদন।)

তপ। দেবি, এ সকল বিধাতার নিয়ম। যেখানে কন্যা, সেখানেই এ যাতনা সহ্য কত্যে হয়। দেখুন, গিরীশমহিষী মেনকা সম্বৎসরের মধ্যে তাঁর উমার চন্দ্রানন কেবল তিনটি দিন বই দেখতে পান না![১৯] তা ও চিন্তা বৃথা। চলুন, এখন আমরা অন্তঃপুরে যাই। বোধ হয়, মহারাজ এতক্ষণ রাজসভা থেকে উঠেছেন।

অহ। যে আজ্ঞা—তবে চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

কৃষ্ণকুমারী এবং মদনিকার প্রবেশ

কৃষ্ণা। বল কি, দূতি? তোমার কথা

১৯. বাংলাদেশের দুর্গোৎসবের প্রসঙ্গ।

শুনলে, আমার ভয় হয়। তুমি এত ক্লেশ পেয়ে এখানে এলে?

মদ। রাজনন্দিনি, পোষা পাখী পিঞ্জর থেকে উড়ে বেরুলে, যেমন বনের পাখীসকল তার পশ্চাতে লাগে, আমারও প্রায় সেই দশা ঘটেছিল। কিন্তু আপনার চন্দ্রবদন দেখে, আমি সে সব দুঃখ এতক্ষণে ভুললেম!

কৃষ্ণা। ভাল দূতি, রাজা মানসিংহ, আমার পিতার কাছে দূত না পাঠিয়ে, তোমাকে আমার কাছে পাঠালেন কেন?

মদ। আজ্ঞা, রাজনন্দিনি, আপনি অতি বুদ্ধিমতী। আপনি ত বুঝিতেই পারেন। যে যাকে ভাল বাসে, সে কি তার মন না জেনে কোন কর্ম্মে হাত দেয়?

কৃষ্ণা। (সাহস্যবদনে) কেন? তোমাদের মহারাজ কি আমাকে ভাল বাসেন?

মদ। রাজনন্দিনি, ভাল বাসেন কি না, তা আবার জিজ্ঞাসা কচ্যেন? আমাদের মহারাজ রাত দিন কেবল আপনার কথাই ভাবচেন, আপনার নামই কচ্যেন। তাঁর কি আর কোন কর্ম্মে মন আছে?

কৃষ্ণা। কি আশ্চর্য্য! তিনি ত আমাকে কখন দেখেন নাই। তবে যে তিনি আমার উপর এত অনুরক্ত হলেন, এর কারণ? ভাল দূতি, বল দেখি, তোমাদের মহারাজের কয় রাণী?

মদ। রাজনন্দিনি, মহারাজের এখন বিবাহ হয় নাই। আমি শুনেছি, তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে আপনাকে না পেলে তিনি আর কাকেও বিবাহ করবেন না।

কৃষ্ণা। সত্য না কি?

মদ। রাজনন্দিনি, আমি কি আপনার কাছে আর মিথ্যা কথা বলছি? মহারাজ আপনার রূপ প্রথমে স্বপ্নে দেখেন, তার পর লোকের মুখে আপনার আবার গুণ শুনে তিনি যেন একেবারে পাগল হয়ে উঠেছেন!

কৃষ্ণা। দেখ, দূতি, আমার মাথা খাও, তুমি যথার্থ বল দেখি, তোমাদের রাজা দেখতে কেমন?

মদ। রাজনন্দিনি, তাঁর রূপের কথা এক এক করে আপনাকে আর কি বলবো? তাঁর সমান রূপবান্ পুরুষ আমার চক্ষে ত কখন দেখি নাই। আহা! রাজনন্দিনি, সে রূপের কথা আমাকে মনে করে দিলেন, আমার মনটা যেন একবারে শিহরে উঠলো। আ, মরি মরি! কি বর্ণ; কি গঠন! যেন সাক্ষাৎ কন্দর্প। রাজনন্দিনি, আমি সঙ্গে করে মহারাজের একখানা চিত্রপট এনেছি; আপনি যদি দেখতে চান, ত আমি কোন সময়ে এনে দেখাব। দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন, যে তাঁর কেমন রূপ।

কৃষ্ণা। (স্বগত) এ দূতীর কথা কি সত্য হবে? হতেও পারে। (প্রকাশে) দেখ, দূতি, তুমি আবার এসে আমার সঙ্গে দেখা করো। এখন আমি যাই। আমার সখীরা ঐ সরোবরের কূলে আমার অপেক্ষা কচ্যে।

মদ। যে আজ্ঞা।

কৃষ্ণা। (কিঞ্চিৎ গমন করিয়া) দেখো, তুমি ভুল না, দূতি! তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

[প্রস্থান।

মদ। (স্বগত) লোকে বিলাসবতীকে রূপবতী বলে। কিন্তু মহারাজ যদি এ নারী-রত্নটি পান, তা হল্যে কি আর তার মুখ দেখতে চাইবেন? আহা! এমন রূপ কি আর এ পৃথিবীতে আছে? আবার গুণও তেমনি! যেন সাক্ষাৎ কমলা। আহা! এমন সরলা স্ত্রী কি আর হবে? (চিন্তা করিয়া) সে যা হৌক। এঁর মনটা রাজা মানসিংহের দিকে একবার ভাল করে লওয়াতে পাল্যে হয়। নদী একবার সমুদ্রের অভিমুখী হলে, আর কি কোন দিকে ফেরে? (চিন্তা করিয়া) রাজা মানসিংহের দূত যে অতি ত্বরাই এখানে আসবে, তার কোন সন্দেহ নাই। তিনি কি আর সে পত্র পেয়ে নিশ্চিন্ত থাকবেন? এই যে মহারাজ ভীমসিংহ এই দিকে আসচেন। আমি এই গাছটার আড়ালে একটু দাঁড়াই না কেন? (অন্তরালে অবস্থিতি।)

রাজার সহিত অহল্যাদেবী এবং তপস্বিনীর পুনঃপ্রবেশ

তপ। মহারাজ, রাজদূতের নামটা কি বলছিলেন?

রাজা। আজ্ঞা, তার নাম ধনদাস। ব্যক্তিটে অতি গুণবান্ আর বহুদর্শী। আর রাজা

জগৎসিংহ স্বয়ং মহাগুণী পুরুষ, তাঁর সুখ্যাতিও বিস্তর।

তপ। মহারাজ, আপনাদের প্রতি ভগবান্ একলিঙ্গের অসীম কৃপা বলতে হবে। এই দেখুন, কি আশ্চর্য্য ঘটনা! তিনি রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রকে জানকী সুন্দরীর পাণিগ্রহণ কত্যে এনে উপস্থিত করে দিলেন। এ হতে আর আনন্দের বিষয় কি আছে, বলুন?

রাজা। আজ্ঞা, সকলই আপনাদের আশীর্ব্বাদ।

তপ। আমার মানস এই যে, এ পরিণয়-ক্রিয়াটি সুসম্পন্ন হলে আমি আবার তীর্থযাত্রায় নির্গত হবো। তা এতে আর বিলম্ব কি? শুভ কর্ম্ম শীঘ্রই করা উচিত।

অহ। নাথ, তবে আর এ কর্ম্মে বিলম্বের প্রয়োজন কি? আমার কৃষ্ণা—(রোদন।)

রাজা। (হাত ধরিয়া) প্রিয়ে, এ শুভ কর্ম্মের কথা উপলক্ষে কি তোমার রোদন করা উচিত?

অহ। প্রাণেশ্বর, আমার হৃদয়নিধিকে কেমন করে এক জন পরের হাতে সমর্পণ করবো? (রোদন।)

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) দেবি, বিধাতার বিধি কে খণ্ডন কত্যে পারে? ভেবে দেখ, তুমি আপনি এখন কোথায় আছ, আর আগেই বা কোথায় ছিলে? বিধাতার সৃষ্টি এইরূপেই চলে আসচে। কত শত কুসুমলতা, কত শত ফলবৃক্ষ লোকে এক উদ্যান থেকে এনে আর এক উদ্যানে রোপণ করে ; আর তারাও নূতন আশ্রমে ফলফুলে শোভমান হয়।

নেপথ্যে। গীত

[আশাগৌরী—অড়া]

অসুখী ভ্রমর দলে।
নলিনী মলিনী ক্রমে
বিষাদে সলিলে।।
অবসান দিনমান, শশী প্রকাশিল,
কুমুদী হেরি হাসিলো,
যুবক যুবতী, হরষিত অতি,
বিরহিণী ভাসিছে আঁখিজলে।
চক্রবাক চক্রবাকী, বিরহে ভাবিত,
কপোতী পতি মিলিত,
নিশি আগমনে, কেহ সুখী মনে,
কার মনঃ দহিছে দুখানলে।।

রাজা। আহা!

অহ। মহারাজ, আমার এ কোকিলটি এ বনস্থলী ছেড়ে গেলে কি আর আমি বাঁচবো! (রোদন।)

তপ। মহিষি, আপনি এত উতলা হবেন না। দেখুন, আপনার দুঃখে মহারাজও অতি বিষণ্ণ হচ্যেন!

কৃষ্ণার পুনঃ প্রবেশ

রাজা। এসো, মা, এসো। (শিরশ্চুম্বন।)

কৃষ্ণা। পিতঃ, মা আমার এমন কচ্যেন কেন? তুমি কাঁদ কেন মা?

অহ। (কৃষ্ণাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) বাছা, তুমি কি এত দিনের পর তোমার এ দুঃখিনী মাকে ছেড়ে চললে? আমার আর কে আছে, মা, যে আমাকে এমন করে মা বলে ডাকবে? (রোদন।)

কৃষ্ণা। সে কি মা? তোমাকে ছেড়ে আমি কার কাছে যাব মা? (রোদন।)

রাজা। ভগবতি, মোহস্বরূপ কুসুমের কণ্টক কি সামান্য তীক্ষ্ণ!

তপ। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি? এই জন্যেই পূর্ব্বকালে মহর্ষিকুলে প্রায় অনেকেই সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ কর্য্যে, বনবাসী হতেন।

ভৃত্যের প্রবেশ

রাজা। কি সমাচার, রামপ্রসাদ?

ভৃত্য। ধর্ম্মাবতার, মরুদেশের ঈশ্বর রাজা মানসিংহ রায় রাজসম্মুখে দূত প্রেরণ করেছেন।

রাজা। (স্বগত) রাজা মানসিংহ আমার নিকট দূত পাঠিয়েছেন কেন? (প্রকাশে) আচ্ছা, সত্যদাসকে দূতের যথাবিধি সমাদর কত্যে বল্‌গে যা। আমি ত্বরায় যাচ্যি।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা। প্রিয়ে, চল, আমরা অন্তঃপুরে যাই। আমাকে আবার রাজসভায় যেতে হলো।

কৃষ্ণ। (স্বগত) এ দূতীর কথা যদি সত্য হয়, তা হলে, বোধ হয়, এ দূত আমার জন্যেই এসেছে। এখন পিতা কি স্থির করেন, বলা যায় না।

অহ। চলুন। (তপস্বিনীর প্রতি) ভগবতি, আপনিও আসুন।

[সকলের প্রস্থান।

মদ। (চিত্রপট হস্তে অগ্রসর হইয়া স্বগত) আহা! রাজমহিষীর শোক দেখলে বুক ফেটে যায়! তা এমন মেয়েকে মা বাপে যদি এত স্নেহ না করবে তবে আর করবে কাকে? এই যে নূতন দূত কোন্ দেশ থেকে এলো, সেটা ভাল করে জানতে পেলেম না। যাই, দেখিগে বৃত্তান্তটা কি? আমার ত বিলক্ষণ বিশ্বাস হচ্যে যে এ দূত রাজা মানসিংহই পাঠিয়েছেন।—আহা, পরমেশ্বর যেন তাই করেন। এখন গিয়ে ত আবার পুরুষবেশ ধরিগে। এ যদি মানসিংহের দূত হয়, তবে আজ ধনদাসের সর্ব্বনাশ করবো! হা! হা! যারা স্ত্রীলোককে অবোধ বল্যে ঘৃণা করে, তারা এটা ভাবে না, যে স্ত্রীলোকের শক্তিকুলে জন্ম! যে মহাদেব ত্রিভুবনকে এক নিমিষে নষ্ট কত্যে পারেন, ভগবতী কৌশলক্রমে তাঁকে আপনার পদতলে ফেলে রেখেছেন।[২০] হায়! হায়! স্ত্রীলোকের বুদ্ধির কাছে কি আর বুদ্ধি আছে? এই দেখাই যাবে, ধনদাসেরই কত বুদ্ধি, আর আমারই বা কত বুদ্ধি।—এই যে রাজনন্দিনী আবার এই দিকে ফিরে আসচেন। হয়েছে আর কি।—মুখ দেখে বেশ বোধ হচ্যে, মনটা যেন একটু ভিজেচে। তাই যদি না হবে, তা হলে আমাকে এত ঘন ঘন দেখতে চান কেন? এইবার চিত্রপটখানা দেখাতে হবে। দেখি না, তাতে কি ভাব দাঁড়ায়। হা, হা, হা! এ ত মানসিংহের কোন পুরুষেরই প্রতিমূর্ত্তি নয়। নাই বা হলো, বয়ে গেল কি? কাঠের বিড়াল হৌক না কেন, ইঁদুর ধরতে পাল্যেই হয়।

কৃষ্ণার পুনঃ প্রবেশ

কৃষ্ণা। এই যে! দূতি, তুমি আমার তল্লাস কচ্যো না কি? তোমাদের মহারাজ যে দূত পাঠিয়েছেন আমি এই শুনে এলেম। আমি ভেবেছিলাম, তুমি যেন আমাকে একটা উপকথাই কইতেছিলে—

মদ। রাজনন্দিনি, তাও কি কখন হয়। আমাদের মতন লোকের কি কখন এমন সাহস হয়ে থাকে?

কৃষ্ণা। দেখ, দূতি এ বিষয়ে আমি দেখছি, একটা না একটা বিষম বিবাদ ঘটে উঠবে! তুমি কি শোন নি যে জয়পুরের রাজাও আমার জন্যে দূত পাঠিয়েছেন?

মদ। রাজনন্দিনি, তাতে কি আমাদের মহারাজ ডরাবেন? আপনি অনুমতি দিলে তিনি জয়পুরকে এক মুহূর্ত্তে ভস্মরাশি করে ফেলতে পারেন।

কৃষ্ণা। (সহাস্যবদনে) তুমি ত তোমার রাজার প্রশংসা সর্ব্বদাই কচ্যো। তা দেখি, কি হয়।

মদ। রাজনন্দিনি, আপনি মহারাজের দিকে হলে, তাঁকে আর কে পায়?

কৃষ্ণা। (হাসিয়া) দেখ, দূতি, পারিজাত ফুল লয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে যদুপতির বিবাদ ত আরম্ভ হলো।[২১] এখন দেখি, কে জেতেন! তুমি তবে এখন তোমাদের রাজদূতের সঙ্গে একবার দেখা করগে।

মদ। যে আজ্ঞা। (কিঞ্চিৎ গিয়া পুনরাগমনপূর্ব্বক) রাজনন্দিনি, আপনাকে যে আমাদের মহারাজের একখানা চিত্রপট দেখাব বলেছিলাম, এই দেখুন। (হস্তে প্রদান) এখানি এখন আপনার কাছে থাক্ ; আমাকে আবার ফিরে দেবেন।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণা। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! রাজা মানসিংহের কথা শুনে আমার মনটা যে এত চঞ্চল হলো এর কারণ কি? (চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টিকরিয়া) অ্যাঁ! এমন রূপ! আহা! কি অধর! কি হাস্য! এমন রূপবান্ পুরুষ কি পৃথিবীতে আছে? আ মরি, মরি!—ও দূতী যা বলেছিল, তা সত্য বটে! হায়! হায়! আমার অদৃষ্টে কি তা হবে?—আমার মনটা যে অতি চঞ্চল হয়ে উঠলো।—না—এখানে আর থাকা উচিত

২০. পুরাণকথার কালীমূর্তির প্রসঙ্গ।

২১. পারিজাত সংগ্রহ উপলক্ষ্যে কৃষ্ণ ও ইন্দ্রের সংঘর্ষের পৌরাণিক কাহিনীর প্রসঙ্গ।

নয় ; কে আবার এসে দেখবে। যাই, আপনার ঘরে যাই। সেখানে নির্জ্জনে চিত্রপটখানি দেখিগে। আহা! কি চমৎকার—

[চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক

তৃতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর, রাজনিকেতন-সম্মুখ

মরুদেশের দূত এবং (পুরুষবেশে) মদনিকার, প্রবেশ

দূত। কি আশ্চর্য্য! তবে এ পত্রের কথাটা সত্য?

মদ। আজ্ঞা, হাঁ, সত্য বৈ কি? রাজকুমারী পত্র লিখে প্রথমে আমাকে দেন ; তার পর আমি একজন বিশ্বাসী লোক দিয়ে আপনাদের দেশে পাঠাই।

দূত। যা হউক, আমাদের মহারাজের অতি সৌভাগ্য বলতে হবে, তা না হলে তোমাদের সুকুমারী কি তাঁর প্রতি এত অনুরক্ত হন? আহা! বিধাতার কি অদ্ভুত লীলা! কেউ বা মহামণির লোভে অন্ধকারময় খনিতে প্রবেশ করে, আর কেউ বা তা পথে কুড়িয়ে পায়! এ সকল কপালগুণে ঘটে বৈ ত নয়! মহারাজ এ পত্র পাওয়া অবধি যেরূপ হয়ে উঠেছেন, তার আর তোমাকে কি বলবো?

মদ। দেখুন দূত মহাশয়, আপনি একটু সাবধান হয়ে চলবেন। এ পত্রের কথা এখানে প্রকাশ করবেন না, তা হলে রাজনন্দিনী লজ্জায় একেবারে প্রাণত্যাগ করবেন।

দূত। হাঁ! সে কি কথা? আমি ত পাগল নই। এ কথাও কি প্রকাশ কত্যে আছে?

মদ। এই যে জয়পুরের দূত ধনদাস, ওকে, বোধ হয়, আপনি ভাল করে চেনেন না।

দূত। না, ওঁর সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ নাই।

মদ। মহাশয়, ওটা যে আপনাদের রাজার কত নিন্দা করে, তা শুনলে বোধ হয়, আপনি অগ্নির ন্যায় জ্বলে উঠেন!

দূত। বটে?

মদ। আর তাতে রাজনন্দিনী যে কি পর্য্যন্ত ক্ষুণ্ণ, তা আর আপনাকে কি বলবো। মহাশয়, ওকে একবার কিছু শিক্ষা দিতে পারেন? তা হলে বড় ভাল হয়।

দূত। কেন? ওটা বলে কি?

মদ। মহাশয়, ওটা যা বলে, সে কথা আমাদের মুখে আনতে লজ্জা করে। ও লোকের কাছে বলে বেড়ায় কি যে মহারাজ মানসিংহ একটা ভ্রষ্টা স্ত্রীর দত্তক পুত্র মাত্র ; আর তিনি মরুদেশের প্রকৃত অধিকারী নন।

দূত। অ্যাঁ—কি বল্লে? ওর এত বড় যোগ্যতা! কি বলবো? আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, নতুবা এই দণ্ডেই ওর মস্তকচ্ছেদ কত্যেম!

মদ। মহাশয়, এতে এত রাগলে কাজ চলবে না। যদি বাক্যবাণ দ্বারা ও দুরাচারকে কোন দণ্ড দিতে পারেন, ভালই ; নচেৎ অন্য কোন অত্যাচার করাটা ভাল হয় না।

দূত। আচ্ছা, আমি এখন রাজমন্ত্রীর কাছে যাই। এর পর যা পরামর্শ হয়, করা যাবে। শৃগালের মুখে সিংহের নিন্দা! এ কি কখন সহ্য হয়।

[প্রস্থান।

মদ। (স্বগত) বাঃ! কি গোলযোগই বাধিয়ে দিয়েছি! এখন জগদীশ্বর এই করুন, যেন এতে রাজনন্দিনী কৃষ্ণার কোন ব্যাঘাত না জন্মে। ভাল, এও ত বড় আশ্চর্য্য! আমি একজন বেশ্যার সহচরী, বনের পাখীর মতন কেবল স্বেচ্ছার অধীন ; কখনই সংসার-পিঞ্জরে বদ্ধ হই নাই। কিন্তু এ সুকুমারী রাজকুমারীর প্রকৃতি দেখে আমার মনটা এমন হলো কেন?—সত্য বটে!—লজ্জা আর সুশীলতাই স্ত্রী জাতির প্রধান অলঙ্কার। আহা! এ দুটি পদ্ম এ সরোবর থেকে যে আমি কি কুলগ্নে তুলে ফেলেছিলাম, তা কেবল এখন বুঝতে পাচ্চি। এই যে ধনদাস এ দিকে আসচে।

ধনদাসের প্রবেশ

মহাশয়, ভাল আছেন ত?

ধন। আরে মদন যে! তবে ভাল আছ ত? ভাই, তুমি সে অঙ্গুরীটি কোথায় রেখেছো?

মদ। আজ্ঞা, আপনাকে বলতে লজ্জা

করে! আর বোধ হয়, আপনি তা শুনলেও রাগ করবেন?

ধন। সে কি? কেন? রাগ করবো কেন?

মদ। আজ্ঞা, তবে শুনুন। এই নগরে মদনিকা বলে একটি বড় সুন্দরী মেয়ে মানুষ আছে, তাকে আমি বড় ভাল বাসি! সেই আমার কাছ থেকে সে অঙ্গুরীটি কেড়ে নিয়েছে।

ধন। কি সর্ব্বনাশ! তেমন অমূল্য রত্ন কি একটা বেশ্যাকে দিতে হয়? তোমার ত নিতান্ত শিশুবুদ্ধি হে। ছি! ছি! আর তুমি এত অল্প বয়েসে এমন সব লোকের সঙ্গে সহবাস কর?

মদ। দেখুন দেখি, এই আপনি বললেন, রাগ করবো না, তবে আবার রাগ করেন কেন?

ধন। (স্বগত) তাও বটে; আমিই বা রাগ করি কেন? (প্রকাশে) হা! হা! ওহে, আমি তামাসা কচ্ছিলেম। যা হউক, তুমি যে, দেখচি, এক জন বিলক্ষণ রসিক পুরুষ হে। ভাল, তোমার এ মদনিকা কোথায় থাকে, বল দেখি, ভাই।

মদ। আজ্ঞা, তার বাড়ী গড়ের বাইরে।

ধন। (স্বগত) স্ত্রীলোকটার বাড়ীর সন্ধান পেলে অঙ্গুরীটা না হয় কিছু দিয়ে কিনে লওয়ার চেষ্টা পাওয়া যায়। আর যদি সহজে না দেয়, তারও উপায় করা যেতে পারে। (প্রকাশে) হাঁ! কোথায় বললে ভাই?

মদ। আজ্ঞা, এই গড়ের বাইরে।

ধন। ভাল, সে মেয়েমানুষটি দেখতে ভাল ত?

মদ। আজ্ঞা, বড় মন্দ নয়। মহাশয়, এ দিকে দেখছেন, রাজা মানসিংহের দূত মন্ত্রীর সঙ্গে এই দিকে আসচেন।

ধন। ভাল কথা মনে কল্যে, ভাই। তোমাকে আমি যে যে কথা অন্তঃপুরে বলতে বলেছিলেম, তা বলেছো ত?

মদ। আজ্ঞা, আপনার কাজে আমার কি কখনও অবহেলা আছে?

ধন। তোমার যে ভাই কত গুণ, তা আমি একমুখে কত বলবো?—তা বল দেখি, তোমার মদনিকা কোথায় থাকে?

মদ। তার জন্যে আপনি এত ব্যস্ত হচ্যেন কেন? এক দিন, না হয়, আপনার সঙ্গে তার দেখা করিয়ে দেবো, তা হলেই ত হবে? আমি এখন যাই, আর দাঁড়াব না। (স্বগত) দেখি এ ঘটক ভায়ার ভাগ্যে আজ কি ঘটে।

[প্রস্থান।

ধন। (স্বগত) অঙ্গুরীটি উদ্ধার না কল্যে আমার মন কোন মতেই স্থির হচ্যে না। সেটির মূল্য প্রায় দশ হাজার টাকা। তা সহজে কি ত্যাগ করা যায়। আহা! মহারাজকে যে কত প্রকারে ভুলিয়ে সেটি পেয়েছিলাম, তা মনে পড়লে চক্ষে জল আসে। তা বড় দায়ে না পড়লে আর সে আমার হাতছাড়া হতে পারতো না। দেখি, এই মদনিকার বাড়ীর সন্ধানটা পেলে একবার বুঝতে পারি। ধনদাসের চতুরতা কি নিতান্তই বিফল হবে?

সত্যদাসের সহিত দূতের পুনঃপ্রবেশ

সত্য। এই যে ধনদাস মহাশয় এখানে রয়েছেন। তা চলুন, একবার রাজসভাতে যাওয়া যাউক।

দূত। মহাশয়, ইনিই রাজা জগৎ-সিংহের দূত না?

সত্য। আজ্ঞা, হাঁ?

দূত। (ধনদাসের প্রতি) মহাশয়, আমরা যখন উভয়েই একটি অমূল্য রত্নের আশায় এ দেশে এসেছি, তখন আমরা উভয়ে উভয়ের বিপক্ষ বটি, কিন্তু তা বল্যে আমাদের পরস্পরে কি কোন অসদ্ব্যবহার করা উচিত?

ধন। আজ্ঞা, তাও কি হয়?

দূত। তবে একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি;—বলি, আপনি যে নিরন্তর মরুদেশের রাজ্যেশ্বরের নিন্দা করেন, সেটা কি আপনার উপযুক্ত কর্ম্ম?

ধন। বলেন কি মহাশয়? এ কথা আপনাকে কে বললে?

দূত। মহাশয়, বাতাস না হলে বৃক্ষপল্লব কখনই নড়ে না।

ধন। মহাশয়ের আমার সঙ্গে নিতান্ত বিবাদ করবার ইচ্ছা বটে?

দূত। আপনার সঙ্গে আমার বিবাদ করার কি ফল? কিন্তু আপনি যে এ দুষ্কর্ম্মের সমুচিত ফল পাবেন, তার সন্দেহ নাই।

আপনাদের নরপতি বেশ্যাদাস ; নৃত্য, গীত, প্রেমালাপ—এই সকল বিদ্যাতেই পরম নিপুণ ; তা তিনি কি রাজেন্দ্রকেশরী মানসিংহের সমতুল্য ব্যক্তি? না সুকুমারী রাজকুমারী কৃষ্ণার উপযুক্ত পাত্র?

ধন। (সত্যদাসের প্রতি) মহাশয়, শুনলেন ত? (কর্ণে হস্ত দিয়া দূতের প্রতি) ঠাকুর, কি বলবো, তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তা না হল্যে তোমাকে আমি আজ অমনি ছাড়তেম না!

দূত। কেন? তুমি কি কত্যে? ও! বড় স্পর্দ্ধা যে?

সত্য। মহাশয়রা ক্ষান্ত হউন। আপনাদের এ বৃথা বাগ্‌দ্বন্দ্বে প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ, এ স্থলে কি আপনাদের এরূপ অসৌজন্য প্রকাশ করা উচিত?

ধন। আজ্ঞা, হাঁ, তা সত্য বটে। কিন্তু আপনি বিবেচনা করুন, আমার এ বিষয়ে অপরাধ কি? উনিই ত বিবাদ কচ্যেন।

বলেন্দ্রসিংহের প্রবেশ

বলে। এ কি এ, মহাশয়? আপনাদের মধ্যে ঘোর দ্বন্দ্ব উপস্থিত যে? আপনারা কি লক্ষ্য ভেদ হতে না হতেই যুদ্ধ আরম্ভ কল্যেন?

দূত। আজ্ঞা, না। যুদ্ধ আরম্ভ হবে কেন? তবে কি না, এই জয়পুরের দূত মহাশয়কে আমি দুই একটা হিতোপদেশ দিছিলেম।

বলে। কি হিতোপদেশ দিলেন, বলুন দেখি? আপনার ত এই ইচ্ছা, যে উনি এ বিবাহের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে স্বদেশে প্রস্থান করেন? হা! হা! হা!

ধন। হা! হা! হা! আজ্ঞা, এক প্রকার তাই বটে।

দূত। আজ্ঞা, হাঁ! আমার বিবেচনায় ওঁর তাই করা উচিত হচ্যে! মহাশয়, মান বড় পদার্থ। অতএব এমন যে মান, এর রক্ষার বিষয়ে অবহেলা করা অতি অকর্ত্তব্য।

বলে। হা! হা! দূত মহাশয়, আপনি যে দেখছি, স্বয়ং চাণক্য অবতার! ভাল মহাশয়, আমি শুনেছি, যে আপনাদের মরুদেশে ভগবতী পৃথিবী নাকি বন্ধ্যা নারীর স্বভাব ধরেন? তা বলুন দেখি, আপনাদের রাজকর্ম্ম কিরূপে চলে?

দূত। বীরবর, বন্ধ্যা স্ত্রী লয়ে কি কেউ সংসার করে না?

বলে। হা! হা! বেশ। (ধনদাসের প্রতি) ও গো মহাশয়, আপনাদের অম্বরদেশের বর্ণনাটা একবার করুন দেখি শুনি!

ধন। আজ্ঞা, আমার কি সাধ্য, যে তার বর্ণন করি? যদি পঞ্চানন হন, তথাপি অম্বরের সুখসম্পত্তির সুচারুরূপে বর্ণন হয় না।—মহাশয়, আমাদের অম্বর সাক্ষাৎ অম্বরপ্রদেশই বটে! সেখানে অঙ্গনাকুল তারাকুলতুল্য সুন্দর ; আর মেঘে যেমন সৌদামিনী আর বারিবিন্দু, রাজভাণ্ডারে, তেমনি হীরক ও মুক্তা প্রভৃতি, তাতে আবার আমাদের মহারাজ ত স্বয়ং শশধর—

দূত। হাঁ, শশধরের ন্যায় কলঙ্কী বটেন!

বলে। হা! হা! কি বল, ধনদাস?

ধন। আজ্ঞা, ও কথায় আর কি বলবো? পেচক সূর্য্যের আলো ত কখনই সহ্য কত্যে পারে না! আর যদিও ক্ষুধার পীড়নে রাত্রিকালে কোটরের বাহির হয়, তবু সে চন্দ্রের প্রতি কখন প্রকাশিত নয়নে দৃষ্টিপাত করতে পারে না। তেজোময় বস্তুমাত্রই তার চক্ষের বিষ!

বলে। হা! হা! হা! কেমন, দূতবর! এইবার? (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি) ও আবার কি? (নেপথ্যে বাদ্য।)

সত্য। এই যে মহারাজ রাজসভায় আসচেন। চলুন, আমরা এখন যাই।

রক্ষকের প্রবেশ

রক্ষক। (যোড়করে) বীরবর, গণেশ-গঙ্গাধর শাস্ত্রী নামে একজন দূত মহারাষ্ট্রপতির শিবির থেকে সিংহদ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আপনার কি আজ্ঞা হয়?

বলে। দূত? মহারাষ্ট্রপতির শিবির থেকে? আচ্ছা তাঁকে রাজসভায় নে যাও, আমি যাচ্চি। চলুন তবে আমরা সকলেই একবার রাজসভায় যাই।

[সকলের প্রস্থান।

তোমার মা, ইনি কেমন করে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে পতির গৃহে বাস কচ্যেন? তুমিও তো তাই করবে; তাতে আর ক্ষোভ কি?

কৃষ্ণা। ভগবতি,—(রোদন।)

অহ। স্থির হও, মা স্থির হও। ছি, মা, কেঁদো না। (রোদন)

কৃষ্ণ। মা, আমাকে এত দিন প্রতিপালন করে কি অবশেষে বনবাস দেবে? (রোদন)

তপ। মহিষি, ঐ যে মহারাজ এই দিকে আসছেন! উনি আপনাদের দুজনকে এ দশায় দেখলে অত্যন্ত দুঃখিত হবেন। তা আপনি এক কর্ম্ম করুন, রাজনন্দিনীকে লয়ে একটু সরে যান।

অহ। আয়, মা, আমরা এখন যাই।

[অহল্যাদেবী ও কৃষ্ণার প্রস্থান।

তপ। (স্বগত) আমি ভেবেছিলাম, যে অনিদ্রা, নিরাহার, কঠোর তপস্যা—এ সকল সংসারমায়াশৃঙ্খল থেকে মুক্তি দান করে। তা কৈ? আমি যে সে মুক্তি লাভ করেছি, এমন ত কোন মতেই বোধ হয় না। আহা! এঁদের দুজনের শোক দেখলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) হে বিধাতঃ, এই মানব-হৃদয়ে তুমি যে ইন্দ্রিয়সকলের বীজ রোপণ করেছ, তাদের নির্ম্মূল করা কি মনুষ্যের সাধ্য? বিলাপধ্বনি শুনলে যোগীন্দ্রেরও মন চঞ্চল হয়ে উঠে!

রাজা ভীমসিংহের প্রবেশ

রাজা। ভগবতি, মহিষী না এখানে ছিলেন?

তপ। আজ্ঞা, হাঁ! তিনি এই ছিলেন; বোধ হয়, আবার এখনি এলেন বল্যে।

রাজা। তাঁর সঙ্গে আমার কোন বিশেষ কথা আছে। (পরিক্রমণ করিয়া) বোধ হয়, আপনিও শুনে থাকবেন, মরুদেশের অধিপতি রাজা মানসিংহ রায়ও কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ ইচ্ছায় আমার নিকট দূত পাঠিয়েছেন।

তপ। আজ্ঞা, হাঁ, শুনেছি বটে।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, এ সব কেবল আমার কপালগুণে ঘটে!

তপ। আজ্ঞা, সে কি, মহারাজ? এমত ত সর্ব্বত্রেই হচ্যে।

রাজা। ভগবতি, আপনি চিরতপস্বিনী সুতরাং এ দেশের লোকের চরিত্র বিশেষরূপে জানেন না। এই বিবাহ উপলক্ষে যে কত গোলযোগ হয়ে উঠবে, তার কি সংখ্যা আছে?

অহল্যাদেবীর পুনঃপ্রবেশ

প্রেয়সি, তোমার কৃষ্ণার বিবাহ যে স্বাচ্ছন্দে সম্পন্ন হয়, এমন ত আমার কোন মতেই বিশ্বাস হয় না।

অহ। সে কি, নাথ?

রাজা। আর বলবো কি বল? এ বিষয়ে মহারাষ্ট্রের অধিপতি আবার রাজা মানসিংহের পক্ষ হয়ে, আমাকে অনুরোধ কচ্যেন যে—

তপ। নরনাথ, তবে রাজনন্দিনীকে রাজা মানসিংহকেই প্রদান করুন না কেন? তিনিও ত একজন সামান্য রাজা নন—

অহ। জীবিতেশ্বর, এ দাসীরও এই প্রার্থনা।

রাজা। বল কি, দেবি? রাজা জগৎসিংহ আমার এক জন পরম আত্মীয়; তাতে আবার তাঁর দূতই আগে এসেছে; এখন আমি কি বলে তাঁকে এ বিষয়ে নিরাশ করি? (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) হে বিধাতঃ, তুমি এই যে প্রমাদ-অগ্নির সূত্রপাত কল্যে, এ কি রক্তস্রোতঃ ব্যতীত আর কিছুতে নির্ব্বাণ হবে?

অহ। প্রাণেশ্বর, মহারাষ্ট্রপতি যে এতে হাত দেন, এর কারণ কি? তিনি না স্বদেশে ফিরে যেতে উদ্যত ছিলেন?

রাজা। দেবি, তুমি সে নরাধমের চরিত্র ত ভাল করে জান না। সে ত এই চায়। একটা ছল ছুতা পেলে হয়।

তপ। ভাল, মহারাজ, তুমি যদি এ বিষয়ে সম্মত না হও, তা হলে মহারাষ্ট্রপতি কি করবেন?

রাজা। তা হলে তার দস্যুদল আবার দেশ লুট কত্যে আরম্ভ করবে! হায়! হায়! তাতে কি আর দেশে কিছু থাকবে? ভগবতি, আমার কি আর এখন সে অবস্থা আছে, যে আমি এমন প্রবল শত্রুকে নিরস্ত করি?

তপ। মহারাজ, মা কমলার প্রসাদে আপনার কিসের অভাব?

অহ। (রাজার হস্ত ধারণ করিয়া) নাথ,

এতে এত উতলা হইও না। বোধ হচ্যে, ভগবান্ একলিঙ্গের প্রসাদে এ উদ্বেগ অতি ত্বরায়ই শান্ত হবে।

রাজা। মহিষি, তুমি ত রাজপুত্রী। তুমি কি জান না, যে এ বিবাহে আমি যাকে নিরাশ করবো, সেই তৎক্ষণাৎ অসিকোষ দূরে নিক্ষেপ করবে? প্রিয়ে, তোমার কৃষ্ণা কি সতীর মতন আপন পিতার সর্ব্বনাশ কত্যে এসেছে?[২৩] হায়, আমি বিধাতার নিকট এমন কি পাপ করেছি, যে তিনি আমার প্রতি এত প্রতিকূল হলেন! আমার এমন অমূল্য রত্নটিও কি অনল হয়ে আমাকে দগ্ধ কত্যে লাগলো! আমার হৃদয়নিধি হতে যে আমার সর্ব্বনাশের সূচনা হবে, এ স্বপ্নেরও অগোচর।

অহ। (নিরুত্তরে রোদন।)

তপ। ও কি? মহিষি, আপনি কি করেন?

অহ। ভগবতি, শমন কি আমাকে বিস্মৃত হয়েছেন? (রোদন।)

তপ। বালাই! তিনি আপনার শত্রুকে স্মরণ করুন। মহারাজ, আজ্ঞা হয় ত, আমরা এখন অন্তঃপুরে যাই।

অহ। নাথ, আমার কৃষ্ণার এতে দোষ কি, বলুন দেখি? বাছা ত আমার ভাল মন্দ কিছুই জানে না। মহারাজ, তাকে এমন করে বল্যে কি মায়ের প্রাণে সয়?—বাছা, কেনই বা তোর এ অভাগিনীর গর্ভে জন্ম হয়েছিল!—(রোদন।)

রাজা। (হস্ত ধরিয়া) দেবি, আমার এ অপরাধ মার্জ্জনা কর। হায়! হায়! আমি কি নরাধম! আমার মতন ভাগ্যহীন পুরুষ, বোধ করি আর নাই। এমন অমৃতও আমার পক্ষে বিষ হলো! তা চল, প্রিয়ে, এখন অন্তঃপুরে যাই। সূর্য্যদেবও অস্তাচলে চললেন। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে দিননাথ, তোমাকে যে লোকে এই রাজকুলের নিদান বলে[২৪] তা তুমিও কি এর দুঃখে মলিন হলে!

[সকলের প্রস্থান।

কৃষ্ণার পুনঃ প্রবেশ

কৃষ্ণা। (পরিক্রমণ করিয়া স্বগত) আহা! সে এক সময় আর এ এক সময়! আমি কেন বৃথা আবার এখানে এলেম? এ সকল কি আমার আর ভাল লাগে! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আহা! আমি এই মল্লিকা ফুলটিকে আদর করে বনবিনোদিনী নাম দিয়েছিলাম। এই সুচারু শমীবৃক্ষটিকে সখী বলে বরণ করেছিলাম।[২৫] (সচকিতে) ও কি? আহা! সখি, তুমি কি এ হতভাগিনীর দুঃখ দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়চো? কেন? তুমি ত চিরসুখিনী ; তোমার খেদের বিষয় কি? মলয়সমীরণ তোমার একান্ত অনুগত, সর্ব্বদাই তোমার সঙ্গে মধুর স্বরে প্রেমালাপ কচ্যে, তা তুমি কি পরের দুঃখ বুঝতে পার? কি আশ্চর্য্য! (চিন্তা করিয়া) হায়, হায়! এ মায়াবিনী যে কি কুলগ্নে এ দেশে এসেছিল, তা বলা যায় না। কি আশ্চর্য্য! আমি যাঁকে কখন দেখি নাই; যাঁর নাম কখন শুনি নাই; যাঁর সহিত কখন বাক্যালাপ করি নাই ; তাঁর জন্যে আমার প্রাণ অস্থির হয় কেন? কেবল সেই দূতীর কুহকেই আমার মন এত চঞ্চল হলো? আহা! আমি কেনই বা সে চিত্রপট দেখেছিলাম? কেনই বা সে মনোহর মূর্ত্তি আমার হৃদ্‌পদ্মে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম? লোকে বলে, যে সে মরুদেশ অতি বন্ধ্য স্থল ; সেখানে বসুমতী না কি সর্ব্বদা বিধবাবেশ ধরে থাকেন ; কুসুমাদিরূপ কোন অলঙ্কার পরেন না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমার মনে সে দেশ যেন নন্দনকানন বোধ হচ্যে! আমি তার বিষয় যে কত মনে করি, তা আমার মনই জানে। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) একবার যাই, দেখিগে, সে দূতীর কোন অন্বেষণ পাওয়া গেল কি না! (পরিক্রমণ করিয়া সচকিতে) এ কি? এ উদ্যান হঠাৎ এমন পদ্মগন্ধে পরিপূর্ণ হলো কেন? (সভয়ে) কি আশ্চর্য্য! আমি যে গতিহীন হলেম! আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন সহসা শিহরে উঠলো। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও

২৩. পৌরাণিক দক্ষযজ্ঞ প্রসঙ্গ।

২৪. মেবারের রাজবংশ সূর্যবংশ বলে পরিচিত।

২৫. শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার প্রসঙ্গ।

কি? ও! ও! ও! (মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি; আকাশে কোমল বাদ্য।)

বেগে তপস্বিনীর প্রবেশ

তপ। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! (কৃষ্ণাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) এ কি এ? সর্ব্বনাশ! বাগ্যে আমি এই দিক্ দিয়ে যাচ্ছিলাম! উঠ, মা, উঠ! এমন কেন হলো?

কৃষ্ণা। (সুপ্তভাবে) দেবি, আপনি ঐ মিষ্ট কথাগুলিন আবার বলুন। আমি ভাল করে শুনি। কি বললেন? আহা! "যে যুবতী এ বিপুল কুলের মান আপন প্রাণ দিয়া রাখে, সুরপুরে তার আদরের সীমা থাকে না।" আহা! এ অভাগিনীর কপালে কি এমন সুখ আছে?

তপ। সে কি মা? ও কি বলচো? (স্বগত) হায়, হায়, দেখ দেখি, বিধাতার কি বিড়ম্বনা! একে ত এ রাক্ষসী বেলা, তাতে আবার কৃষ্ণার নবযৌবন; কে জানে কার দৃষ্টি—

কৃষ্ণা। (উঠিয়া সসম্ভ্রমে) ভগবতি, আপনি আবার এখানে কোথ্থেকে এলেন?

তপ। কেন, মা, সে কি?

কৃষ্ণা। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য! ভগবতি, আমি যে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিলাম, তা শুনলে আপনি একেবারে অবাক্ হবেন।

তপ। কি স্বপ্ন, মা?

কৃষ্ণা। বোধ হলো যেন, আমি কোন সুবর্ণমন্দিরে একখানি কমল-আসনে বসে রয়েছি, এমন সময়ে একটি পরম সুন্দরী স্ত্রী একটি পদ্ম হাতে করে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে বললেন,—বাছা, তুমি আমাকে প্রণাম কর। আমি সম্পর্কে তোমার জননী হই।

তপ। তার পর?

কৃষ্ণা। আমি প্রণাম কল্যেম। তার পর তিনি বললেন,—দেখ, বাছা, যে যুবতী এ বিপুল কুলের মান আপন প্রাণ দিয়া রাখে, সুরপুরে তার আদরের সীমা নাই! আমি এই কুলেরই বধূ ছিলাম। আমার নাম পদ্মিনী। তুমি যদি আমার মত কর্ম্ম কর, তা হলে আমারই মতন যশস্বিনী হবে![২৬]

তপ। তার পর, তার পর?

কৃষ্ণা। উঃ, ভগবতি, আপনি আমাকে একবার ধরুন। আমার সর্ব্বশরীর কাঁপচে।

তপ। কি সর্ব্বনাশ! চল, মা, তুমি অন্তঃপুরে চল। এখানে আর কাজ নাই। দেখ, মা, আমাকে যা বললে, এ কথা তুমি আর কাকেও বলো না। (আকাশে কোমল বাদ্য।)

কৃষ্ণা। আহা হা! ভগবতি, ঐ শুনুন!

তপ। কি সর্ব্বনাশ! বৎসে, আমি কি শুনবো!

কৃষ্ণা। সে কি, ভগবতি? শুনলেন না, কেমন সুমধুর ধ্বনি! আহা, হা!

তপ। চল, মা, এখানে আর থেকে কাজ নাই। তুমি শীঘ্র করে এখান থেকে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর, নগরতোরণ

বলেন্দ্রসিংহ এবং কতিপয় রক্ষকের প্রবেশ

বলে। রঘুবরসিংহ।—

প্রথ। (যোড়করে) কি আজ্ঞা, বীরবর?

বলে। দেখ, তোমরা সকলে অতি সাবধানে থেকো। আজ কাকেও এ নগরে প্রবেশ কত্যে দিও না।

প্রথ। যে আজ্ঞা! আপনার বিনা অনুমতিতে, কার সাধ্য, এ নগরে প্রবেশ করে।

বলে। আর দেখ, যদি মহারাষ্ট্রপতির শিবিরে কোন গোলযোগ শুনতে পাও, তবে তৎক্ষণাৎ আমাকে সংবাদ দিও।

প্রথ। যে আজ্ঞা!

বলে। (অবলোকন করিয়া স্বগত) এই মহারাষ্ট্রের শৃগালটা কি সামান্য ধূর্ত্ত! এমন অর্থলোভী, অহিতকারী নরাধম দস্যু কি আর দুটি আছে? কিন্তু মানসিংহের সহিত এর যে সহসা এত সৌহার্দ্দ হলো, এর কারণ আমি

২৬. অলৌকিক প্রসঙ্গ।

কিছুই বুঝতে পারি নাই। (চিন্তা করিয়া) কোন না কোন কারণ অবশ্যই আছে। তা নৈলে ও এমন পাত্র নয়, যে বৃথা ক্লেশ স্বীকার করে। কৃষ্ণাকে যে বিবাহ করুক না কেন, ওর তাতে বয়ে গেল কি?

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে) রণবাদ্য।—

দ্বিতী। ভাল, রঘুবরসিংহ—

প্রথ। কি হে?

দ্বিতী। তোমাকে, ভাই, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ; তুমি না কি সর্ব্বদাই আমাদের সেনাপতি বলেন্দ্রসিংহের নিকট থাকো ; রাজসংসারের বৃত্তান্ত তুমি যত জান, এত আর কেউ জানে না।

প্রথ। হাঁ, কিছু কিছু জানি বটে। তা কি জিজ্ঞাসা করবে, বলই না শুনি।

দ্বিতী। দেখ, ভাই, আমি শুনেছিলাম, যে এই মহারাষ্ট্রপতির সঙ্গে আমাদের মহারাজের সন্ধি হয়েছিল ; তা উনি যে আবার এসে থানা দিয়ে বসলেন, এর কারণ?

প্রথ। সে কি? তুমি কি এর কিছুই শোন নাই?

দ্বিতী। না, ভাই!

তৃতী। কৈ? আমরা ত এর কিছুই জানি না।

প্রথ। মরুদেশের রাজা মানসিংহ, আর জয়পুরের অধিপতি জগৎসিংহ, উভয়েই আমাদের রাজনন্দিনীকে বিবাহ করবার আশায় দূত পাঠিয়েছেন।

তৃতী। হাঁ! তা ত জানি। বলি, এ বিষয়ে মহারাষ্ট্রের রাজা হাত দেন কেন?

প্রথ। আমাদের মহারাজের সম্পূর্ণ ইচ্ছা, যে মেয়েটি জগৎসিংহকে দেন ; কিন্তু এ রাজার সঙ্গে জগৎসিংহের চিরকাল বিবাদ ; এঁর ইচ্ছা, যে মহারাজ রাজকুমারীকে মানসিংহকে প্রদান করেন।

দ্বিতী। ভাল, ভাই, ইনি যদি বিবাহের ঘটকালি কর্ত্তেই এসেচেন, তবে আবার সঙ্গে এত সৈন্য সামন্তের প্রয়োজন কি?

প্রথ। হা! হা! এও বুঝতে পাল্যে না, ভাই? এর মত ভিখারী ত আর দুটি নাই। এ ত এমনি গোলযোগই চায়। একটা কিছু উপলক্ষ হলেই, ছলে হোক, বলে হোক, এর ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ হয়।

দ্বিতী। তা সত্য বটে। তা আমাদের মহারাজ কি স্থির করেছেন, জান?

প্রথ। আর কি স্থির করবেন? জয়পুরের রাজদূতকে বিদায় করবার অনুমতি দিয়েছেন। আর অল্প দিনের মধ্যেই মহারাষ্ট্রপতির সঙ্গে ভগবান্ একলিঙ্গের মন্দিরে সাক্ষাৎ করবেন। তার পর বিবাহের বিষয় কি হয়, বলা যায় না।

তৃতী। ভাল, তুমি কি বোধ কর, ভাই, যে জয়পুরের রাজা এতে চুপ করে থাকবেন?

প্রথ। বলা যায় না। শুনেছি, রাজা না কি বড় রণপ্রিয় নন। তবু যা হউক, রাজপুত্র কি না? এত অপমান কি সহ্য কত্যে পারবেন?

তৃতী। ওহে, এ দিকে দুজন কে আসছে, দেখ দেখি।

প্রথ। সকলে সতর্ক হও হে। যেন মন্ত্রী মহাশয় বোধ হচ্যে।

সত্যদাস ও ধনদাসের প্রবেশ

সত্য। রঘুবরসিংহ—

প্রথ। (যোড়করে) আজ্ঞা।

সত্য। সব মঙ্গল ত?

প্রথ। আজ্ঞা, হাঁ!

সত্য। আচ্ছা। (ধনদাসের প্রতি) মহাশয়, একটু এই দিকে আসুন।

ধন। মন্ত্রী মহাশয়, এ কর্ম্মটা কি ভাল হলো?

সত্য। আজ্ঞা, ও কথা আর বলবেন না। মহারাজ যে এতে কি পর্য্যন্ত ক্ষুণ্ণ, তা আপনিই কেন বুঝে দেখুন না! কিন্তু কি করেন? এতে ত আর কোন উপায় নাই।

ধন। আজ্ঞা, হাঁ, এ কথা যথার্থ বটে। কিন্তু আমার, দেখছি, সর্ব্বনাশ হলো! আমি যে কি কুলগ্নে আপনাদের দেশে এসেছিলাম, তা বলতে পারিনে।

সত্য। কেন, মহাশয়?

ধন। আর কেন মহাশয়? প্রথমতঃ দেখুন, আমার যা কিছু ছিল, সে সব ঐ দস্যুদল লুটে

নিলে। তার পর রাজা মানসিংহের দূতের হাতে আমি যে কি পর্য্যন্ত অপমান সহ্য করেছি, তা ত আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন, আবার—

সত্য। মহাশয়, যা হয়েছে ; হয়েছে। ও সব কথা আর মনে করবেন না। এখন অনুগ্রহ করে এই অঙ্গুরীটি গ্রহণ করুন। মহারাজ এটি আপনাকে দিতে দিয়েছেন।

ধন। মহারাজের প্রসাদ শিরোধার্য্য। (অঙ্গুরীয় গ্রহণ।)

সত্য। মহাশয়, আপনি এক জন সুচতুর মনুষ্য। অতএব আপনাকে অধিক বলা বাহুল্য। আপনি মহারাজ জগৎসিংহকে এ বিষয়ে ক্ষান্ত হতে পরামর্শ দেবেন। এ আত্মবিচ্ছেদের সময় নয়। (চিন্তা করিয়া) দেখুন, আপনি যদি এ কর্ম্ম কত্যে পারেন, তা হলে মহারাজ আপনাকে যথেষ্ট পরিতুষ্ট করবেন।

ধন। যে আজ্ঞা। আমি চেষ্টার ত্রুটি করবো না। তার পর জগদীশ্বরের হাত।

সত্য। আমি কর্ম্মকারকদের প্রতি রাজ-আদেশ পাঠিয়েছি। আপনার পথে কোন ক্লেশ হবে না।

ধন। তবে আমি এখন বিদায় হই।

সত্য। যে আজ্ঞা, আসুন তবে।

[প্রস্থান।

ধন। (স্বগত) দেখি দেখি, অঙ্গুরীটি কেমন? (অবলোকন করিয়া) বাঃ, এটি যে মহারত্ন! এর মূল্য প্রায় লক্ষ টাকা হবে! হা! হা! ধনদাসের ভাগ্য! মাটি ছুঁলে সোনা হয়। হা হা হা! যাকে বিধাতা বুদ্ধি দেন, তাকে সকলই দেন। (চিন্তা করিয়া) এ বিবাহে কৃতকার্য্য হলেম না বলে যদি মহারাজ বিরক্ত হন, হলেনই বা ; না হয়, ওঁর রাজ্য ত্যাগ করে অন্যত্র গিয়ে বাস করবো। আর কি! আমার ত এখন আর ধনের অভাব নাই। হা! হা! বুদ্ধিবলেই ধনদাস ধনপতি! তবে কি না, এই একটা বাধা দেখছি; বিলাসবতীর আশাটা তা হলে একবারে ছাড়তে হয়। যে মৃগ লক্ষ্য করে এত দিন বনে বনে পর্য্যটন কল্যেম, তাকে এখন এক প্রকার আয়ত্ত করে কেমন করে ফেলে যাই। (চিন্তা করিয়া) কেন? ফেলেই বা যাব কেন, আমি কি আর একটা বেশ্যাকে ভুলাতে পারবো না! কত কত লোক স্বর্গকন্যাকে বশ করেছে, আর আমি কি একটা সামান্য বারাঙ্গনার মনঃ চুরি কত্যে পারবো না! হা! হা! তা দেখি কি হয়।

[প্রস্থান।

প্রথ। (অগ্রসর হইয়া) ওহে, তোমরা কেউ এ লোকটিকে চেন?

দ্বিতী। চিনবো না কেন? ও যে জয়পুরের দূত। আঃ, এক দিন রাত্রে, ভাই, ও যে আমাকে কষ্টটা দিয়েছিল, তা আর কি বলবো?

তৃতী। কেন? কেন?

দ্বিতী। আমি, ভাই, পুরস্কারের লোভে মদনিকা বলে একটা মেয়েমানুষের তত্ত্বে ওর সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। সমস্ত রাতটা ঘুরে ঘুরে মলেম, কিছুই হলো না। শেষ প্রাতঃকালে বাসায় ফিরে যাবার সময় বেটা আমাকে কেবল চারটি গণ্ডা পয়সা হাতে দিয়ে বল্যে কি, যে তুমি মিঠাই কিনে খেও। হা! হা! হা!

প্রথ। হা! হা! যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল! (আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) উঃ রাত্রি যে প্রভাত হলো।

নেপথ্যে। গীত

[ভৈরব—কাওয়ালী]

যাইতেছে যামিনী, বিকসিত নলিনী।
প্রিয়তম দিবাকর হেরিয়ে
প্রমোদিনী ভানুভামিনী ;
শশী চলিল তাই হেরে
বিষাদে বিমলিনী কুমুদিনী
অতি দুখিনী।
মধুকর ধায় মধুর কারণে ফুলবনে
বিহঙ্গের মধুর স্বরে মোহিত করে
প্রমোদ ভরে বিপিনচরে,
নব তৃণাসনে হরষিত মনোহরিণী।।

তৃতী। ঐ শুনলে ত? চল, আমরা এখন যাই। (নেপথ্যে রণবাদ্য।)

প্রথ। হাঁ—চল—। ঐ যে আর এক দল আসচে।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি তৃতীয়াঙ্ক

চতুর্থাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

জয়পুর, রাজগৃহ

রাজা জগৎসিংহ এবং মন্ত্রী

রাজা। বল কি, মন্ত্রি? এ সংবাদ তোমাকে কে দিলে?

মন্ত্রী। মহারাজ, ধনদাস হয় অদ্য বৈকালে কি কল্য প্রাতে এসে উপস্থিত হবে। তার মুখে এ সকল কথা শুনলেই ত আপনি বিশ্বাস করবেন?

রাজা। কি আপদ্। আমি কি আর তোমার কথায় অবিশ্বাস কচ্যি হে? আমি জিজ্ঞাসা কচ্যি কি, বলি এ কথা তুমি কার কাছে শুনলে?

মন্ত্রী। মহারাজ, আমারই কোন চরের মুখে শুনেছি। সে অতি বিশ্বাসযোগ্য পাত্র।

রাজা। বটে? তবে রাজা ভীমসিংহ আমাকে অবহেলা করো মানসিংহকেই কন্যাপ্রদান করবেন, মানস করেছেন?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, শুনেছি, যে রাজকুলপতি ভীমসিংহের আপনার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ; তিনি কেবল দায়গ্রস্ত হয়ে আপনার বিরুদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন। মহারাজ, আমি ত পূর্ব্বেই এ সকল কথা রাজসম্মুখে নিবেদন করেছিলাম, কিন্তু আমার দৌর্ভাগ্যক্রমে আপনি সে সময়ে ধনদাসের পরামর্শই শুনলেন।

রাজা। আঃ, সে গত বিষয়ের অনুশোচনে ফল কি?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি? তবে কি না, বিবেচনা করুন, ধনদাসই এই অনর্থের মূল! সেই কেবল স্বার্থ সাধনের জন্যে এ রাজ্যের সর্ব্বনাশটা কল্যে!

রাজা। কেন? কেন? তার অপরাধ কি?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, এ সকল কথা রাজসম্মুখে কওয়া আমার কোন মতেই উচিত হয় না। কিন্তু—

রাজা। কেন? ধনদাসের এতে অপরাধটা কি?

মন্ত্রী। মহারাজ, রাজকুমারী কৃষ্ণার প্রতিমূর্ত্তি যে ও আপনাকে কেন এনে দেখায়, তা কি আপনি এখনও বুঝতে পাচ্যেন না?

রাজা। কৈ, না! কি কারণ, বল দেখি শুনি।

মন্ত্রী। এই বিবাহের উপলক্ষে একটা গোলযোগ বাধিয়ে আপনার উদর পূর্ণ করবে, এই কারণ, আর কারণ কি? মহারাজ, ওর মত স্বার্থপর মানুষ কি আর দুটি আছে?

রাজা। বটে? তাই ও এ বিষয়ে এত উদ্যোগী হয়েছিল? আমি তখন বুঝতে পারি নাই। আচ্ছা, ও আগে ফিরে আসুক। তা এখন এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য, বল দেখি?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, আমার বিবেচনায় এ বিষয়ে নিরস্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ।

রাজা। (সরোষে) বল কি, মন্ত্রি? তুমি উন্মাদ হলে না কি? এমন অপমান কি কেউ কোথাও সহ্য কত্যে পারে?—কেন, আমার কি অর্থ নাই?—সৈন্য নাই? না কি বল নাই?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, রাজলক্ষ্মীর প্রসাদে মহারাজের অভাব কিসের?

রাজা। তবে আমাকে এতে ক্ষান্ত হতে বলচো কেন? মান অপেক্ষা কি ধন না জীবন প্রিয়তর? ছি! তুমি এমন কথা মুখেও আন! দেখ, প্রতি দুর্গপতিকে তুমি এখনই গিয়ে পত্র পাঠাও, যে তারা পত্রপাঠমাত্র সসৈন্যে এ নগরে এসে উপস্থিত হয়। আর দেখ—

মন্ত্রী। আজ্ঞা করুন—

রাজা। তুমি যে সে দিন ধনকুলসিংহের কথা বলছিলে, তিনি কে, আমাকে ভাল করে বল দেখি।

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তিনি মরুদেশের মৃত রাজা ভীমসিংহের পুত্র। কিন্তু তাঁর পিতার লোকান্তর প্রাপ্তির পর জন্ম হওয়ায়, কোন কোন লোক বলে যে তিনি বাস্তবিক ভীমসিংহের পুত্র নন।

রাজা। বটে? মরুদেশের বর্ত্তমান রাজা মানসিংহ ত গোমানসিংহের পুত্র। গোমানসিংহ ধনকুলসিংহের পিতামহ, বীরসিংহের

কনিষ্ঠ ছিলেন ; তা ধনকুলসিংহই মরুদেশের প্রকৃত অধিকারী।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ কলিকালে কি আর ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার আছে? যার শক্তি, তারই জয়। কুমার ধনকুলসিংহ কি আর রাজসিংহাসন পাবেন!

রাজা। অবশ্য পাবেন! আমি তাঁকে মরুদেশের সিংহাসনে বসাবো! দেখ, মন্ত্রি, তুমি শীঘ্র গিয়ে পত্র লেখ। মানসিংহের এত বড় যোগ্যতা, যে সে আমার বিপক্ষতা করে! এখন দেখি, সে আপন রাজ্য কি করে রাখে।

মন্ত্রী। মহারাজ,—

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া) আর বৃথা বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন কি? যাও—

মন্ত্রী। মহারাজ, আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। এই মহৎকুলের প্রসাদে মনুষ্যত্ব লাভ করেছি। আপনার স্বর্গীয় পিতা—

রাজা। আঃ! কি উৎপাত! আমি কি আর তোমাকে চিনি না ; মন্ত্রি, তুমি যে আমাকে আপন পরিচয় দিতে আরম্ভ কল্যে?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তা নয়। তবে কি না আমার পরামর্শে এ বিষম কাণ্ডে সহসা প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হয় না।

রাজা। মন্ত্রি, মানবজীবন চিরস্থায়ী নয় ; কিন্তু অপযশঃ চিরস্থায়ী। আমি যদি এ অপমান সহ্য করি, তা হলে ভবিষ্যতে লোকে আমাকে, কাপুরুষের দৃষ্টান্তস্থল করবে। বরঞ্চ ধনে প্রাণে মরবো, সেও ভাল, কিন্তু এ কথাটি যেন কেউ না বলে, যে অম্বর-অধিপতি মরুদেশের রাজার ভয়ে ভীত হয়েছিলেন। ছি! ছি! আমার সে অপযশঃ হতে সহস্রগুণে মরণ ভাল। তা তুমি যাও।

মন্ত্রী। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) যে আজ্ঞা, মহারাজ! (স্বগত) বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন কত্যে পারে? হায়! হায়! দুষ্ট ধনদাসটাই এই অনর্থ ঘটালে!

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) এই ত আর এক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হলো! এত দিন রাজভোগে মত্ত ছিলাম, এখন একটু পরিশ্রমই করে দেখি। তরবার চিরকাল কোষে আবদ্ধ থাকলে মলিন ও কলঙ্কিত হয়। (চিন্তা করিয়া) যা হউক, ধনদাসকে এবার বিলক্ষণ দণ্ড দিতে হবে। আমি যত কুকর্ম্ম করেছি, সকলেতেই ঐ দুষ্ট আমার গুরু। ওঃ! বেটার কি চমৎকার বুদ্ধি! তা দেখি, এবারও কি হয়?

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

জয়পুর, বিলাসবতীর গৃহ

বিলাসবতী এবং মদনিকা

বিলা। বাঃ, তোর, ভাই, কি বুদ্ধি? ধন্য যা হউক।

মদ। (সহাস্য বদনে) সে বড় মিছা কথা নয়! আমি উদয়পুরে যে সকল কাণ্ড করে এসেছি, তা মনে হলে আপনা আপনি হেসে মত্যে হয়। হা! হা! হা!

বিলা। তাই ত? কি আশ্চর্য্য! ভাল, ধনদাস কি তোকে যথার্থই চিনতে পারে নাই?

মদ। তা পারলে কি ও আমাকে আর এ অঙ্গুরীটি দিত?

বিলা। ভাল, ভাই, তুই লোকের কাছে কি বলে আপনার পরিচয়টা দিতিস্?

মদ। কেন? উদয়পুরের লোককে বলতেম, আমার জয়পুরে বাড়ী। আর জয়পুরের লোককে বলতেম, আমার উদয়পুরে বাড়ী। আর যেখানে দেখতেম, দুই দেশেরই লোক আছে, সেখানে আদতে যেতেম না।

বিলা। বাঃ, তোর কি বুদ্ধি ভাই!

মদ। হা! হা! রাজমন্ত্রী, রাজা মানসিংহের দূত, রাজকুমারী, আমি কার সঙ্গে না দেখা করেছি? আর কত বেশ যে ধরতেম, তার আর কি বলবো?

বিলা। তাই ত? ভাল, মদনিকে, রাজকুমারী কৃষ্ণা না কি বড় সুন্দরী?

মদ। আহা! সুন্দরী বল্যে সুন্দরী? ও কথা, ভাই, আর জিজ্ঞাসা করো না। আমি বলি, এমন রূপলাবণ্য পৃথিবীতে আর কোথায়ও নাই! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ।)

বিলা। ও কি লো? তুই যে একেবারে বিরসবদন হলি? কেন? তিনি কি এতই তোর মনঃ ভুলিয়েছেন? ই! ই! অবাক্ কল্যে মা!

মদ। ভাই, বলবো কি? রাজনন্দিনী কৃষ্ণার

কথা মনে হলে প্রাণ যেন কেঁদে উঠে। আহা! সে মুখ যে একবার দেখে, সে কি আর ভুলতে পারে!

বিলা। বলিস্ কি লো? তিনি কি এমন সুন্দরী? কি আশ্চর্য্য! আয়, ভাই, আমরা এখানে বসি। তবে আমাকে রাজকুমারীর কথাটা ভাল করে বল দেখি, শুনি।

মদ। কেন? তাঁর কথা শুনে আর তোমার কি উপকার হবে, বল?

বিলা। কে জানে, ভাই? তোর মুখে তাঁর কথা শুনে আমার এমনি ইচ্ছা হচ্যে, যে উদয়পুরে গিয়ে তাঁকে একবার দেখে আসি।

মদ। যে, ভাই, কৃষ্ণকুমারীকে কখন দেখে নাই, বিধাতা তাকে বৃথা চক্ষুঃ দিয়েছেন! — সে যাক মেনে, এখন মহারাজ কদিন এখানে আসেন নাই, বল দেখি।

বিলা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ও কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করিস্? আজ তিন দিন।

মদ। বটে? তবে তিনি ধনদাসের ফিরে আসবার দিন অবধি আর এখানে আসেন নাই। বোধ করি, তিনি এ বিবাহের বিষয়ে বড় ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। তা হবেনই ত। তাঁর দূতকে আমি যে জুতো খাইয়ে এসেছি,—হা! হা! ধনদাস, ভাই, আর এ জন্মেও কারো ঘটকালি করবে না। হা! হা! হা!

বিলা। হা! হা! হা! বোধ হয় না।

মদ। দেখ, সখি, মহারাজ, বোধ করি, আজ এখানে আসবেন এখন। তা তুমি, ভাই, যদি তাঁকে আজ পায়ে না ধরিয়ে ছাড়, তবে আমি আর এ জন্মে তোমার সঙ্গে কথা কইবো না।

বিলা। ও মা, সে কি লো? ছি! ছি! তাও কি কখন হয়?

মদ। হবে না কেন? বুদ্ধি থাকলেই সব হয়? এই যে এসো না, তোমাকে, না হয়, মান-ভঙ্গের পালাটা অভিনয় করে দেখিয়ে দি। (উপবেশন) আমি যেন মানিনী নায়িকা, বসে আছি; তুমি নায়ক হয়ে এসে আমাকে সাধ। (বদনাবৃতকরণ।)

বিলা। হা! হা! হা! বেশ লো বেশ! তুই, ভাই, কত রঙ্গই জানিস্? তা আমি এখন কি করবো, বল?

গাত্রোত্থান করিয়া) কি আপদ্!
মদ। (গাত্রো মান করে বসো। আমি নায়ক
তুমিই না হয়,
হয়ে সাধি! উপবেশন করিয়া) আচ্ছা—এই
বিলা। (
আমি বসলেম! মান কর।
মদ। এখন কল্যেম। (বদনাবৃতকরণ।)
বিলা। এই সুন্দরি, তোমার বদনশশীকে
মদ। হে রাহুগ্রাসে দেখে আজ আমার
আভিমানরূপ
চিত্তচকোর— হা! হা!
বিলা। হা! ছি! ও কি? ঐ ত সব নষ্ট
মদ। ছি! সময়ে কি হাসতে হয়?
কল্যে।—এমন না, মহারাজ এই দিকে
বিলা। ঐ
আসচেন? ত। দেখো, ভাই, মহারাজ
মদ। তাই করে হেসে উঠ না। আমি এখন
এলে যেন এমন পর আজ ধনদাসের মাথা
যাই। এত দিনের হয়েছে।
খাবার যোগাড় [প্রস্থান।

জগৎসিংহের প্রবেশ

রাজা (স্বগত) আজ তিন দিন এখানে
রাজা। (স্বগ কেমন করেই বা আসবো?
আসি নাই। আর নিশ্বাস ত্যাগ করবার সাবকাশ
আমার কি আর দিনে প্রায় নব্বই হাজার সৈন্য
ছিল।—এ তিন একত্র হয়েছে। আর ধনকুল-
এসে এ নগরে দশ হাজার লোক সঙ্গে করে
সিংহও প্রায় আট, সহস্র বীর। দেখি, এখন মান-
আসচেন। শত সহ কেমন করে রক্ষা করে?
সিংহ আপন রাজ্য ত পুষ্প-ধনুঃ আর পঞ্চ শর
সে যাক। এ গৃহে কোন অস্ত্রের কথা নাই। এ
ব্যতীত অন্য কোন রণভূমি! তা কই,
ভগবান্ কন্দর্প কোথায়! (প্রকাশে) ওহে, বসন্ত
বিলাসবতী কোথা নীরবে থাকে? (অবলোকন
এলে কি কোকিল —কেন প্রিয়ে, তুমি এত
করিয়া) এই যে বসে রয়েছো কেন? এ কি—
বিরসবদন হয়ে বসে আসাতে তুমি কি আমার
এ কয়েক দিন না হয়েছ? (নিকটে উপবেশন।)
উপর বিরক্ত হয়েছ এখন এমন ভেবো না যে
দেখ, ভাই, তুমি কাছে আসি নাই।—কি
সাধ করে তোমার সঙ্গে কথা কইলে কি, ভাই,
আশ্চর্য্য! আমার যাবে? একটা কথাই কও? এ
তোমার জাত যাবে নিস্তব্ধ।—তা তুমি যদি ভাই,
কি? একবারে নিস্তব্ধ

আমার সঙ্গে একান্তই কথা না কবে, তবে বল, আমি ফিরে যাই। আমি শত সহস্র কর্ম্ম ফেলে রেখে তোমার এখানে এলেম, আর তুমি নীরব হয়ে বসে রইলে।

বিলা। যাও না কেন; আমি কি তোমাকে বারণ কচ্যি?

রাজা। কেন, ভাই, আমি কি অপরাধ করেছি, যে তুমি আমার উপর আজ এত দয়াহীন হলে?

বিলা। সে কি, মহারাজ? আপনি হচ্যেন রাজকুল-চূড়ামণি; তাতে আবার রাজা ভীম সিংহের জামাই হবেন;—আমি এক জন—

রাজা। তুমি, দেখছি, ভাই, আমার উপর যথার্থই রেগেছো।—ছি! ও কি? তুমি যে আবার নীরব হলে? দেখ, যে ব্যক্তি এত অনুগত, তার উপর কি এত রাগ করা উচিত? (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি) আহা! এমন সুমধুর ধ্বনি শুনলেও কি তোমার আর রাগ যায় না?

নেপথ্যে। গীত

[কাফীজংলা—যৎ]

মনে বুঝে দেখ না,
এ মান সহজে যাবে না,
তা কি জান না?
যে করে তোমারে যতন অতি,
চাতুরী তাহার প্রতি;
তার প্রতীকার, না হলে আর
কোন কথা কবে না!
যে দোষে তোমার মনোমোহিনী
হয়েছে অভিমানিনী,
সে দোষে এ বিধি, হে গুণনিধি,
পায়ে ধরে সাধ না!

রাজা। হা! হা! হা! সত্য বটে! দেখ, ভাই, তোমার সখীরা আমাকে বড় সৎপরামর্শ দিচ্যে। তা এসো, তোমার পায়েই ধরি! এখন তুমি আমার সব দোষ ক্ষমা কর। (পদধারণ।)

বিলা। (ব্যগ্রভাবে) করেন কি, মহারাজ? ছি! ছি! আমি কেবল আপনার সঙ্গে পরিহাস কচ্ছিলেম বৈ ত নয়। বলি দেখি, মহারাজ নারীর মান রাখেন কি না।

রাজা। আর, ভাই, পরিহাস! ভাগ্যে তোমার রোগের ঔষধ পেলেম, তাই রক্ষা।—যা হউক, এখন ত আমাদের আবার ভাব হলো?

বিলা। কেন, সখে, আমাদের ত ভাবের অভাব কখনই ছিল না!

মদনিকার পুনঃপ্রবেশ

রাজা। আরে এসো! দেখ, সখি, তোমাকে দেখলে আমার ভয় হয়।

মদ। ও মা!—সে কি, মহারাজ? আপনি কি কথা আজ্ঞা করেন?

রাজা। তুমি, সখি, মদন-কেতু। তুমি যে স্থানে বায়ু-চালনা কত্যে থাক, সেখানে কি আর রক্ষা থাকে। অনবরত কামদেবের রণভেরি বাজতে থাকে, প্রমাদ-প্রেমযুদ্ধ উপস্থিত হয়, আর পঞ্চশরের আঘাতে লোকের প্রাণ বাঁচান ভার হয়ে উঠে।

মদ। আপনার তার নিমিত্তে চিন্তা কি, মহারাজ? আপনি যদি মদনের শেলাঘাতে পড়েন, তার উচিত ঔষধ আপনার কাছেই ত রয়েছে? এমন বিশল্যকরণী থাকতে আপনার ভয় কি?

রাজা। হা! হা! সাবাশ্, সখি, ভাল কথা বলেছো। তুমি, ভাই, সরস্বতীর পিতামহী!—যা হউক, বড় তুষ্ট হলেম। এই নাও। (স্বর্ণহার প্রদান।)

মদ। (প্রণাম করিয়া) আমি মহারাজের এক জন ক্ষুদ্র দাসী মাত্র!

রাজা। বসো। (মদনিকার উপবেশন।) দেখ, সখি, তুমি ধনদাসের বিষয়ে আমাকে যে সকল কথা বলছিলে, সে কি সত্য?

মদ। মহারাজ, আপনি যদি এ দাসীর কথায় প্রত্যয় না করেন, আমার সখীকে বরং জিজ্ঞাসা করুন।

রাজা। ধনদাস যে পরম ধূর্ত্ত আর স্বার্থপর, তা আমি এখন বিলক্ষণ টের পেয়েছি; কিন্তু ওর যে এত দূর সাহস, এ, ভাই, আমার কখনই বিশ্বাস হয় না!

মদ। মহারাজ, স্বচক্ষে দেখলে, স্বকর্ণে শুনলে ত আপনার বিশ্বাস হবে?

রাজা। হাঁ! তা হবে না কেন? এর অপেক্ষা আর সাক্ষ্য কি আছে!

মদ। আজ্ঞা, তবে আমি এলেম বলে।

[প্রস্থান।

বিলা। নরনাথ, দুষ্ট ধনদাসই এ সব অনর্থের মূল।

রাজা। তার সন্দেহ কি? আমার এ বিবাহে কি প্রয়োজন ছিল? বিশেষতঃ (হস্ত ধরিয়া) বিশেষতঃ, তুমি থাকতে, ভাই, আমি কি আর কাকেও ভাল বাসতে পারি!

বিলা। ঐ তো, মহারাজ, এই সকল মধু-মাখা কথা কয়েই আপনারা কেবল আমাদের মনঃ চুরি করেন। (নিকটবর্ত্তিনী হইয়া) যথার্থ বলুন দেখি, মহারাজ, এ বিবাহে আপনার এখনও মন আছে কি না?

রাজা। রাম বল! এ বিবাহে আমার কি আবশ্যক? তবে কি না, ধনদাসের মন্ত্রণা শুনে আমার, ভাই, অহি-মূষিকের ব্যাপার হয়েছে, মানটা ত রক্ষা করা চাই। সেই জন্যেই এ সব উদ্যোগ—

মদনিকার পুনঃপ্রবেশ

মদ। মহারাজ, আপনি সত্বর এই দিকে একবার পদার্পণ কল্যে ভাল হয়। ধনদাস আসচে। (বিলাসবতীর প্রতি) ভাই, এখন মহারাজকে একবার প্রমাণটা দেখিয়ে দেও। (রাজার প্রতি) আসুন তবে, মহারাজ।

রাজা। (উঠিয়া) আচ্ছা, তবে চল। তুমি যেখানে যেতে বল, সেখানেই যাব। এমন মাজির হাতে নৌকা দেব তার ভয় কি? (উভয়ের অন্তরালে অবস্থিতি।)

বিলা। (স্বগত) ধনদাস ধূর্ত্তরাজ, কিন্তু মদনিকা আজ যে ফাঁদ পেতেছে, তা থেকে এ শৃগাল ভায়ার নিষ্কৃতি পাওয়া দুষ্কর।

ধনদাসের প্রবেশ

এসো, এসো, ধনদাস বসো। তবে, ভাই, ভাল আছ ত?

ধন। (বসিয়া) আর, ভাই, ভাল? কেমন করে ভাল থাকবো, বল? উদয়পুর থেকে ফিরে আসা অবধি, মহারাজ একবারও আমাকে রাজ-সম্মুখে ডাকেন নাই। আর কত লোকের মুখে যে কত কথা শুনি, তার আর কি বলবো? তবে তুমি যে আমাকে মনে রেখেছো, এই ভাল।

বিলা। গগন কি, ভাই, চিরকাল মেঘাবৃত থাকে?

ধন। না, তা ত থাকে না। তবে কি না তুমি যদি, ভাই, আমার এ মেঘাবৃত গগনের পূর্ণশশী হও, তা হলে আমাকে আর পায় কে?

মদ। (জনান্তিকে) মহারাজ, শুনছেন।

রাজা। (জনান্তিকে) চুপ—

ধন। (স্বগত) মদনিকা না হবে ত সহস্র বার আমাকে বলেচে, যে বিলাসবতী মনে মনে আমাকেই ভাল বাসে। আর এর ভাব ভঙ্গি দেখলে সে কথাটায় এক প্রকার বিলক্ষণ বিশ্বাসও হয়। (প্রকাশে) তুমি যে, ভাই চুপ করে রইলে? আমি যে তোমাকে কত ভালবাসি, তা কি তুমি জান না?

বিলা। (ব্রীড়া-সহকারে) তা ভাই, আমি কেমন করে জানবো?

ধন। সে কি, ভাই? তুমি কি এও জান না, যে ভেক সর্ব্বদা কমলিনীর সহিত সহবাস করে বটে, কিন্তু সে ফুল যে কি সুধারসের আকর, তা কেবল মধুকরই জানে। তুমি যে কি পদার্থ, তা কি গাড়ল রাজাগুলোর কর্ম্ম বোঝা? হা! হা! হা! হা!

রাজা। (জনান্তিকে) শুনলে? শুনলে বেটার স্পর্দ্ধার কথা? ইচ্ছা হয় যে এ নরাধমের মাথাটা এই মুহূর্ত্তেই কেটে ফেলি। (অসি নিষ্কোষ করণে উদ্যত।)

মদ। (জনান্তিকে) ও কি মহারাজ? আপনি করেন কি? (হস্ত ধারণ।)

ধন। দেখ, বিলাসবতি,—

বিলা। কি বল, ভাই?

ধন। আমি ভাই, তোমার নিতান্ত চিহ্নিত দাস, আর আমি এ রাজসংসারে কর্ম্ম করে যা কিছু সংগ্রহ করেছি, সে সকলই তোমার। (স্বগত) এ মাগীর কাছে রাজদত্ত যে সকল বহুমূল্য রত্ন আছে, তার কাছে সে কোথায় লাগে? তা একে একবার হাত করবার উপায় কি? এ দেশ থেকে একে একবার নে যেতে পাল্যে হয়। (প্রকাশে) তুমি যে, ভাই, চুপ করে রইলে?

বিলা। আমি আর কি বলবো?

ধন। দেখ, কাল সকালে তো রাজা সৈন্য লয়ে মরুদেশ আক্রমণ কত্যে যাত্রা করবে। তা

সে শস্ত্রবিদ্যায় যত নিপুণ, তা কারই অগোচর নাই! রণভূমি দেখে মূর্চ্ছা না গেলে বাঁচি। হা! হা! হা! তা আমি বেশ জানি, এমন ভীত মানুষ তো আর দুটি নাই।

রাজা। (জনান্তিকে) কি! বেটা এত বড় কথা আমাকে বলে? (মারিতে উদ্যত।)

মদ। (ধরিয়া জনান্তিকে) করেন কি, মহারাজ? একটু শান্ত হউন, আরো কি বলে, শুনুন না।

ধন। আমার বিলক্ষণ বোধ হচ্যে, যে হয় এ যুদ্ধে মারা যাবে, নয় মুখে চূণকালি নিয়ে দেশে ফিরে আসবে!—

রাজা। (জনান্তিকে) ভাল, দেখি, কার মুখে চূণকালি পড়ে। কৃতঘ্ন! পামর!

ধন। তা তুমি যদি, ভাই, বল, তবে আমি সব প্রস্তুত করি। চল, আমরা কাল দুজনে এ দেশ থেকে চলে যাই। ও অধম কাপুরুষের কাছে থাকলে তোমার আর কি উপকার হবে? বালির বাঁধের ভরসা কি বল?

রাজা। (অগ্রসর হইয়া সরোষে ধনদাসের গলদেশ আক্রমণ করিয়া) রে দুরাচার নরাধম দাসীপুত্র! এই কি তোর কৃতজ্ঞতা! তুই যে দেখচি, চির-উপকারী জনের গলায় ছুরি দিতে পারিস্।

ধন। (সভয়ে) কি সর্ব্বনাশ! ইনি যে এখানে ছিলেন, তা ত আমি স্বপ্নেও জানতেম না। কি হবে? কোথায় যাব? এই বারে গেলেম, আর কি? এই দুশ্চারিণী মাগীই আমাকে মজালে।

রাজা। তোর মুখে যে আর কথাটি নাই? তুই যে কেমন লোক, তা আমি এত দিনের পর টের পেলেম। তোর অসাধ্য কর্ম্ম নাই। তা বসুমতী এমন দুরাচার পাষণ্ডের ভার আর সহ্য করবেন না! (অসি নিষ্কোষ।)

বিলা। (সসম্ভ্রমে রাজার হস্ত ধরিয়া) মহারাজ, করেন কি? ক্ষমা দেন। এ ক্ষুদ্র প্রাণীর শোণিতে আপনার অসি কলঙ্কিত হবে মাত্র। সিংহ কখন শৃগালকে আক্রমণ করে না। তা মহারাজ, আমাকে এর প্রাণটি ভিক্ষা দেন।

রাজা। প্রিয়ে, তোমার কথার অন্যথা কত্যে পারি না। আচ্ছা! প্রাণদণ্ড করবো না। (অসি কোষস্থ করিয়া) কিন্তু যাতে আমাকে ওর মুখাবলোকন কত্যে না হয়, এমন দণ্ড বিধান করা আবশ্যক।—রক্ষক!—

নেপথ্যে। মহারাজ?

রক্ষকের প্রবেশ

রাজা। দেখ, এ দুরাচারকে নগরপালের নিকটে এই মুহূর্ত্তে লয়ে যা। আর তাকে বল্‌গে, যে এর মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে, গালে চূণকালি দিয়ে, একে দেশান্তর করে দেয়। আর এর যা কিছু সম্পত্তি আছে সব দরিদ্র ব্রাহ্মণ-দিগকে বিতরণ করে।

রক্ষ। যে আজ্ঞা, ধর্ম্মাবতার! (ধনদাসের প্রতি) চল—

ধন। (করযোড়ে সজল নয়নে) মহারাজ—

রাজা। চুপ্, বেহায়া। আর আমি তোর কোন কথা শুনতে চাইনে। নে যা একে! ওর মুখ দেখলে পাপ হয়।

রক্ষ। চল।

[ধনদাসকে লইয়া রক্ষকের প্রস্থান

মদ। (অগ্রসর হইয়া) আহা! প্রাণটা বেঁচেছে যে, এই রক্ষা! এখনই ভায়ার লীলা সম্বরণ হয়েছিল আর কি। হা! হা! যা হউক, ইঁদুর ভায়া সমস্ত রাত্রি চুরি করে করে খেয়ে, শেষ রাত্রে ফাঁদে পড়েছেন। হা! হা! হা!

বিলা। এ সব, ভাই, তোরই কৌশলে ঘটলো। যা হউক, মহারাজ যে ওর প্রাণটি দিলেন, এই পরম লাভ। তবে কি না, মহারাজের চোক্ দুটি যে এত দিনে খুল্‌লো, এও আহ্লাদের বিষয়।

রাজা। এ দুরাচার আমাকে যে সব কুপথে ফিরিয়েছে, তা মনে হলে লজ্জা হয়! কিন্তু কি করি, কেবল তোমার অনুরোধে ওটাকে অল্প দণ্ড দিয়ে ছেড়ে দিতে হলো।

নেপথ্যে। (রণবাদ্য) (মহারাজের জয় হউক) (রাজকুমারের জয় হউক)।

রাজা। (সচকিতে) বোধ হয়, কুমার ধন-কুলসিংহ এসে উপস্থিত হলেন। প্রিয়ে, এখন আমাকে বিদায় দিতে হবে। আমাকে এখন যেতে হলো।

বিলা। সে কি, মহারাজ? এত শীঘ্র? তবে আবার কখন দেখা হবে, বলুন?

রাজা। তা ভাই, কেমন করে বলবো? আমি কাল প্রাতেই যুদ্ধে যাত্রা করবো। যদি বেঁচে থাকি, তবে আবার দেখা হবে, নচেৎ এ জন্মের মত এই

সাক্ষাৎ হলো। (হস্ত ধরিয়া) দেখ, ভাই, যদি আমি মরেই যাই, তা হলে আমাকে নিতান্ত ভুল না, একবার মনে করো, আর অধিক কি বলবো।

বিলা। (নিরুত্তরে রোদন।)

মদ। (সজল নয়নে) বালাই, মহারাজ, এমন কথা কি মুখে আনতে আছে!

রাজা। সখি, এ বড় সামান্য ব্যাপার ত নয়। পৃথিবীর ক্ষত্রিয়-কুল এ রণক্ষেত্রে একত্র হবে। সে যা হউক। এখন এসো, বিলাসবতি, আমাকে হাস্যমুখে বিদায় দাও এসে।

মদ। এসো, সখি, মহারাজের সঙ্গে দ্বার পর্য্যন্ত যাই। আর কাঁদলে কি হবে, ভাই? এখন পরমেশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা কর, যে মহারাজ যেন ভালয় ভালয় স্বরাজ্যে ফিরে এসেন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

জয়পুর, নগরপ্রান্তে রাজপথ-সম্মুখে দেবালয়
দেবালয়ের গবাক্ষদ্বারে বিলাসবতী ও মদনিকা

মদ। আর কেন, সখি? চল, এখন বাড়ী গিয়ে স্নানাদি করা যাক্‌গে, বেলা প্রায় দুই প্রহর হলো। বিশেষ দেবদর্শনের ছলে এখানে এসেছি, আর এখানে থাক্‌লে লোকে বলবে কি?

নেপথ্যে। (রণবাদ্য।)

বিলা। ঐ শোন্ লো, শোন্। মহারাজ বুঝি আবার ফিরে আসচেন।

মদ। তোমার এমনি ইচ্ছাটাই বটে। ভাল করে চেয়ে দেখ দেখি, কে আসচে?

বিলা। সখি, আমি চক্ষের জলে একবারে যেন অন্ধ হয়ে পড়েছি। তা কৈ। আমি ত কাকেও দেখতে পাচ্চি না।

মদ। এখন, ভাই, কাঁদলে আর কি হবে? ঐ দেখ, মন্ত্রী মহাশয় আসচেন।

নীচে মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন কত্যে পারে? হায়, একটা তুচ্ছ অগ্নিকণা এ ঘোরতর দাবানল হয়ে জ্বলে উঠলো! আহা, এতে যে কত সুন্দর তরু আর কত পশু পক্ষী পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে, তার কি আর সংখ্যা আছে। (দীর্ঘ নিশ্বাস) এখন আর আক্ষেপ করা বৃথা! এ জলস্রোতঃ যখন পর্ব্বত থেকে বেরিয়েছে, তখন এর গতি রোধ করা কার সাধ্য? (নেপথ্যাভিমুখে) এ কি? অর্জ্জুনসিংহ, তোমার দল যে এখনও এখানে রয়েছে?

নেপথ্যে। আজ্ঞা, এই আমরা চললেম আর কি।

মন্ত্রী। কি সর্ব্বনাশ! তোমার কি কিছুমাত্র ভয় নাই? এ কি? এ সব ময়দার গাড়ী এখনও পড়ে রয়েছে?

নেপথ্যে। মহাশয়, গরু পাওয়া ভার।

মন্ত্রী। (কর্ণ দিয়া) অ্যাঁ—কি বললে? গরু পাওয়া ভার! কি সর্ব্বনাশ! তোমরা তবে কি কত্যে আছ?

নেপথ্যে। উঠ হে, উঠ, শীঘ্র করে গাড়ী গুলন যুতে ফেল।

ঐ। আজ্ঞা, এই হলো আর কি?

ঐ। ও হে বাদ্যকরেরা, তোমরা ঘুমুতে লাগলে না কি? বাজাও! বাজাও।

ঐ। মহাশয়, আশীর্ব্বাদ করুন, এই আমরা চললেম। বাজাও হে, বাজাও।

ঐ। (রণবাদ্য) মহারাজের জয় হউক।

মন্ত্রী। (স্বগত) দেখিগে, আর কোন্ দল কোথায় কি কচ্যে? আঃ, এ সব কি একজন হতে হয়ে উঠে? ভগবান্ সহস্রলোচন পারেন কি না, সন্দেহ; আমার ত দুই চক্ষুঃ বৈ নয়।

[প্রস্থান।

বিলা। মদনিকে, চল, ভাই, আমরা ওই ময়দার গাড়ীর পেছনে পেছনে মহারাজের নিকট যাই।

মদ। তুমি, সখি, পাগল হলে না কি? চল বরং বাড়ী যাই। দেখ, বেলা প্রায় দুই প্রহরের অধিক হলো। এখন, রাজহংসীরা সরোবরে ভেসে গা শীতল কচ্যে। তা আমাদের আর এখানে থাকা উচিত হয় না।

বিলা। আমার কি আর, ভাই, ঘরে ফিরে যেতে মনঃ আছে?

মদ। হা! হা! হা! তুমি, ভাই কৃষ্ণযাত্রা আরম্ভ কল্যে নাকি? হা! হা! হা! সখি, কৃষ্ণ বিনে এ পোড়া প্রাণ আর বাঁচে না। হা! হা!

হা! ওহে রাধে! এ যমুনা-পুলিনে বসে একলা কাঁদলে আর কি হবে? তোমার বংশীবদন যে এখন মধুপুরে কুব্জা সুন্দরীকে লয়ে কেলি কচ্যেন। হা! হা! হা!

বিলা। ছি; যাও মেনে, ভাই! ও সব তামাসা এখন আর ভাল লাগে না।

মদ। এ কি? ধনদাস না?

নীচে দরিদ্রবেশে ধনদাসের প্রবেশ

ধন। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া স্বগত) হে বিধাতঃ, তোমার মনে কি এই ছিল! আমি এত কাল রাজসংসারে থেকে নানাবিধ সুখ, ভোগ করে, অবশেষে অন্নাভাবে ক্ষুধাতুর কুক্কুরের ন্যায় আমাকে কি দ্বারে দ্বারে ফিরতে হলো? তা তোমারই বা দোষ কি? আমারই কর্ম্মের দোষ। পাপকর্ম্মের প্রতিফল এইরূপেই ত হয়ে থাকে। হায়! হায়! লোভমদে মত্ত হলে লোকের কি আর জ্ঞান থাকে? তা না হলে রঘুপতি কি সীতাকে ফেলে সুবর্ণ-মৃগের অনুসরণ কত্যেন?[২৭] এই লোভমদে মত্ত হয়ে আমি যে কত কুকর্ম্ম করেছি, তার সংখ্যা নাই। (রোদন) প্রভু, আমার অশ্রুজল দিয়া তুমি আমার পাপপঙ্কে মলিন আত্মাকে ধৌত কর! (রোদন)। হায়! হায়! আমার যদি এ জ্ঞান পূর্ব্বে হতো, তবে কি আর আমার এ দুর্দ্দশা ঘটতো।

মদ। আহা! সখি, শুনলে ত? দেখ সখি ধনদাসের দশা দেখে আমার যে কি পর্য্যন্ত দুঃখ হচ্যে, তা আর কি বলবো? তুমি, ভাই, এখানে একটু থাক, আমি গিয়ে ওর সঙ্গে গোটা দুই কথা কয়ে আসি।

[প্রস্থান।

ধন। (স্বগত) ধনসঞ্চয়ের নিমিত্তে লোকে কি না করে? কিন্তু সে ধন কারো সঙ্গে যায় না। হায়, এ কথাটি যে লোকে কেন না বোঝে, এই আশ্চর্য্য। এই যে আমি এত করে একগাছি রত্নমালা গেঁথেছিলাম, সে গাছি এখন কোথায় গেলো? কে ভোগ করবে? হাঃ।

মদনিকার প্রবেশ

মদ। ধনদাস যে।

ধন। অ্যাঁ—কেন—কে ও? মদনিকা? (স্বগত) আরো কি যন্ত্রণা বাকি আছে? (প্রকাশে) দেখ, ভাই, আমি যত দূর দণ্ড পেতে হয়, তা পেয়েছি, তা তুমি আবার—

মদ। না, না, তোমার ভয় নাই। আমি তোমার আর কোন মন্দ করবো না। তোমার দুঃখে আমি যে কি পর্য্যন্ত দুঃখী হয়েছি, তা তোমাকে আর কি বলবো? ধনদাস, আমি ভাই, সতী স্ত্রী নই বটে, কিন্তু আমার ত নারীর প্রাণ বটে—হাজার হউক, পরের দুঃখ দেখলে আমার মনে বেদনা হয়। তা ভাই, যা হবার হয়েছে, এখন এই নাও, আমি তোমাকে এই অঙ্গুরীটি দিলেম।

ধন। (সচকিতে) আঃ, এ অঙ্গুরীটি, ভাই, তুমি কোথা পেলে?

মদ। কেন? তুমিই যে আমাকে দিয়েছিলে। এখন ভুলে গেলে না কি? উদয়পুরের মদনমোহনকে তোমার মনে পড়ে কি? (ঈষৎ হাস্য।)

ধন। অ্যাঁ—কাকে বললে, ভাই?

মদ। মদনমোহনকে—যে তোমাকে মদনিকাকে দেখাতে চেয়েছিল। আজ তা হলো ত? এই দেখ—আমিই সেই মদনিকা!

ধন। তুমি কি তবে উদয়পুরে গিয়েছিলে?

মদ। আর কেমন করে বলবো? আমি না হলে এ সকল ঘটনা ঘটায় কে? ধনদাস, তুমি ভেবেছিলে, যে তোমার চেয়ে ধূর্ত্ত আর নাই, কিন্তু এখন টের পেলে ত, যে সকলেরই উপর উপর আছে? ভেবে দেখ দেখি, ভাই, তুমি কত বড় দুষ্ট ছিলে! সে যা হউক, ঢের হয়েছে। এখন যদি তোমার সে দুষ্ট বুদ্ধি গিয়ে থাকে তবে আমার সঙ্গে এসো। দেখি, আমি যাকে ভেঙেচি, তাকে আবার গড়তে পারি কি না।

ধন। তোমার কথা শুনে ভাই, আমি অবাক্ হয়েচি! তুমিই তবে সেই মদনমোহন? কি আশ্চর্য্য!—আমি কি কিছুমাত্র চিনতে পারি নাই?

মদ। এসো, তুমি আমার সঙ্গে এসো। ঐ দেখ, বিলাসবতী উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর কাছে ভাই আর পিরীতের কথার নামও করো না। আর দেখ, এ জন্মে কাকেও

২৭. রামায়ণের সীতাহরণ প্রসঙ্গ।

মেয়েমানুষ বলে অবহেলা করো না। তার ফল ত দেখলে? কি বল? হা! হা! হা! (বিলাসবতীর প্রতি) এসো, সখি, তুমি একবার নেবে এসো। আমার ভারি খিদে পেয়েছে। চল হে, ধনদাস, চল।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি চতুর্থাঙ্ক

পঞ্চমাঙ্ক
প্রথম গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর, রাজগৃহ

রাজা ভীমসিংহ এবং মন্ত্রীর প্রবেশ

রাজা। কি সর্ব্বনাশ! তার পর?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, রাজা মানসিংহ অসি স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে হয় তিনি সুকুমারী রাজকুমারী কৃষ্ণাকে বিবাহ করবেন, নয় উদয়পুরকে ভস্মসাৎ করে মহারাজের রাজ্য ছারখার করবেন। রাজা জগৎসিংহেরও এইরূপ পণ।

রাজা। (ক্ষোভ ও বিরক্তির সহিত) বটে? এ কলিকালে লোকে একেই কি বীরত্ব বলে থাকে? (ললাটে করপ্রহার করিয়া) হায়! হায়! মৃতদেহে কে না খড়্গ প্রহার কত্যে পারে? আমার যদি এমন অবস্থা না হতো, তা হলে কি আর এঁরা এত দর্প কত্যে পারতেন? দেখ, আমার ধনাগার অর্থশূন্য ; সৈন্য বীরশূন্য, সুতরাং আমি অভিমন্যুর মতন এ সপ্ত রথীর মধ্যে যেন নিরস্ত্র হয়ে রয়েছি ; তা আমার সর্ব্বনাশ করা কিছু বিচিত্র কথা নয়।—হে বিধাতঃ, এ অপমান আমাকে আর কত দিন সহ্য কত্যে হবে? শমন আমাকে কত দিনে গ্রাস করবেন?

মন্ত্রী। মহারাজ, আপনি এত চঞ্চল হলে—

রাজা। (সরোষে) বল কি, সত্যদাস? এ সকল কথা শুনে স্থির হয়ে থাকা যায়? মরুদেশের অধিপতি কে, যে তিনি আমাকে শাসান? আর রাজা জগৎসিংহও যে এখন আত্মবিস্মৃত হলেন, এও বড় আশ্চর্য্য! (পরিক্রমণ।)

মন্ত্রী। (স্বগত) হায়! হায়! এ কি রাগের সময়? আমাদের এখন যে অবস্থা, তাতে কি এ প্রবল বৈরীদলকে কটূক্তিতে বিরক্ত করা উচিত? (দীর্ঘনিশ্বাস) হা বিধাতঃ, কুমারী কৃষ্ণাকে লয়ে যে এত বিভ্রাট ঘটবে, এ স্বপ্নেরও অগোচর।

রাজা। (উপবেশন করিয়া) সত্যদাস, বসো।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা, মহারাজ। (উপবেশন।)

রাজা। এখন এতে কি কর্ত্তব্য, তা বল দেখি? আমি ত কোন দিকেই এ বিপদ্‌সাগরের কূল দেখতে পাচ্চি না। (দীর্ঘনিশ্বাস) মন্ত্রি, এ রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়া অবধি আমি কত যে সুখভোগ করেছি, তা ত তুমি বিলক্ষণ জান। তা বিধাতা কি অপরাধ দেখে আমার প্রতি এত প্রতিকূল হলেন, বল দেখি! এমন যে মণিময় রাজকিরীট, এও আমার শিরে যেন অগ্নিময় হলো! হায়! শমন কি আমাকে বিস্মৃত হলেন! এ কৃষ্ণা আমার গৃহে কেন জন্মেছিল? হায়!

মন্ত্রী। নরনাথ, এ সূর্য্যবংশীয় রাজারা পূর্ব্বকালে আপন কূল মান রক্ষার্থে যা যা কীর্ত্তি করে গেছেন, তা কি আপনার কিছুই মনে হয় না?

রাজা। সত্যদাস, তুমি ও সকল কথা আমাকে এখন আর কেন স্মরণ করিয়ে দাও? আলোক থেকে অন্ধকারে এসে পড়লে, সে অন্ধকার যেন দ্বিগুণ বোধ হয়, ও সব পূর্ব্বকথা মনে হলে কি আমার আর এক দণ্ডও বাঁচতে ইচ্ছা করে—

মন্ত্রী। মহারাজ—

রাজা। হায়, এ শৈলরাজের বংশে আমার মতন কাপুরুষ আর কে কবে জন্মগ্রহণ করেছে? ব্যাধের ভয়ে শৃগাল গহ্বরে প্রবেশ করে ; কিন্তু সিংহের কি সে রীতি?

বলেন্দ্রসিংহের প্রবেশ

এসো, ভাই, বসো। তুমি এ সকল সংবাদ শুনেছ ত?

বলে। (উপবেশন করিয়া) আজ্ঞে, হ্যাঁ মন্ত্রীর নিকট সকলই অবগত হয়েছি। আর আমিও যে কয়েক জন দূত পাঠিয়েছিলাম, তাদের মধ্যে তিন জন ফিরে এসেছে। যবনপতি আমীর আর মহারাষ্ট্রপতি মাধবজী, উভয়েই রাজা মানসিংহের পক্ষ হয়েছেন।

রাজা। সে কি? আমীর না ধনকুল-সিংহের দলে ছিলেন?

বলে। আজ্ঞা, ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রবঞ্চনায় ধনকুলসিংহের প্রাণ নাশ করে, এখন আবার রাজা মানসিংহের সহায় হয়েছেন।

রাজা। আঁ! বল কি? আহা হা! আমি দেখছি, বিশ্বাসঘাতকতা এ যবনকুলের কুলব্রত!

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তার আর সন্দেহ নাই; ভারতবর্ষে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাচ্যে।

রাজা। জয়পুর থেকে, ভাই, কি সংবাদ এসেছে, বল দেখি শুনি।

বলে। আজ্ঞা, রাজা জগৎসিংহও প্রাণপণে যুদ্ধের আয়োজন কচ্যেন। আর অনেক অনেক রাজবীরও তাঁর সহায় হয়েছেন।

মন্ত্রী। হায়! হায়! এ সমরের কথা শুনলে যে কত দিক্ থেকে কত লোক গর্জ্জে উঠবে, তার সংখ্যা নাই। ঝড় আরম্ভ হলে সাগরের তরঙ্গসমূহ কখনই শান্তভাবে থাকে না।

রাজা। না, তা ত থাকেই না। তবে এখন এতে কি কর্ত্তব্য? তুমি কি বল, বলেন্দ্র?

বলে। আজ্ঞা, আর কি বলবো? মহারাজের কিম্বা স্বদেশের হিতসাধনে, যদি আমার প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে হয়, তাতেও আমি প্রস্তুত আছি। তবে কি না, এ বিপদ্ হতে নিষ্কৃতি পাওয়া মনুষ্যের অসাধ্য। যা হোক, যে পর্য্যন্ত আমার কায় প্রাণে বিচ্ছেদ না হয়, আমি যত্নে কখনই বিরত হবো না। এখন দেবতারা—

রাজা। ভাই, এখন কি আর সে কাল আছে, যে দেবতারা মানবজাতির দুঃখে দুঃখী হবেন। দুরন্ত কলির প্রতাপে অমরকুলও অন্তর্হিত হয়েছেন। তবে এখনও যে চন্দ্র সূর্য্যের উদয় হয়ে থাকে, সে কেবল বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধি বলে।

বলে। যদি আপনি আজ্ঞা করেন, তা হলে, না হয় একবার দেখি, বিধাতা আমাদের অদৃষ্টে কি লিখেছেন।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস) তা, ভাই, আর দেখতে হবে কেন? বুঝেই দেখ না, যদি কোন ব্যক্তি বিধাতা আমার কপালে কি লিখেছেন দেখি, এই বলে কোন উচ্চ পর্ব্বত থেকে লাফ দেয়; কিম্বা জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করে, তা হলে বিধাতা যে তার কপালে কি লিখেছেন, তা তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পায়।

বলে। আজ্ঞা, তা যথার্থ বটে। তবু,—

মন্ত্রী। (বলেন্দ্রর প্রতি) আপনি একবার এই পত্রখানি পড়ে দেখুন দেখি। (পত্রপ্রদান।)

রাজা। ও কি পত্র, মন্ত্রি?

মন্ত্রী। মহারাজ, এ পত্রখানি আমি গত রাত্রে পাই। কিন্তু এ যে কে কোথ্থেকে লিখেছে, আর কে দিয়ে গেছে, তার আমি কোন সন্ধানই পাচ্চি না।

বলে। কি সর্ব্বনাশ! রাম, রাম, রাম, রাম!—এমন কথা কি মুখে আনতে আছে!

রাজা। কেন, ভাই, বৃত্তান্তটা কি, বল দেখি, শুনি?

বলে। আজ্ঞা, এ কথা আমি মুখে উচ্চারণ কত্যে পারি না, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, পড়ে দেখুন। এ কথা আপনার কর্ণগোচর করা আমার সাধ্য নয়। (রাজাকে পত্র-প্রদান।)

মন্ত্রী। কথাটা অত্যন্ত ভয়ানক বটে, কিন্তু—

বলে। রাম! রাম! আর ও কথায় প্রয়োজন কি? রাম, রাম! এও কি কথা! ছি, ছি, ছি!

মন্ত্রী। (জনান্তিকে) তা—বলি—বলি এ উপায় ভিন্ন আর যদি অন্য কোন উপায় থাকে, তা বরং আপনি বিবেচনা করে দেখুন—

বলে। আমি বিলক্ষণ বিবেচনা করেছি। মহাশয়, এ কি মনুষ্যের কর্ম্ম?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, কুল মান রক্ষা মানবজাতির প্রধান কর্ম্ম। বিশেষতঃ ক্ষত্রকুলের যে কি রীতি, তা ত আপনি জানেন।

রাজা। (ক্ষণৈক নিস্তব্ধ থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক) মন্ত্রি,—

মন্ত্রী। মহারাজ!

রাজা। এ পত্রখানি তোমাকে কে লিখেছে হে?

মন্ত্রী। মহারাজ, তা আমি বলতে পারি না।

রাজা। দেখ, মন্ত্রি, এ চিকিৎসক অতি কটু ঔষধের ব্যবস্থা দেয় বটে কিন্তু এ

দেখচি, রোগ নিরাকরণ কত্যে সুনিপুণ। (দীর্ঘনিশ্বাস এবং নীরবে অবস্থান।)

মন্ত্রী। আজ্ঞা, হাঁ! আর বোধ হয়, এ রোগের এই ভিন্ন আর কোন ঔষধ নাই।

রাজা। বলেন্দ্র,—

বলে। আজ্ঞা—

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস) ভাই, কি হবে?

বলে। আজ্ঞা, এ পত্রখানি আমাকে দেন, আমি ছিঁড়ে ফেলি। এ যে শত্রুর লিপি, তার কোন সন্দেহ নাই। কি সর্ব্বনাশ!

রাজা। তুমি কি বল, সত্যদাস?

মন্ত্রী। মহারাজ, বিপদ্‌কাল উপস্থিত হলে, লোকে রক্ষা হেতু আপন বক্ষঃ বিদীর্ণ করেও দেবপূজায় রক্তদান করে থাকে।

রাজা। সত্যদাস, তা যথার্থ বটে। কিন্তু বক্ষঃ বিদীর্ণ করে রক্ত দেওয়াতে আর এ কর্ম্মেতে অনেক পৃথক্।

মন্ত্রী। আজ্ঞা তা বটে। সে যাতনা অপেক্ষা এ যাতনা অধিকতর, কিন্তু বিবেচনা করে দেখুন, এ সময়ে সর্ব্বনাশ হবার সম্ভাবনা; তা সর্ব্বনাশ অপেক্ষা—

রাজা। সত্যদাস, এ কথাটা মনে হলে সর্ব্বশরীর লোমাঞ্চিত হয়, আর চতুর্দ্দিক্ যেন অন্ধকার দেখি। আঃ, কি হলো! হা পরমেশ্বর! —না, না, না,—এও কি হয়?—

মন্ত্রী। মহারাজ, মনে করে দেখুন। কত শত রাজসতী এই বংশের মানরক্ষার্থে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করে দেহ ত্যাগ করেছেন; বিশেষতঃ যিনি নরপতি, তিনি প্রজাগণের পিতাস্বরূপ, তা এক জনের মায়ায় কি শত সহস্র জনকে ধনে প্রাণে নষ্ট করা উচিত?

রাজা। হাঁ, তা বটে। কিন্তু তা বলে আমি কি এই অদ্ভুত নিষ্ঠুর ব্যাপারে সম্মত হতে পারি? আর রাজমহিষী এ কথা শুনলেই বা কি বলবেন? আমাদের পুরুষকুলে জন্ম; সুতরাং আমরা অনেক সহ্য কত্যে পারি; কিন্তু—

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তিনি এ কথা কেমন করে টের পাবেন?

রাজা। সত্যদাস, এ কথা কি গোপনে থাকবে?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তা না থাকতে পারে। তবে কি না, এটা একবার চুকে গেলে আর ততো ভাবনা নাই। কারণ, যে বিধাতা হতে শোকের সৃষ্টি হয়েছে, তিনিই আবার সেই শোককে অল্পজীবী করেছেন। অতএব শোক কিছু চিরস্থায়ী নয়।

রাজা। (চিন্তা করিয়া) আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।—না,—তাতেই বা কি হবে? কেবল আত্মহত্যার পাপ গ্রহণ করা। বিশেষতঃ, আপন রাজ্যের ও পরিবারের সমূহ বিপদ্ জেনে মরাও কাপুরুষতা। না, না,—কৃষ্ণা থাকতে এ বিবাদ যে মেটে, এমন ত কোন মতেই বোধ হয় না। আর এ বিবাদ ভঞ্জন না হলেও সর্ব্বনাশ। উঃ—না, না, (গাত্রোত্থান) তা বলে কি আমি এ কর্ম্মে সম্মত হতে পারি? সত্যদাস, এমন কর্ম্ম চণ্ডালেও কত্যে পারে না। আর চণ্ডাল ত মনুষ্য, এমন কর্ম্ম পশু পক্ষীরাও কত্যে বিমুখ হয়। দেখ, যে সকল জন্তুরা মাংসাশী, তারাও আবার আপন শাবকগণকে প্রাণপণ যত্নে প্রতিপালন করে।

মন্ত্রী। আজ্ঞা, মহারাজ, এ তর্কবিতর্কের বিষয় নয়। আপনি কি বলেন, বীরবর?

বলে। আমি এতে আর কি বলবো?

রাজা। বলেন্দ্র, আমি কি, ভাই, ইচ্ছা করে আমার স্নেহপুত্তলিকা কৃষ্ণার প্রাণনাশ কত্যে সম্মত হতে পারি? যে এ পত্র লিখেছে, বোধ হয়, অপত্যস্নেহ যে কার নাম, সে তা কখনই জানে না। ভাই, এ কথাটা মনে হলে প্রাণ যে কেমন করে উঠে, তার আর কি বলবো? উঃ —(বক্ষঃস্থলে হস্তপ্রদান) হে বিধাতঃ, আমার অদৃষ্টে কি এই লিখেছিলে? আহা! এমন সরলা বালা!—আমার প্রাণপ্রতিমা নিরপরাধে—আহা! ও মা কৃষ্ণা—আঃ—(মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি।)

মন্ত্রী। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!

বলে। হায়, এ কি হলো?—কি হবে? এখানে কে আছে রে?

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। কি সর্ব্বনাশ! এ কি?—মহারাজ! —এ কি?

মন্ত্রী। বীরবর, এ দেখছি, বিষম বিপদ্ উপস্থিত। তা আসুন, আমরা মহারাজকে

এখান থেকে নিয়ে যাই। রামপ্রসাদ, তুই শীঘ্র গিয়ে রাজবৈদ্যকে ডেকে আনগে যা।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। আপনি মহারাজকে ধরুন।

[রাজাকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর, একলিঙ্গের মন্দির-সম্মুখে

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। (স্বগত) উঃ, কি অন্ধকার! আকাশে একটিও তারা দেখা যায় না। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) কি ভয়ানক স্থান। এখানে যে কত ভূত, কত প্রেত, কত পিশাচ থাকে, তার কি সংখ্যা আছে। মহারাজ যে এমন সময়ে এ দেউলে কেন এলেন, তা ত কিছুই বুঝতে পাচ্যি না। (সচকিতে) ও বাবা! ও কি ও? তবে ভাল!—একটা পেঁচা! আমার প্রাণটা একবারে উড়ে গেছলো! শুনেছি, পেঁচাগুলো ভূতুড়ে পাখী। তা হতে পারে। ও মধুর স্বর ভূতের কানে বই আর কার কানে ভাল লাগবে। দূর! দূর! (পরিক্রমণ) কি আশ্চর্য্য! আজ ক দিন হলো, মহারাজ অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। আহার, নিদ্রা, রাজকর্ম্ম, সকলই একবারে পরিত্যাগ করেছেন, আর সর্ব্বদাই "হে বিধাতঃ, আমার কপালে কি এই ছিল! হা! বৎসে কৃষ্ণা, যে তোমার রক্ষক, তাকেই কি আবার গ্রহদোষে তোমার ভক্ষক হতে হলো!" কেবল এই সকল কথাই ওঁর মুখে শুনতে পাই। (নেপথ্যে পদশব্দ—সচকিতে) ও আবার কি? লম্বা যেন তালগাছ! ও বাবা! কি সর্বনাশ! এ কি নন্দী না ভৃঙ্গী, না বীরভদ্র? বুঝি বীরভদ্রই হবে! তা না হলে এমন দীর্ঘ আকার আর কার আছে! উঃ! ও বাবা! এই দিকেই যে আসচে।

রক্ষকের প্রবেশ

কে ও? ও! রঘুবরসিংহ! আঃ! বাঁচলেম। আমি, ভাই, তোমাকে বীরভদ্র ভেবে পলাতে উদ্যত হয়েছিলাম। তা তুমিও প্রায় বীরভদ্র বট!

রক্ষ। চুপ কর হে। এত চেঁচিয়ে কথা কইও না।

ভৃত্য। কেন? কেন? কি হয়েছে?

রক্ষ। মহারাজ, বোধ হয়, অত্যন্ত সঙ্কটে পড়েছেন; বাঁচেন কি না, সন্দেহ।

ভৃত্য। বল কি, রঘুবরসিংহ?

রক্ষ। মহারাজ থেকে থেকে কেবল মূর্চ্ছা যাচ্যেন। ভগবান্ শম্ভুদাস আর তাঁর প্রধান প্রধান চেলারা অনেক ঔষধপত্র দিচ্যেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়ে উঠচে না। আহাঃ, মহারাজের দুঃখ দেখলে বুক ফেটে যায়। আর রাজকুমার বলেন্দ্রও, দেখচি, অত্যন্ত কাতর। দেখ, ভাই, বড় ঘরে ভেয়ে ভেয়ে এমন প্রণয় আমি কোথাও দেখি নাই। দুই জনে যেন এক প্রাণ।

ভৃত্য। তার সন্দেহ কি?

রক্ষ। তুমি ত, ভাই, সর্ব্বদাই মহারাজের কাছে থাক। তা মহারাজের এমন হবার কারণটা কিছু বুঝতে পার?

ভৃত্য। কৈ, না! কেন? তুমিও ত, ভাই, রাজকুমারের ওখানে থাক। তা তুমি কি কিছু জান না?

রক্ষ। কে জানে, ভাই, কিছুই ত বুঝতে পারি না! তবে অনুমানে বোধ হয়, রাজকুমারী কৃষ্ণার বিবাহ বিষয়ই এ বিপদের মূল কারণ; দেখ, এ কয়েক দিন সেনানী মহাশয়ের আর মন্ত্রী মহাশয়ের মুখে সর্ব্বদা তাঁরই নাম শুনতে পাই।

ভৃত্য। বটে? আমিও, ভাই, মহারাজের মুখে তাই শুনি।

বলেন্দ্রসিংহের প্রবেশ

বলে। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ; এ কি আমার কর্ম্ম; হস্তী সুকুমার কুসুমকে দলন করে ফেলে বটে? তা সে পশু বৈ ত নয়। রূপ লাবণ্য গুণবিষয়ে তার চক্ষুঃ অন্ধ। কিন্তু মনুষ্য কি কখন পশুর কাজ কত্যে পারে? না, না এ আমার কর্ম্ম নয়। আমার এখনি এ স্থান হতে প্রস্থান করাই কর্ত্তব্য। (প্রকাশে) রঘুবরসিংহ?

রক্ষ। কি আজ্ঞা, বীরপতি!

বলে। শীঘ্র আমার ঘোড়া আনতে বলো।

রক্ষ। যে আজ্ঞা! (ভৃত্যের প্রতি) ওহে, বড় অন্ধকারটা হয়েছে; এসো না, ভাই, আমরা দুজনেই যাই।

ভৃত্য। আচ্ছা, চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। (হস্ত ধরিয়া) রাজকুমার, রক্ষা করুন, আর কি বলবো? আপনি এত বিরক্ত হলে সর্ব্বনাশ হয়! আসুন, মহারাজ আপনাকে আবার ডাকছেন।

বলে। (হস্ত ছাড়াইয়া) তুমি বল কি, মন্ত্রি? আমি কি চণ্ডাল? না পাষণ্ড? এ কি আমার কর্ম্ম? এ কলঙ্কসাগরে মহারাজ আমাকে কেন মগ্ন কত্যে চান? অ্যাঁ? আমি কি বলে মনকে প্রবোধ দেবো, বল দেখি? কৃষ্ণা আমার প্রাণপুত্তলিকা। আমি কেমন করে নিরপরাধে তার প্রাণ বিনষ্ট করি?—ঐহিক সুখের জন্যে লোক পরকাল নষ্ট করে; কেন না পরকালে যে কি ঘটবে, তার নিশ্চয় নাই। কিন্তু তুমি বল দেখি, পাপ কর্ম্মের প্রতিফল কি ইহ কালেও ভোগ কত্যে হয় না?—মন্ত্রি, তুমি এ ঘৃণাস্পদ কর্ম্ম কত্যে আমাকে আর অনুরোধ করো না।

মন্ত্রী। (হস্ত ধরিয়া) রাজকুমার, আপনি মন্দিরের ভিতরে আসুন। এ সব কথার যোগ্য স্থল এ নয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

চারি জন সন্ন্যাসীর প্রবেশ

সকলে। (মন্দিরের সম্মুখে প্রণাম করিয়া) বোম্ ভোলানাথ! (সকলের উপবেশন এবং শিবস্তব গীতান্তে) বোম্ মহাদেব!

প্রথম। গোঁসাই জি, আপনি যে বলছিলেন, অদ্য রাত্রে মহারাজের কোন বিপদ্ হবে, এর কারণ কি? আর আপনিই বা তা কি প্রকারে জানতে পারলেন?

দ্বিতীয়। বাপু, তোমরা আমার চেলা। অতএব তোমাদের নিকট আমার কোন বিষয় গোপন রাখা অতি অকর্ত্তব্য। অদ্য সায়ংকালীন ধ্যানে দেখলেম, যেন দেবদেবের চক্ষে জলধারা পড়ছে! কিঞ্চিৎ পরে রাজভবনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে বোধ হলো, যেন সে স্থল হতে একটা রক্তস্রোতঃ নির্গত হচ্যে। তৎপরে আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখলেম, যেন প্রচণ্ড অগ্নিতে লক্ষ্মীদেবী দগ্ধ হচ্যেন, আর সকল দেবগণ হাহাকার কচ্যেন। ঐ সকলের পরেই এই ঘোরতর অন্ধকার আর মেঘগর্জ্জন আরম্ভ হলো। বাপু, এ সকল কুলক্ষণ। এতে যেন কোন বিশেষ বিপদ্ উপস্থিত হবে তার সন্দেহ নাই।

প্রথম। তা আপনি কেন মহারাজকে এ বিষয় জ্ঞাত করান না।

দ্বিতীয়। বাপু, বিধাতার যা নির্ব্বন্ধ, তা অবশ্যই ঘটবে; অতএব মহারাজকে এ বিষয় জ্ঞাত করালে কেবল তাঁকে উদ্বিগ্ন করা হবে। আর কোন উপকার নাই।

তৃতীয়। এই ত এক যুদ্ধ উপস্থিত, আর কি বিপদ্ ঘটতে পারে?

দ্বিতীয়। তা কেবল ভগবান্ একলিঙ্গই জানেন। আমার অনুমান হয়, যার নিমিত্তে এই যুদ্ধ উপস্থিত, তার প্রতিই কোন অনিষ্ট ঘটতে পারে। যা হউক, সে কথায় আর প্রয়োজন নাই। এক্ষণে চল, আমরা এ স্থান হতে প্রস্থান করি। আকাশ যেরূপ মেঘাবৃত হয়েছে, বোধ হয়, অতি ত্বরায় একটা ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হবে।

সকলে। বোম্ কেদার! হর-হর-হর! বোম্-বোম্-বোম্!

[সকলের প্রস্থান।

বলেন্দ্র এবং মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ

মন্ত্রী। রাজকুমার, পিতৃসত্যপালনহেতু রঘুপতি রাজভোগ পরিত্যাগ করে বনবাসে গিয়েছিলেন।[২৮] জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য। তা মহারাজের আজ্ঞা অবহেলা করা আপনার কোন মতেই উচিত হয় না।

বলে। আর ও সব কথায় আবশ্যক কি? আমি যখন মহারাজের পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা

২৮. রামায়ণ প্রসঙ্গ।

করেছি, তখন কি আর তোমার মনে কোন সন্দেহ আছে?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, না, তা কেমন করে থাকবে?

বলে। দেখ, মন্ত্রি, তুমি মহারাজকে সাবধানে রাজপুরে আন। হায়! হায়! আমার অদৃষ্টে এমন কেন ঘটলো? অবশ্য আমার পূর্ব্বজন্মে কোন পাপ ছিল; তা না হলে—

(নেপথ্যে)। বীরবর, আপনার ঘোড়া প্রস্তুত।

বলে। আচ্ছা। আমি চললেম, মন্ত্রি।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। (স্বগত) রাজকুমার যে এ দুরূহ কর্ম্মে সম্মত হবেন, এমন ত কোন সম্ভাবনাই ছিল না। যা হউক, এখন বহু কষ্টে সম্মত হলেন। আহা! রাজকুমারী কৃষ্ণার মৃত্যু ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। হায়, হায়! হে বিধাতঃ, এ কি তোমার সামান্য বিড়ম্বনা।

রাজার প্রবেশ

রাজা। সত্যদাস, বলেন্দ্র কি গেছে? হায়, হায়! হে বিধাতঃ, আমার অদৃষ্টে কি তুমি এই লিখেছিলে? বাছা, আমি কি আর তোমার সে চন্দ্রানন দেখতে পাব না? হায়, হায়! ছিঃ, আমি কি পাষণ্ড! নরাধম—

মন্ত্রী। মহারাজ, এখন চলুন, রাজপুরে চলুন।

রাজা। সত্যদাস, আমি ও মশানে আর কেমন করে প্রবেশ করবো?

মন্ত্রী। ধর্ম্মাবতার,—

রাজা। সত্যদাস, তুমি আমাকে কেন আর ধর্ম্মাবতার বল? আমি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম। আমি স্বয়ং কলি অবতার।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ সকল বিধাতার ইচ্ছা বৈ ত নয়!

ঝড় ও আকাশে মেঘগর্জ্জন

রাজা। (আকাশের প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত করিয়া) রজনী দেবী বুঝি এ পামরের গর্হিত কর্ম্ম দেখে, এই প্রচণ্ড কোপ ধারণ করেছেন; আর চন্দ্র ও নক্ষত্র প্রভৃতি মণিময় আভরণ পরিত্যাগ করে, চামুণ্ডা-রূপে গর্জ্জন কচ্যেন। উঃ! কি ভয়ানক ব্যাপার! কি কালস্বরূপ অন্ধকার! হে তমঃ, তুমি কি আমাকে গ্রাস কত্যে উদ্যত হয়েছো? উঃ! মেঘবাহন অন্ধকারকে পুনঃ পুনঃ ঐ দীপ্তিমান্ কশাঘাত করে যেন দ্বিগুণ ক্রোধান্বিত কচ্যেন। বজ্রের কি ভয়ঙ্কর শব্দ! এ কি প্রলয়কাল! তা আমার মস্তকে কেন বজ্রাঘাত হউক না? (উর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) হে কাল আমাকে গ্রাস কর। হে বজ্র! এ পাপাত্মাকে বিনষ্ট কর। হে নিশাদেবি! এ পাষণ্ডকে পৃথিবীতে আর কেন রাখ! বিনাশ কর।—কৈ? এখনও বজ্রাঘাত হলো না?—কৈ? বিলম্ব কেন। (হতজ্ঞানে আপন মস্তকে হস্ত দিয়া) এই নেও!—এই নেও! (কিঞ্চিৎ নীরব) কৈ? বজ্র ভয়ে পলায়ন কল্যেন নাকি? (বিকট হাস্য।)[২৯]

মন্ত্রী। (স্বগত) এ কি বিপদ্ উপস্থিত। মহারাজ যে ক্ষিপ্তপ্রায় হলেন। (প্রকাশে) মহারাজ, আপনি ও কি করেন? আসুন, এক্ষণে রাজপুরে যাই।

রাজা। (না শুনিয়া) পরমেশ্বর কি কল্যে?—মৃত্যু হবে না? কেন হবে না? কেন?—কেন?—অ্যাঁ! কি হবে? তবে কি হবে?—আমার কি হবে? (রোদন।)

মন্ত্রী। (স্বগত) এ কি সর্ব্বনাশ! এখন কি করি? এঁকে লয়ে যাবার উপায় কি?

রাজা। এ কি? ও মা কৃষ্ণা! কেন, মা?—এস, এস, একবার তোমার মস্তক চুম্বন করি। তোমার কি হয়েছে, মা?—আহা!—আমি যে তোমার দুঃখী পিতা, মা। যাকে তুমি এত ভালবাসতে।—(রোদন) ও কি ভাই বলেন্দ্র? ও কি?—ও কি?—কি কর?—কি কর? এমন কর্ম্ম—ওঃ—(মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি।)

মন্ত্রী। (স্বগত) এ কি? এ কি? এ কি সর্ব্বনাশ!—কি হবে? এখানে যে কেউ নাই। (উচ্চৈঃস্বরে) কে আছিস্ রে!

ভৃত্য ও রক্ষকের প্রবেশ

ভৃত্য। এ কি?—কি সর্ব্বনাশ!

২৯. সেকসপীয়রের কিং লিয়র নাটকের প্রভাব লক্ষ্যণীয়।

মন্ত্রী। ধর, ধর, মহারাজকে শীঘ্র রাজপুরে লয়ে চল।

[রাজাকে লইয়া প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর, কৃষ্ণকুমারীর মন্দির

অহল্যাদেবী এবং তপস্বিনীর প্রবেশ

অহ। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) ভগবতি, কৈ, আমার কৃষ্ণা ত এখানে নাই?

তপ। বোধ করি, তবে রাজনন্দিনী এখনও সঙ্গীতশালা থেকে আসেন নাই। তা আপনি এত উতলা হলেন কেন?

অহ। (নিরুত্তরে রোদন।)

তপ। (হস্ত ধরিয়া) ছি, ছি! ও কি মহিষি? স্বপ্নও কি কখন সত্য হয়? তা হলে এ পৃথিবীতে যে কত শত দরিদ্র রাজা হতো ; আর কত শত রাজা দরিদ্র হতেন, তার সীমা নাই। কত লোক যে কত কি স্বপ্নে দেখে, তা কি সব সত্য হয়?

অহ। ভগবতি, আমার প্রাণটা কেমন কচ্যে ; আপনি আমার কৃষ্ণাকে ডাকুন। আমি একবার তার চাঁদবদনখানি ভাল করে দেখি। (রোদন।)

তপ। মহিষি, আপনি এত উতলা হবেন না। আপনি এমন কি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছেন, বলুন দেখি শুনি।

অহ। ভগবতি, সে স্বপ্নের কথা মনে হলে, আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরে উঠে। (রোদন।)

তপ। কেন, বৃত্তান্তটাই কি?

অহ। আমার বোধ হলো, যেন আমি ঐ দুয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময়ে এক জন ভীমরূপী বীর পুরুষ একখান অসি হস্তে করে এই মন্দিরে এসে প্রবেশ কল্যে—

তপ। কি আশ্চর্য্য! তার পর?

অহ। আমার কৃষ্ণা যেন ঐ পালঙ্কের উপর একলা শুয়ে আছে। আর ঐ বীর পুরুষ কল্যে কি, যেন ঐ পালঙ্কের নিকটে এসে তাকে খড়্গাঘাত কত্যে উদ্যত হলো ; আমি ভয়ে অমনি চীৎকার করে উঠলেম, আর নিদ্রাভঙ্গ হয়ে গেল। ভগবতি, আমার কপালে কি হবে, বলতে পারি না। (রোদন।)

তপ। আপনি কি জানেন না, মহিষি, যে স্বপ্নে মন্দ দেখলে ভাল হয়, আর ভাল দেখলে মন্দ হয়?

অহ। সে যা হৌক, ভগবতি, আমি আজ রাত্রে আমার কৃষ্ণাকে কখনই এ মন্দিরে শুতে দেবো না।

তপ। (সহাস্য বদনে) কেন মহিষি, তাতে দোষ কি? (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি) ঐ শুনুন ! আমি বলেছিলাম কি না, যে রাজনন্দিনী সঙ্গীতশালায় আছেন। তা চলুন, আমরা সেখানেই যাই। মহিষি, আপনি কৃষ্ণার সম্মুখে কোন মতেই এত উতলা হবেন না। মেয়েটি আপনাকে এ অবস্থায় দেখলে অত্যন্ত বিষণ্ণ হবে। তা তাকে আর কেন বৃথা মনঃপীড়া দেবেন? আর বিবেচনা করে দেখুন না কেন, স্বপ্ন নিদ্রাদেবীর ইন্দ্রজাল বৈ ত নয়। চলুন, আমরা এখন যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

খড়্গহস্তে বলেন্দ্রসিংহের প্রবেশ

বলে। (স্বগত) আমি যে কত শত বার এই মন্দিরে প্রবেশ করেছি, তার সংখ্যা নাই। কিন্তু আজ প্রবেশ কত্যে যেন আমার পা আর উঠতে চায় না। তা হবেই ত। চোরের মতন সিঁদ কেটে গৃহস্থের ঘরে ঢোকা কি বীর পুরুষের ধর্ম্ম? হায়! মহারাজ কেন আমাকে এ বিষম ঝন্‌ঝটে ফেললেন? এ নিদারুণ কর্ম্ম কি অন্য কারো দ্বারা হতে পারতো না? ইচ্ছা করে যে কৃষ্ণাকে না মেরে আপনিই মরি! (দীর্ঘনিশ্বাস) কিন্তু তাতে ত কোন ফল দর্শাবে না? (শয্যার নিকটবর্ত্তী হইয়া) কৈ? কৃষ্ণা ত এখানে নাই। বোধ হয়, এখনও শুতে আসে নাই। তা এখন কি করি? (পরিক্রমণ।) (নেপথ্যে গীত।) (স্বগত) আহা! হে বিধাত, আমি কি এমন কোকিলাকে চিরকালের জন্যে নীরব কত্যে এলেম? এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? এই যে কৃষ্ণা এ দিকে আসছেন! হায়, হায়! হে বিধাতঃ, তুমি কি নিমিত্ত এ রাজ-বংশের প্রতি এত প্রতিকূল হলে! এমন নিধি দিয়ে কি আবার তাকে অপহরণ করবে! হায়, হায়, বৎসে, তুমি কেন এ নিষ্ঠুর ব্যাঘ্রের গ্রাসে পড়তে আসচো! (অন্তরালে অবস্থিতি।)

কৃষ্ণার সহিত তপস্বিনীর পুনঃপ্রবেশ

তপ। বাছা, এত রাত্রি পর্য্যন্ত কি গান বাদ্যেতে মত্ত থাকতে হয়? যাও, রাজমহিষী যে শয়নমন্দিরে গেলেন। তুমিও গিয়ে শয়ন করগে, আর বিলম্ব করো না।

কৃষ্ণা। ভাল, ভগবতি, মাকে আজ এত উতলা দেখলেম কেন, বলুন দেখি? উনি আমাকে আজ রাত্রে এ মন্দিরে শুতে মানা করছিলেন কেন?

তপ। রাজনন্দিনি, একে ত মায়ের প্রাণ ; তাতে আবার তুমি তাঁর একটি মাত্র মেয়ে! আর এখন এ বিবাহের বিষয়ে যে গোলযোগ বেধে উঠেছে—

কৃষ্ণা। (সহাস্য বদনে) তবে মা কি ভাবেন, যে আমাকে কেউ এ মন্দির থেকে চুরি করো নে যাবে?

তপ। বৎসে, তাও কি কখন হয়! চন্দ্রলোক থেকে অমৃত অপহরণ করা যার তার সাধ্য?

কৃষ্ণা। (গবাক্ষ খুলিয়া) উঃ, ভগবতি, দেখুন, কি অন্ধকার রাত্রি। নিশানাথের বিরহে রজনী দেবী যেন বেশভূষা পরিত্যাগ করে দুঃখসাগরে মগ্ন হয়ে রয়েছেন।

তপ। (সহাস্য বদনে) বাছা, তুমি আবার এ সব কথা কোত্থেকে শিখলে! যাও, শয়ন করগে। আমিও এখন কুটীরে যাই। রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হলো।

কৃষ্ণা। যে আজ্ঞা।

তপ। তবে আমি এখন আসিগে।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণা। (স্বগত) রাজা মানসিংহ একবার যুদ্ধে হেরেছিলেন বটে, কিন্তু শুনেছি, যে তিনি নাকি আবার অনেক সৈন্যসামন্ত লয়ে জয়পুরের রাজাকে আক্রমণ করবার উদ্যোগে আছেন ;— তা দেখি, বিধাতা, আমার কপালে কি করেন। (দীর্ঘনিশ্বাস) সুভদ্রার জন্যে অর্জ্জুন যেমন যদুকুলের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ করেছিলেন এও বুঝি সেইরূপ হয়ে উঠলো।[৩০] (গবাক্ষ খুলিয়া) ইঃ, কি ভয়ানক বিদ্যুৎ। যেন প্রলয়কালের বিস্ফুলিঙ্গ পাপাত্মার অন্বেষণে পৃথিবী পর্য্যটন কচ্যে। আর মেঘের গর্জ্জন শুনলে মহামহাবীর পুরুষেরও হৃৎকম্প হয়। উঃ, কি ভয়ঙ্কর ঝড়ই হচ্যে। আজ এ কি মহাপ্রলয় উপস্থিত? এ মন্দির পর্ব্বতের ন্যায় অটল ; প্রবল ঝড় বইলেও এতে কোন ভয় নাই। কিন্তু যারা কুঁড়ের মত ছোট ছোট ঘরে থাকে, না জানি তাদের আজ কত কষ্ট হচ্যে। আহা! পরমেশ্বর তাদের রক্ষা করুন। হে বিধাতঃ, সেই মনুষ্য, সেই বুদ্ধি, সেই আকার, কিন্তু কেউ বা অপূর্ব্ব উচ্চ সুবর্ণ অট্টালিকায় ইন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্য্য ভোগ কচ্যে, আর কেউ বা আশ্রয়বিহীন হয়ে বৃক্ষমূলে অতি কষ্টে কালাতিপাত করে। কিন্তু তাও বলি অট্টালিকায় বাস কল্যেই যে লোকে সুখী হয় এমন নয়। আমার ত কিছুরই অভাব নাই তবে কেন আমি সুখী হই না? মনের সুখই সুখ! (দীর্ঘনিশ্বাস) ভাল, আমার মনটা আজ এত চঞ্চল হলো কেন? পৃথিবীর কোন বস্তুই ভাল লাগচে না। আমার মনঃ যেন পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় ব্যাকুল হয়েছে। দেখি দেখি যদি একটু শয়ন করে সুস্থ হতে পারি। তাই যাই। হে মহাদেব, এ অধীনীর প্রতি দয়া করে এর মনের চঞ্চলতা দূর কর। প্রভু, এ দাসী তোমার নিতান্ত শরণাগত। (শয়ন।)

বলেন্দ্রসিংহের পুনঃপ্রবেশ

বলে। (স্বগত) হায়! হায়! আমি এমনি কর্ম্ম কত্যে এলেম, যে পাছে একেবারে রসাতলে প্রবেশ করি, এই ভয়ে পৃথিবীতে পাদক্ষেপণ কত্যেও আশঙ্কা হচ্যে। আমার এমনি বোধ হচ্যে যেন পদে পদে মেদিনী আমাকে গ্রাস কত্যে আসচেন। তা হলেও এক প্রকার ভাল হয়। রজনি দেবি, তুমিই আমার সাক্ষী। আমি এ কর্ম্ম আপন ইচ্ছায় কচ্যি না (নিকটবর্ত্তী হইয়া) হায়! হায়! আমি এ রাজ কুলমৃণাল থেকে এ প্রফুল্ল কনক-পদ্মটি যথার্থই কি ছিন্ন ভিন্ন কত্যে এলেম। এমন সুবর্ণমন্দিরে সিঁদ দিয়ে এর জীবনরূপ ধন অপহরণ করা অপেক্ষা কি আর পাপ আছে? (চিন্তা করিয়া) তা কি করি? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞা অবহেলা

৩০. মহাভারতের সুভদ্রাহরণ কাহিনীর প্রসঙ্গ।

করাও মহাপাপ। (দীর্ঘ নিশ্বাস) আমার দেখচি মারীচ রাক্ষসের দশা ঘটলো,[৩১] কোন দিকেই পরিত্রাণ নাই! তা জন্মের মতন বাছার চন্দ্রবদন- খানি একবার দেখে নি! (মুখ দেখিয়া) হে বিধাতঃ, আমি কি রাহু হয়ে এমন পূর্ণ শশীকে গ্রাস কত্যে এলেম? আমি কি প্রলয়ের কালরূপে একে চিরকালের নিমিত্তে জলমগ্ন কত্যে এলেম? (নয়ন মার্জ্জন) আহা মা! আমি নিষ্ঠুর চণ্ডাল! নিরপরাধে তোমার প্রাণ নষ্ট কত্যে এসেছি। আহা! বাছা এখন নিরুদ্বেগচিত্তে নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে বিরাম লাভ কচ্যেন ; আর বোধ হয়, নানাবিধ মনোহর স্বপ্নদ্বারা পরম সুখানুভব কচ্যেন ; কিন্তু নিকটে যে পিতৃব্যস্বরূপ কাল এসে উপস্থিত হয়েছে, তা ভ্রমেও জানেন না। হায়! হায়! যাকে আমি এত প্রাণতুল্য ভালবাসি, যার মমতাগুণে যুদ্ধজীবী জনের কঠিন হৃদয়ে অপার স্নেহরস প্রবাহিত হয়েছে, তাকে কি আমার নষ্ট কত্যে হলো? বলেন্দ্রের অস্ত্রের কি শেষে এই কীর্ত্তি হলো? ধিক্! ধিক্! (চিন্তা করিয়া) তবে আর কেন?—ওঃ! এ স্নেহনিগড় ভগ্ন করা কি মনুষ্যের কর্ম্ম? দ্রৌপদীর বস্ত্রের ন্যায়[৩২] একে যত খোল, ততই বাড়ে! হে পৃথিবি, তুমি সাক্ষী। হে রজনী দেবি, তুমি সাক্ষী। (মারিতে হস্ত উত্তোলন।)

কৃষ্ণা। (সহসা গাত্রোত্থান করিয়া) অ্যাঁ—অ্যাঁ—কাকা! এ কি? এ কি?

বলে। (অসি ভূতলে নিক্ষেপ।)

কৃষ্ণা। অ্যাঁ—কাকা! এ কি? আপনি যে এমন সময়ে এখানে এসেছেন?

বলে। না, এমন কিছু নয়! কেবল তোমাকে একবার দেখতে এসেছি। তা বৎসে! তা বৎসে! আমাকে বিদায় দেও। আমি চল্যেম।

কৃষ্ণা। কাকা, আপনি একজন মহাবীর পুরুষ ; তা আপনার কি এ দাসীর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করা উচিত?

বলে। (বদনাবৃত করিয়া নিরুত্তরে রোদন।)

কৃষ্ণা। (অসি অবলোকন করিয়া স্বগত) এ কি? (অসি বক্ষঃস্থলে গোপন ও প্রকাশে) কাকা, আমি আপনার পায়ে ধচ্যি, আপনি আমাকে সকল বৃত্তান্ত খুলে বলুন।

বলে। বাছা, তুমি এ নরাধম নিষ্ঠুরকে আর কাকা বলো না। আমি ত তোমার কাকা নই, আমি চণ্ডাল, আমি তোমার কাল হয়ে এসেছিলাম। (রোদন।)

কৃষ্ণা। সে কি, কাকা?

বলে। হা আমার কুললক্ষ্মী!—হে পৃথিবী, তুমি দ্বিধা হয়ে আমাকে স্থান দান কর! (রোদন।)

কৃষ্ণা। (হস্ত ধারণ) কেন, কাকা, আপনি এত চঞ্চল হলেন কেন?

বলে। কৃষ্ণা, আমি তোমার প্রাণ নষ্ট কত্যে এসেছিলাম।

কৃষ্ণা। কেন, কাকা, আপনার কাছে আমি কি অপরাধ করেছি?

বলে। বাছা, তুমি স্বয়ং কমলা অবতীর্ণা। তুমি কি অপরাধ কাকে বলে তা জান? (রোদন) মরুদেশের রাজা মানসিংহ আর জয়পুরের রাজা জগৎসিংহ, উভয়েই এই প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে হয় তোমাকে বিবাহ করবেন নয় উদয়পুরীকে ভস্মরাশি কর্য্যে এ রাজ্য লণ্ডভণ্ড করবেন। আমাদের যে এখন কি অবস্থা, তা ত তুমি বিলক্ষণ জান! এই জন্যেই—

কৃষ্ণা। কাকা, আমার পিতারও কি এই ইচ্ছা যে—

বলে। মা, আমি আর কি বলবো? তাঁর অনুমতি ভিন্ন আমি কি এমন চণ্ডালের কর্ম্ম কত্যে প্রবৃত্ত হই?

কৃষ্ণা। বটে? তা এর নিমিত্তে আপনি এত কাতর হচ্যেন কেন? আপনি পিতাকে এখানে একবার ডেকে আনুন গে। আমি তাঁর পাদপদ্মে জন্মের মতন বিদায় হই। কাকা, আমি রাজপুত্রী! রাজকুলপতি ভীমসিংহের মেয়ে। আপনি বীরকেশরী। আপনার ভাইঝি। আমি কি মৃত্যুকে ভয় করি? (আকাশে কোমল বাদ্য) ঐ শুনুন! কাকা, একবার ঐ দুয়ারের

৩১. রামায়ণের কাহিনী প্রসঙ্গ।
৩২. মহাভারতের কাহিনী প্রসঙ্গ।

দিকে চেয়ে দেখুন। আহা! কি অপরূপ রূপ-লাবণ্য! উনিই পদ্মিনী সতী। উনি আমাকে এর আগে আর একবার দেখা দিয়েছিলেন; জননি, তোমার দাসী এলো বলে। দেখ, কাকা, এ মন্দির সহসা নন্দনকাননের সৌরভে পরিপূর্ণ হলো। আহা! আমার কি সৌভাগ্য!

নেপ। (পদশব্দ।)

বলে। এ কি? এ কি?

রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মন্ত্রীর প্রবেশ

রাজা। (ক্ষিপ্তপ্রায় ইতস্ততঃ অবলোকন।)

মন্ত্রী। (কৃষ্ণাকে দেখিয়া স্বগত) এই যে, তবে এখনও হয় নাই। আঃ রক্ষা হউক! (অগ্রসর হইয়া বলেন্দ্রের প্রতি জনান্তিকে) রাজকুমার, আর দেখেন কি? সর্ব্বনাশ উপস্থিত! মহারাজ হঠাৎ উন্মাদপ্রায় হয়েছেন।

বলে। সে কি? সর্ব্বনাশ! (রাজার নিরাসনে উপবেশন।) হায়, হায়! কি হলো! তা মন্ত্রি, তুমি ওঁকে এখানে আনলে কেন?

মন্ত্রী। কি করি? উনি আপনিই এই দিকে এলেন। সুতরাং, আমাকে ওঁর সঙ্গে আসতে হলো। কি জানি, যদি অন্য কোথাও যান। আর একটা ভাবলেম, যে মহারাজের যখন এ অবস্থা হলো, তখন আর এ গুরুতর পাপকর্ম্মে প্রয়োজন কি? তাই আপনাকে নিবেদন কত্যে এলেম। এর পর আমার অদৃষ্টে যা হবার হবে। হায়, হায়, রাজকুমার—

রাজা। বলেন্দ্র! ছি ভাই! এমন কর্ম্মও করে। (গাত্রোত্থান করিতে করিতে) কর কি, কর কি? না,—না, না, না,—মানসিংহ, মানসিংহ, মানসিংহ! হুঁঃ! তাকে তো এখনই নষ্ট করবো। আমি এই চল্যেম। (কিঞ্চিৎ গমন) এই যে আমার কৃষ্ণা! কেন, মা? কেন?—মা, একবার বীণাধ্বনি কর।—মা, একটি গান কর। —আহাহা—ঐ, ঐ, হা আমার কুললক্ষ্মী! তুমি কোথা গেলে![৩৩] (রোদন।)

কৃষ্ণা। (রাজার অবস্থাকে শোক জ্ঞান করিয়া) কাকা, পিতা এমন কচ্যেন কেন? পিতঃ, আপনি এ সামান্য বিষয়ে এত আক্ষেপ করেন কেন? জীব মাত্রেই শমনের অধীন। তা এতে দুঃখ কল্যে আর কি হবে? জীবন কখনই চিরস্থায়ী নয়। যে আজ না মরে, সে কাল মরবে। কুলমান রক্ষার জন্যে প্রাণদান অপেক্ষা আর কি পুণ্যকর্ম্ম আছে? (আকাশে কোমল বাদ্য) ঐ শুনুন! রাজসতী পদ্মিনী আমাকে ডাকছেন। উনি এর আগে আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছিলেন, যে কুলমান রক্ষার জন্যে যে যুবতী আপন প্রাণ দান করে, সুরলোকে তার আদরের সীমা নাই।" পিতঃ, আপনি এ দাসীকে জন্মের মতন বিদায় দেন! এই অন্তকালে যে মায়ের পা দুখানি দেখতে পেলেম না, এই একটা বড় দুঃখ মনে রৈল! (রোদন।)

বলে। ছি, মা, ছি! তুমি ও সকল কথা আর মুখে এনো না! তোমার শত্রুর অন্তকাল উপস্থিত হউক।

কৃষ্ণা। কাকা, এমন জীব নাই, যে বিধাতা তার অদৃষ্টে মরণ লেখেন নাই। কিন্তু সকলের ভাগ্যে মৃত্যু যশোদায়ক হয় না। অনেক তরুকে লোকে কেটে পুড়িয়ে ফেলে; কিন্তু আবার কোন কোন তরুর কাষ্ঠে দেবপ্রতিমা নির্ম্মাণ হয়। কুলমান রক্ষার্থে কিম্বা পরের উপকারের জন্যে যে মরে, সে চিরস্মরণীয় হয়।

বলে। তুমি, মা, আর ও সব কথা কইও না। তুমি আমাদের জীবনসর্ব্বস্ব! তোমার অপেক্ষা কি এ রাজপদ প্রিয়তর?

কৃষ্ণা। কাকা, আপনি এমন কথা মুখেও আনবেন না। আপনি আমাকে বাল্যকালাবধি প্রাণতুল্য ভালবাসেন, তা আপনি এখন আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করে আমাকে বিদায় দেন! পিতঃ, আপনি নরপতি; বিধাতা আপনাকে কত শত সহস্র প্রাণীর প্রতিপালন কত্যে এই রাজপদে নিযুক্ত করেছেন; তা আপনার তাদের সুখ দুঃখ বিস্মৃত হওয়া কোন মতেই উচিত হয় না। আপনি এ দাসীকে জন্মের মতন বিদায় দেন। আপনি নীরব হলেন কেন? আমি কি অপরাধ করেছি, যে আপনি আর

৩৩. কিং লিয়রের অনুরূপ।

আমার সঙ্গে কথা কবেন না? পিতঃ, আপনার এত আদরের মেয়েকে এইবার শেষ আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এ ভবযন্ত্রণা হতে মুক্ত হয়ে সুরপুরীতে যেতে পারি। (চরণে পতন।)

রাজা। এ না মানসিংহের দূত?—এত বড় স্পর্দ্ধা, আমাকে রুদ্ধ করে?

কৃষ্ণা। (উঠিয়া) কেন, পিতঃ, আমি আপনার নিকট কি অপরাধ করেছি?

রাজা। কি অপরাধ?—আমার নিকটে ছলনা? দূর হঃ, দূর হঃ!

মন্ত্রী। এ কি সর্ব্বনাশ!—

কৃষ্ণা। হা বিধাতঃ, আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল? এ সময়ে পিতাও কি বিমুখ হলেন? কাকা, আমি পিতার নিকটে কি অপরাধ করেছি, যে উনি আমার প্রতি বিরক্ত হলেন? (আকাশে কোমল বাদ্য) আঃ, আমি এই যাই।—কাকা, আপনার চরণে ধরি (চরণে পতন।) আপনিই আমাকে বিদায় দেন।

বলে। উঠ মা, ছি, মা, ছি! (হস্ত ধরিয়া উত্তোলন) তুমি আমাদের জীবনসর্ব্বস্ব! তোমাকে বিদায়—(আকাশে কোমল বাদ্য।)

কৃষ্ণা। জননি, এই আমি এলেম। (সহসা খড়্গাঘাত ও শয্যোপরি পতন।)

সকলে। এ কি! এ কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!

বলে। হে বিধাতঃ, তোমার মনে কি এই ছিল! হে পরমেশ্বর, আমাদের কি করলে! বৎসে, তুমি কি আমাদের যথার্থই ত্যাগ করলে! হায়, হায়! (রোদন।)

তপস্বিনীর প্রবেশ

তপ। এ কি? (অবলোকন করিয়া) কি সর্ব্বনাশ! এ রাজকুললক্ষ্মী এ অবস্থায় কেন? হায়, হায়! এ রত্নদীপ কে নির্ব্বাণ কল্যে?—হায়, হায়! (রোদন।)

বলে। আর ভগবতি, আমাদের কি হবে! এ দিকে এই, আবার ও দিকে মহারাজের দশা দেখেচেন? আহাহা! দাদা, তোমার অদৃষ্টে কি এই ছিল! ভগবতি—

তপ। কেন, কেন? মহারাজের কি হয়েছে? উনি অমন কচ্যেন কেন?

বলে। আর ভগবতি, সকলই আমার অদৃষ্টে করে! মহারাজ হঠাৎ মহা উন্মাদ হয়ে উঠেছেন।

তপ। কেন? কারণ কি?

অহল্যাদেবীর বেগে প্রবেশ

অহ। (নেপথ্য হইতে) কৈ? কৈ? আমার কৃষ্ণা কোথায়? (অবলোকন করিয়া) এ কি? আমার কৃষ্ণা এমন হয়ে রয়েছে কেন? —অ্যাঁ!—এ যে রক্ত!—মহারাজ, এমন কে করলে?

তপ। মহিষি, মহারাজকে আপনি আর কেন জিজ্ঞাসা কচ্যেন? ওঁতে কি আর উনি আছেন?

অহ। তবে বুঝি উনিই এ কর্ম্ম করেছেন! ও মা, আমার কি সর্ব্বনাশ হলো! (কৃষ্ণার মুখাবলোকন করিয়া রোদন) আহা! বাছা আমার সুবর্ণলতার ন্যায় পড়ে আছেন! ও মা কৃষ্ণা, আমি তোমার অভাগিনী মা এসে ডাকছি যে। ও মা, তুমি আমাকে কি অপরাধে ছেড়ে চল্যে, মা? উঠ, মা, উঠ। ও মা, ও মা, তুমি কি আমার উপর রাগ করেছো? (রোদন।)

কৃষ্ণা। (মৃদুস্বরে) মা,—এসেছো?—আমাকে পায়ের ধূল দেও। মা,—পিতা আমার উপর অত্যন্ত রাগ করেছেন,—তুমি ওঁকে আমার সকল দোষ ক্ষমা কর্‌তে বলো। মা, আমি তোমার নিকটেও অনেক বিষয়ে অপরাধী আছি, সে সকল ক্ষমা করে আমাকে এ জন্মের মতন বিদায় দেও। মা, তোমার এ দুঃখিনী মেয়েকে এর পর এক এক বার মনে করো। (মৃত্যু—আকাশে কোমল বাদ্য।)

অহ। ও মা, তুমি কি অপরাধ করেছিলে, মা! (রোদন) এ কি? আবার যে মা আমার চুপ করলেন? ও মা, কৃষ্ণা! ও মা! ও মা! ও মা! (মূর্চ্ছা।)

তপ। এ আবার কি হলো?—রাজমহিষী যে হঠাৎ অজ্ঞান হলেন। মহিষি, উঠুন, মহিষি, উঠুন, হায়, হায়! একবারে কি সব ছারখার হলো?

অহ। (চেতন পাইয়া) ভগবতি, আমি কি স্বপ্ন—মহারাজ, এ কর্ম্ম কে করলে?

ঠাকুরপো, তুমিই বল না কেন?—ও কি? (উঠিয়া) তোমরা যে সকলেই চুপ করে রৈলে?

রাজা। আঃ! (অগ্রসর হইয়া) মহিষী যে? (হস্ত ধরিয়া) দেখ, তুমি আমার কৃষ্ণাকে দেখেচো? কৈ?

অহ। মহারাজ, তুমি ও হাত দিয়ে আমাকে ছুঁও না। তোমার হাতে আমার কৃষ্ণার রক্ত লেগে রয়েছে। মহারাজ, আমি তোমার কাছে এ জন্মের মতন বিদায় হলেম।

[বেগে প্রস্থান।

মন্ত্রী। ভগবতি, আপনি একবার যান, মহিষী কোথায় গেলেন দেখুন গে।

[তপস্বিনীর প্রস্থান।

রাজা। মহিষি, কোথা যাও? কোথা যাও?—গেলে, গেলে গেলে? তুমিও গেলে। (রোদন) হা কৃষ্ণা! হা কৃষ্ণা! হা কৃষ্ণা! আমি যাই মা, আমি যাই। ভাই বলেন্দ্র, কৃষ্ণা!—কৃষ্ণা! আমার কৃষ্ণা! (রোদন।)

মন্ত্রী। রাজকুমার, আমি চিরকাল এই বংশের অধীন, আমাকে কি শেষে এই দেখতে হলো। (রোদন।)

অন্তঃপুরে রোদনধ্বনি, তপস্বিনীর পুনঃপ্রবেশ

তপ। হায়! হায়! কি হলো!—রাজকুমার, রাজমহিষীও স্বর্গারোহণ কল্যেন। হায়, হায়! আমি এমন সর্ব্বনাশ কোথাও দেখি নাই। এ কি বিধাতার সামান্য বিড়ম্বনা? হায় হায়, হায়!

বলে। মন্ত্রি, আর কি? সকলই শেষ হলো। (রোদন) হায়! হায়! হায়! মৃত্যু কি আমাকে ভুলে আছেন?—দাদা, ঐ দেখুন, আমাদের রাজকুললক্ষ্মী মহানিদ্রায় অবশ হয়ে আছেন। আর এ রাজ্যে প্রয়োজন কি? হায়, হায়!

রাজা। বলেন্দ্র, ভাই, কৃষ্ণা! কৃষ্ণা!—আমার কৃষ্ণা।

বলে। আহাহা! দাদা, তোমার জ্ঞান শূন্য হয়েছে, তুমি এর কিছুই জানতে পাচ্যো না। হায়! হায়! হায়! তা, ভাই, এ তো তোমার সৌভাগ্য বলতে হবে! হায়, এমন সময়ে জ্ঞান থাকা চেয়ে অজ্ঞান হওয়া ভাল! এ যাতনা কি সহ্য করা যায়! (রোদন।)

সত্য। রাজকুমার, আর আক্ষেপ করা বৃথা। মহারাজকে এখান থেকে লয়ে যাওয়া যাক। আর আসুন, এ বিষয়ে যা কর্ত্তব্য, দেখা যাক্‌গে। এ দিকের তো সকলি শেষ হলো। হায়, হায়! হে বিধাতঃ, তোমার কি অদ্ভুত লীলা। আসুন রাজকুমার, আর বিলম্বে প্রয়োজন কি?

যবনিকা পতন

মায়া-কানন

পুরুষ-চরিত্র

বৃদ্ধ রাজা (সিন্ধুদেশাধিপতি)। অজয় (সিন্ধুর রাজকুমার, শেষ রাজা)। সিন্ধুরাজমন্ত্রী। ধূমকেতু (গুর্জ্জরদেশের রাজা)। গুর্জ্জররাজমন্ত্রী। ভীমসিংহ (গুর্জ্জররাজের সেনানী)। রামদাস (অরুন্ধতীর শিষ্য)। আত্মা (মৃত সিন্ধুরাজের আত্মা)। বৃদ্ধ (বিচারার্থী)। মদন (ঐ বৃদ্ধের কন্যা সুভদ্রার পাণিপ্রার্থী)। নৃসিংহ (ঐ)। দৌবারিক, নাগরিক, পার্শ্বচর, বীর পুরুষ, পঞ্চালের দূত, গুর্জ্জরের দূত, রক্ষক, মধুদাস, মাতাল ও ঢুলী ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

ইন্দুমতী (গান্ধারের পদচ্যুত রাজা মকরধ্বজের কন্যা)। শশিকলা (সিন্ধুরাজের কন্যা)। সুনন্দা (ইন্দুমতীর সখী)। কাঞ্চনমালা (শশিকলার সখী)। অরুন্ধতী (তপস্বিনী)। সুভদ্রা (বিচারার্থী বৃদ্ধের কুমারী কন্যা)।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পর্ব্বতাবৃত পথ, পশ্চাতে সিন্ধু নগর, সম্মুখে মায়া-কানন

ইন্দুমতী এবং পুষ্পপাত্র ও ধূপদান হস্তে সুনন্দার ছদ্মবেশে প্রবেশ

ইন্দু। সখি! ঐ কি সেই মায়া-কানন?

সুন। হাঁ রাজকুমারি!

ইন্দু। হা, ধিক্ সখি! তোর কি কিছুই জ্ঞান নাই? আমাদের কপালগুণে বিধাতা কি তোরেও একবারে জ্ঞানহারা করেছেন?

সুন। কেন?

ইন্দু। কেন? কেন কি? আমি রাজকুমারী, এমন কি, রাজরাজেন্দ্রকুমারী,—তবুও এ অবস্থায় আমারে ওরূপ সম্বোধন করা আর কি সাজে? তুই কি কিছুই বুঝিস্ না?

সুন। (ক্ষুণ্ণমনে) হা বিধাতা! তোর মনে কি এই ছিল? সখি! পোষা পাখী একবার যা শিখেছে, সে কি আর সহজে তা ভুলতে পারে? কখনো না কখনো সে কথা তার মুখ দিয়ে অবশ্যই বেরিয়ে পড়ে। তা সখি! এ বিজন দেশে এমন কে আছে যে, আমাদের এ কথা শুনলে অনিষ্ট ঘটবার সম্ভাবনা?

ইন্দু। সুনন্দা! এখানে কেউ থাক্ আর না থাক্, প্রতিধ্বনি ত আছে; আর আমাদের এখন এমনি অবস্থা যে, প্রতিধ্বনির কাণেও ও কথা তোলা অনুচিত। তা দেখিস্, তুই যেন সতত সতর্ক থাকিস্। এখন বল্ দেখি,—ঐ কি সেই মায়া-কানন? তা ওখানে গেলে আমাদের কি ফল লাভ হবে?—আর তুই ও সম্বন্ধে কি কি শুনিছিস?

সুন। সখি! ভগবতী অরুন্ধতী দেবী আমারে বারংবার বলেছেন যে, "ঐ মায়াকাননে এক পাষাণময়ী দেবীমূর্ত্তি আছে।—যে লগ্নে দিনমণি কন্যারাশির সুবর্ণগৃহে প্রবেশ করেন, সেই সুলগ্নে যদি কোনো পবিত্রস্বভাবা কুমারী, কি সুপবিত্র অনূঢ় যুবা ঐ দেবীর পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করে, তবে কুমারী হইলে স্বীয় ভবিষ্যৎ বরকে আর পুরুষ হইলে আপন ভাবী পত্নীকে সম্মুখে দেখ্‌তে পায়।"—আর আজ প্রাতঃকালে তপস্বিনী আমারে বলেছেন, "অদ্য দিবা দুই প্রহরের পর সেই শুভ লগ্ন।"—তা আমার এই বাসনা যে, ঐ সুসময়ে তুমি দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা কর, দেখি আমাদের ভাগ্যে কি আছে!

ইন্দু। সখি! এ কথাতে কি কখনো বিশ্বাস হয়?

সুন। বল কি সখি! তবে অরুন্ধতী দেবী কি মিথ্যাবাদিনী? না দৈব ব্যাপারে অনভিজ্ঞা?

ইন্দু। তা নয় সখি!—তবে কি, সে সব কথা শুনলে আমার মনে ভয় হয়। ভবিষ্যতের অন্ধকারময় গর্ভে যে কি আছে, তার অনুসন্ধান করা অনুচিত কর্ম্ম। বিধাতা যখন ভবিষ্যৎকে গূঢ় আবরণ দিয়ে আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত করে